গ্রামীণ উন্নয়নে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) এর গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর সমীক্ষা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এম.ফিল ডিগ্রী
অর্জনের শর্ত পূরণের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

GIFT

তত্ত্বধায়ক
প্রফেসর কে,এ,এম সা'দউদ্দিন
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
382826
382826

উপস্থাপনায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ খান
রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৩৫২, শিক্ষা বর্ষ ঃ ১৯৯২-৯৩
তারিখ ঃ ২২/০২/১৯৯৮ ইং।
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Certificate

Certified that matrials incorportion in this theris is original. The work was carried out by Md. Abdul Wadud Khan under my direct supervision.

382826

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২৫.২.৯৪

Prof. K.A.M S'aaduddin
Superviser
Department of Socialogy
University of Dhaka.

Professor
Department of Sociology
University of Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
	শব্দ সংক্ষেপ	
প্রথম	ভূমিকা	১-১৪
দ্বিতীয়	২.১ উন্নয়নের ধারণা	১৫-২৯
	২.২ গ্রামীণ উন্নয়ন	
	২.৩ গ্রামীণ উন্নয়নের উপাদান সমূহ	
তৃতীয়	৩.১ গ্রামীণ উন্নয়নের অতীত ও বর্তমান কার্যক্রম	৩০-৫৯
	৩.২ গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিও'র কার্যক্রম	৬০-৮৫
চতুর্থ	গ্রামীণ উন্নয়নে ব্র্যাকের কার্যক্রম	৮৬-১১০
পঞ্চম	গবেষণা এলাকার ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ	১১১-১২৭
৬ষ্ঠ	৬.ক তথ্যের বিশ্লেষণ	১২৮-১৫২
	৬.খ Hypothesis test	১৫৩-১৬৪
	৬.গ Case Studies	১৬৫-১৬৭
সপ্তম	উপসংহার	১৬৮-১৭১
	গ্রন্থপুঞ্জী	১৭২-১৮৫
	সংযোজনী - ১ স্থানীয় ও বিদেশী এনজিও'র ঠিকানা	১৮৬-১৯৭
	সংযোজনী - ২ সরকারী বিভিন্ন আইন	১৯৮-২৫২
	সংযোজনী - ৩ প্রশ্নমালা	২৫৩ - ২৬৩
	সংযোজনী - ৪ x^2 test chart	২৬৪

382826

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারণীর তালিকা

(List of Tables)

			পৃষ্ঠা
সারণী ঃ	২.১	কৃষি উন্নয়নের সাধারণ এবং গ্রামীণ উপাদান	26
	২.২	গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান	27
	৩.১	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর সাংগঠনিক কাঠামো	39
	৩.২	পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর আকার	41
	৩.৩	কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী	46
	৩.৪	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক জুন'৯৬ পর্যন্ত বাস্তবায়িত চলমান প্রকল্পের স্থিরকৃত বাজেট বরাদ্দ এবং ছাড়কৃত বৈদেশিক অনুদান	65
	৩.৫	বিভিন্ন এনজিও এবং তাদের কার্যক্রম	71-73
	৩.৬	নিবন্ধকৃত এনজিও'র সংখ্যা	74
	৩.৭	কয়েকটি এনজিও'র প্রকল্পের অবয়ব	74
	৪.১	The BRAC Tree	88
	৪.২	BRAC Organogram	89
	৪.৩	Organogram of The Rural Development Program (RDP)	90
	৪.৪	Organogram of The Rural Credit Project (REP)	92
	৪.৫	Organogram of The Non-Formal Primary Education Program (NFPE)	94
	৪.৬	Organogram of Women's Health and Development Program (WHDP)	100
	৫.২	নবগ্রামের জনসংখ্যার বিন্যাস	105
	৫.৩	নবগ্রামের হিন্দু ও মুসলামানদের পেশা	123
	৫.৪	নবগ্রামের শ্রেণী সমূহ	124-125
	৬ক.১	উত্তর দাতার জমির পরিমাণ	128
	৬ক.২	ব্র্যাকের সদস্য পদে স্থায়ীত্ব অনুসারে ঋণের পরিমাণ	129
	৬ক.৩	ব্র্যাকের সদস্য পদে স্থায়ীত্ব অনুসারে জমির পরিমাণ	130
	৬ক.৪	বিভিন্ন খাত অনুসারে ঋণ	131
	৬ক.৫	উত্তর দাতার পেশা	132
	৬ক.৬	ঋণ গ্রহণকারীর কর্মসংস্থানের উন্নতি	133
	৬ক.৭	পরিবারের মাসিক আয়	134

Dhaka University Institutional Repository

৬ক.৮	পরিবারের মাসিক খরচ	135
৬ক.৯	শিক্ষাগত যোগ্যতা	136
৬ক.১০	ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া	137
৬ক.১১	মানবাধিকার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা	138
৬ক.১২	যৌতুকের শাস্তি	138
৬ক.১৩	গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে ধারণা	139
৬ক.১৪	উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা	140
৬ক.১৫	ফৌজদারী আইন সম্পর্কে সচেতনতা	141
৬ক.১৬	স্বাস্থ্য সচেতনতা	142
৬ক.১৭	পরিবারের পায়খানা	143
৬ক.১৮	পায়খানা থেকে আসার পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	144
৬ক.১৯	ভিটামিন "সি" এর অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে ধারণা	145
৬ক.২০	পরিবার পরিকল্পনা	146
৬ক.২১	সামাজিক বনায়ন	147
৬ক.২২	গাছের উপকার সম্পর্কিত ধারণা	148
৬ক.২৩	প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের উপকারীতা	149
৬ক.২৪	ক্ষমতায়ন	150
৬ক.২৫	মহিলাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের ধারণা	151
৬ক.২৬	পরিবারের বাহিরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি	152
৬খ.১	ব্র্যাকের ঋণ গ্রহণ এবং আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক	153
৬খ.২	ব্র্যাকের সদস্যদের ঋণগ্রহণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি	154
৬খ.৩	ব্র্যাকের সদস্যপদ লাভ ও শিক্ষাগ্রহণ	155
৬খ.৪	ব্র্যাকের সদস্যপদ লাভ ও লেখাপড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা	156
৬খ.৫	ব্র্যাকের সদস্যপদ লাভ ও যৌতুকের শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা	157
৬খ.৬	ব্র্যাকের সদস্য হওয়া ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা	158
৬খ.৭	ব্র্যাকের সদস্য হওয়া ও উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা	159
৬খ.৮	ব্র্যাকের সদস্য হওয়া ও ফৌজদারী আইন সম্পর্কে সচেতনতা	160
৬খ.৯	ব্র্যাকের সদস্য হওয়া ও স্বাস্থ্য (পায়খানা থেকে আসার পর হাত পরিষ্কার) সম্পর্কে সচেতনতা	161
৬খ.১০	ব্র্যাকের সদস্য হওয়া ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ	162
৬খ.১১	ব্র্যাকের সদস্যপদ লাভ ও সামাজিক বনায়ন (গাছ লাগানো) সম্পর্কে সচেতনতা	163

Dhaka University Institutional Repository

	৬খ.১২	ব্র্যাকের সদস্যপদ লাভ ও ক্ষমতাবান হওয়া	164
মানচিত্র ঃ			
	৪.ক	বাংলাদেশের মানচিত্রে ব্র্যাকের কার্যক্রম বিভিন্ন জেলায়	88
	৫.ক	বাংলাদেশের মানচিত্র	112
	৫.খ	ঢাকা বিভাগের মানচিত্র	113
	৫.গ	মানিকগঞ্জের মানচিত্র	114
	৫.১	নবগ্রামের মানচিত্র	115
ছবি ঃ		ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি	115–116
সংযোজনী	E.১	কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাতা সংস্থার তালিকা	186–197
	E.২	বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট বাংলাদেশ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	198–216
	E.৩	The Societies Registration Act, 1860 contents	217
	E.৪	The Societies Registratin Act No. xx1 of 1860	218–224
	E.৫	The Ordinance No. xLvi of 1961	225–233
	E.৬	The Fogeign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978	234–238
	E.৭	The Foreing Donations (Voluntery Activities) Regulation Rules, 1978 (xlvi of 1978)	239–244
	E.৮	The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978 Gi ms‡kvabx	245–250
	E.৯	The Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 Ordinance No. xxxi of 1982	251–252
	F.1	প্রশ্নমালা	253–263
	G.1	X^2 test Chart	264

Dhaka University Institutional Repository

GLOSSARY

ABBREVIATIONS

AO	Area Office
ABC	Assesment of Basic Competencies
AVC	Audio Visual Centre
APHD	Asian Partnership for Human Development
ASA	Association for Social Advancement
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BEOC	Basic Education for Older Children
BINP	Bangladesh Integrated Nutrition Programme.
BRAC	Bangladesh Rural Advancement Committee
BFW	Bread for the World
CRWRE	Christian Reform World Reficf Committee
CRS	Catholic Relief Service
CIDA	Canadian International Development Agency
CDM	Centre for Development Management
CSP	Child Survival Programme
CUSO	Canadian University Service Overseas
CWS	Church word Service
CCDB	Christian Commission for Development in Bangladesh
DANIDA	Danish International Development Agency
DLS	Department of livestock Services
DRR	Department of Relief and Rehabilitation
EHC	Essential Health Care
EPI	Expanded Programme on Immunisation
ESP	Education Support Programme
FP-FP	Family Planning Facilitation Programme
FFHC	Freedom from Hunger Campaign
FIVDB	Friends in Village Development
GS	Gram Shebok

Dhaka University Institutional Repository

GTF	Group Trust Fund
GB	Grameen Bank
GSK	Gono Shasthya Kendro
GUP	Gono Unnayan Prochesta
HES	Household Expenditute cSurvey
HPP	Health and Population Programme
HRLE	Human Rights and legal Education
IAS	Impact Assesment System
IB	Institution Building
IVA	International Voluntary Agency
IGVGD	Income Generation for Vulnerable Group Development
IFAD	International Fund for Agricultural Development
MCC	Mennonite Central Committee
MDP	Management Development Programme
MIDAS	Micro-Industries Development Assistance Society.
NGO	Non-Governmental Organization
NFPE	Non Formal Primary Education
NORAD	Royal Norwe gain Embassy Development Co-operation
NOVIB	Netherlands Organization for International Development Co-opration
NCFB	National chirstian fellowship in Bangladesh
NCCB	National convial of churches in Bangaldes
OTEP	Or al therapy Extension project
PAC	Public Affairs and communication
PO	Programme Organizer
RDRS	Rangpur-Dinajpur Rehabilitation Services
RCTP	Rural Credit and Training Programme
RDP	Rural Development Programme
RED	Research and Evaluation Project
RHDC	Reproductive health and Disease Programme
RCP	Rural Credit Project.
RIC	Resource Intergraation Centre

Dhaka University Institutional Repository

SCF	Save the children Fund
SDC	Swiss Development corporation
REP	Rural Enterprise Project
SAE	Social Awareness Education
SLDP	Smallholder livestock Development programme
SIDA	Swedish International Development Authority
SFCA	Swedish Free church Aid
TARC	Training and Resource Centre
TARD	Technical Assistance for Rural Development
UNDP	United Nations Development Programme
UNICEP	United Nations Children's Fund
VERC	Village Education Resource
VGD	Vulnerable Group Development
VON	Voluntary Organization for Needy
VO	Village Organization
VSO	Voluntary Services Overseas
VERC	Village Education Centre
WFP	World Food Programme
WHDP	Women's Health and Development Programme
WTC	Women's Training Centre.

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রায় দুই যুগ ধরে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এনজিও গুলো কাজ করে চলেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি। এনজিওদের বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে চলছে বির্তক। তাই এনজিও গুলোর কর্মকান্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য মানুষের উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে এবং কেন হয়নি তার সমাজতাত্ত্বিক রূপদেয়াই আমার গবেষণার লক্ষ্য।

গবেষণা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে আমি অনেকের সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়েছি এবং তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া আমার গবেষণা কর্মটি শেষ করা সম্ভব হত না। আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর কে.এম.সা'দউদ্দিন স্যার অনেক ব্যস্ততার মাঝে ও তিনি আমাকে যে সময় এবং ধর্য্যের পরিচয় দিয়ে আন্তরিকতার সাথে আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন এই জন্য আমি স্যারের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ নজরুল ইসলাম, ডঃ এইচ,কে আরেফিন এবং ডঃ মোকাদ্দেম, এবং ইমদাদুল হক স্যার আমাকে যে সহযোগিতা করেছেন এই জন্য তাদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছে সেই জন্য তাদের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। আমার গবেষণা এলাকা মানিকগঞ্জের নবগ্রামের মত একটি সুন্দর গ্রামের সাথে বড়ভাইয়ের বন্ধু অঞ্জন দা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময় উক্ত গ্রামের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব গাজী হাবিবুর রহমান যে আন্তরিকতা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন এই জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। নবগ্রামের প্রাক্তন চেয়ারম্যান হিসাবে উক্ত গ্রামের অনেক তথ্য তাঁর কাছে সংগ্রহীত আছে। তিনি সেইসব তথ্য সরবরাহ করে আমাকে উপকৃত করেছেন। নবগ্রামের অধিবাসী জনাব ধীরেন সরকার, আবদুল জব্বার, কামাল, এবং ব্র্যাকের অনেক মহিলা সদস্য আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন এইজন্য আমি তাদের কাছে ঋণী।

আমার বড় ভাই জনাব মোঃ আবু তাহের খান আমাকে লেখাপড়ার উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। উনার সহযোগিতায় আমার অভিসন্দর্ভটি সুন্দরভাবে কম্পিউটার কম্পোজ করা সম্ভব হয়েছে। ব্যানবেইস কম্পিউটার সেকশনের জনাব হাসান,ফরাজী, ফারুক এবং নাজমুল সাহেব যে আন্তরিকতার

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় দিয়েছেন সেইজন্য আমি তাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে নাজমুল সাহেব অত্যন্ত ধর্য্যের পরিচয় দিয়ে আমার অভিসন্দর্ভটির মুদ্রণ, ভূলত্রুটি সংশোধন এবং এডিটিং করেছেন এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমার স্ত্রী অভিসন্দর্ভটির রচনাকালে বিভিন্ন অংশ পড়ে পড়ে মতামত দিয়ে এবং অনেক ভুলত্রুটি সংশোধন করে আমাকে উপকৃত করেছে। তার আন্তরিক উৎসাহ এবং সহযোগিতার ঋণ শোধ করার নয়। আমার গবেষণা কর্মের বিভিন্ন সময়ে অনেক নিকট জনের উৎসাহ পেয়েছি এই জন্য তাদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অনুন্নত দেশ। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসনের অর্ন্তভুক্তি থেকে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করার পরও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রচন্ড সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে এ দেশটি। একদিকে ব্যাপক অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনসংখ্যা, অপরদিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত দুর্বলতা দেশটির উন্নয়ন সম্ভবনাকে বিপর্যস্ত করে রেখেছে। এ উপমহাদেশের শস্যভান্ডার হিসাবে খ্যাত এক কালের বাংলা আজ রোগ, শোক, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, লোকসংখ্যার ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি, সামাজিক অস্থিরতা এবং ব্যাপক সংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বর্ধিত কলবরের নগর অভীমুখীনতা বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক সংকটের প্রকৃত চিত্র।

কর্মের সন্ধানে ও উন্নততর জীবন যাপনের প্রত্যাশায় গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষ আসছে শহরের দিকে। প্রাচীনকাল থেকে গ্রামকে কেন্দ্র করেই মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও তাদের সমস্ত ভাবনা, কল্পনা আবর্তিত হত। এ গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল কৃষি নির্ভর সমাজ ও সভ্যতা। বিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ধারায় নগর জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটলেও বাংলাদেশে এখনও গ্রামের আধিক্য বিদ্যমান। ৮৫ হাজার গ্রাম নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত। তাই সামান্য বিকশিত নগর সভ্যতা বাদ দিলে বাংলাদেশকে গ্রামের দেশ বলা চলে এবং দেশের সিংহভাগ লোকই গ্রামে বসবাস করেন।

প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের গ্রামগুলো ছিল প্রায় স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে সময় গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মিটানোর সব জিনিসপত্র গ্রামেই উৎপাদিত হত। বলাচলে সে সময় গ্রামের জনগণের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসনের প্রভাবে ক্রমান্বয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলো তাদের বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে। প্রধানত তিনটি কারণে বৃটিশ শাসনামলে গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে । প্রথমতঃ ঔপনিবেশিক শাসকেরা স্থানীয় জনগণের প্রধান খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিবর্তে বৃটিশদের স্বার্থে রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে স্থানীয় কৃষকদের বাধ্য করেছিল। দ্বিতীয়তঃ শিল্প-বিপ্লব এবং কল-কারখানায় স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তুত জিনিসপত্রের সঙ্গে স্থানীয় কুটির শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিলনা যার ফলে ঐ সব কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়াছিলো এবং তৃতীয়তঃ কর সংগ্রহের ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সরকারের জন্য যতদুর সম্ভব সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ। এর মধ্যে প্রথম দুটো কারণের মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে বৃটিশদের সঙ্গে এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির সম্পৃক্তকরণ। এ সকল প্রক্রিয়ার ফলে এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমশঃ দারিদ্র্যের পদধ্বনি প্রকট হয়ে ওঠে।[১]

১। *সেলিম জাহান, 'অর্থনীতি ভাবনা ও ২০০০ সালের বাংলাদেশ' (ঢাকাঃ চেতনা, ১৯৮৯) পৃঃ ১৩*

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসনামলে গ্রামীণ এলাকায় যে জমিদার শ্রেণী ছিল তাদেরকে উদ্বৃত্তভোগী জমিদার শ্রেণী বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কারণ বৃটিশ শাসকদের তারা যে কর দেবে তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এটি নির্দিষ্ট অংকে স্থির করে দেয়া হয়, অথচ জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে কত কর আদায় করবে তার কোন স্থিরকৃত সীমা ছিলনা। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের বদলে কৃষকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ জমিদারদের জন্য অনেক লাভজনক হত ফলে এটা একটা শোষণের প্রক্রিয়া তৈরী করে দেয়। শহর এলাকায় বৃটিশ শাসকদের সহযোগিতা করার জন্য একটি সহযোগী আমলা শ্রেণী এবং তাদের ব্যবস্য-বাণিজ্যে সাহায্য করার জন্য একটি স্থানীয় মুৎসুদ্দী শ্রেণী গড়ে ওঠে।[২]

আমলা শ্রেণীর এই স্বাধীন বিকাশ এবং এই মুৎসুদ্দী শ্রেণীকে একটি জাতীয় বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণীতে পরিণত করার মাধ্যমে পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত। এই বৃহত্তর পটভূমির একটি ছোট খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল 'পাকিস্তান আন্দোলন' যার ভিত্তি ছিল মুসলিম আমলা ও অনঅগ্রসর মুসলিম পুঁজিপতি যারা বৃহত্তর ভারতীয় প্রেক্ষিতে হিন্দু আমলা ও হিন্দু পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দ্রুত অগ্রসর হতে পারছিল না। সুতরাং তাদের প্রয়োজন ছিল একটি আলাদা রাষ্ট্র কাঠামোর[৩]।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এ দেশে আমলা শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়া পুঁজির বিকাশে মূল ভূমিকা পালন করে অবাঙ্গালীরা। কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রেও তাদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ফলে এরা রাষ্টযন্ত্রও বুর্জোয়া শ্রেণীর রক্ষক হিসেবে কাজ করছিল এবং তাদের শ্রীবৃদ্ধিতে সম্ভাব্য সব রকমের সহায়ক ভূমিকা পালন করছিল। এই বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রিয়াকান্ডের মূল কেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, জাতিগত দিক থেকে তারা ছিল অবাঙ্গালী। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা এ অঞ্চলের প্রতি একটি ঔপনিবেশিক সুলভ মনোভাব গড়ে তুলেছিল, যার পরিবর্তিতে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ে শোষিত হচ্ছিল।[৪]

গ্রাম-বাংলায় যদিও ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হয় এবং ষাটের দশকে গ্রামীণ অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, তবুও কৃষিপণ্যের মূল্য আপেক্ষিকভাবে কম হওয়ায় এবং ব্যবসা ও টাকা ধার দেয়ায় আপেক্ষিক লাভ বেশী হওয়ায় বৃহৎ জোতদার বা বড় চাষীরা নিজেরা কৃষি উৎপাদনে অংশগ্রহণ কিংবা কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগকে লাভজনক মনে করত না। তদুপরী বাঙালী পুঁজিবিকাশের প্রধান অন্তরায় ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসন।

২। *প্রাগুক্ত, পৃঃ - ১৪-১৫*

৩। *বয়েস জেল ও হার্টসান বেথসি,অনুঃ ডঃ সাঈদ-উর-রহমান, 'বাংলাদেশঃ অভাবগ্রস্তদের জন্য সাহায্য' (সমাজ নিরীক্ষণ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০) ,পৃঃ ১০৩*

৪। *প্রাগুক্ত পৃঃ - ১৩-১৪*

Dhaka University Institutional Repository

আর সত্যিকারভাবে, কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগের আগাম বর্গাদারের কাছ থেকে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যেত, তার চাইতে কম ছিল। সুতরাং জমি ক্রয় করাটা কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর চাইতে বেশী লাভজনক ছিল। ফলে বৃহৎ জোতদারদের জমির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল এবং এর ফলশ্রুতিতে প্রান্তিক চাষী বা ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ প্রক্রিয়ায় সরকারী নীতিমালা সব সময়েই বৃহৎ চাষীদের সহায়ক ছিল। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মেরুকরণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল এবং বেড়ে যাচ্ছিল গ্রামীণ দারিদ্র্যের সূচক।[৫]

পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎসছিল পূর্ব পাকিস্তানের পাট, কিন্তু উন্নয়ন ব্যয় কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। মাথাপিছু আয় বাড়তে লাগল পশ্চিম পাকিস্তানের, পূর্ব পাকিস্তানের নয়। পূর্বাঞ্চলের কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি থেমে গেল এবং এককালের চাল রপ্তানীকারক এই প্রদেশকে তার চাহিদা মিটাতে চাল আমদানী শুরু করতে হল পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে।[৬]

ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক,রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৭]

রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে[৮]। স্বাধীনতা মানুষের মনে এই আশা এনে দিয়েছিল যে, ঔপনিবেশিকতার অভিশাপমুক্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নতি সাধিত হবে এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা গুলি মিটবে।[৯] কিন্তু মানুষের সেই আশা পূরণ না হওয়ার কারণ হলো স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর আগেই বর্হি বিশ্বের তৎকালীন ঘটনা প্রবাহ জাতীয় অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হানে। এর অন্যতম হচ্ছে ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্য ও জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি, যা আমাদের বাণিজ্য ঘাটতিকে প্রকট করে তোলে।[১০]

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের পরিকল্পিত অনেক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তার অব্যহতি পরে যে সরকারগুলি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তারা চিন্তায় দর্শনে কর্মে ছিল ১৯৭২ এর সরকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বেসরকারী খাতকেই অন্যকথায় পুঁজিবাদী উন্নয়নের ধারাকেই উন্নয়ন কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পিত অর্থনীতির দর্শনকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং সরকার পরিচালনার ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে যায়। সশস্ত্রবাহিনীকে সম্প্রসারিত ও পূর্ণগঠিত করা হয় এবং দেশরক্ষা খাতে ব্যয় সর্বাধিক স্তরে উন্নীত করা হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অবদমিত আমলাতন্ত্র এবং সরকারের আনুকূল্য লাভকারী একটি ধনিক শ্রেণী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায় এ সব শ্রেণী।[১১]

৬। *প্রাগুক্ত পৃঃ-১৪*
৭। *সেলিম জাহান' পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৫*
৮। *বয়েসজেন্স ও হার্টসন (বর্ষসি) পৃঃ -১০৪।*
৯। *উন্নয়ন বিতর্ক, উন্নয়ন প্রসঙ্গে, (১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ১৯৮১) পৃঃ- ২।*
১০। *সেলিম জাহান, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ১৬।*
১১। *প্রাগুক্ত, পৃঃ - ২০*

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে যে প্রচুর মূলধন বিদেশ থেকে আসতে থাকে তার মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধা ও সম্পদের সিংহভাগ আমলা ও ধনিক শ্রেণীগুলো ভোগ করতে থাকে। গ্রাম-বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সহযোগী শ্রেণী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এ সম্পদের একটা অংশ গ্রামের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত প্রতিপত্তিশালী ধনিক শ্রেণীর হাতে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তথাকথিত গ্রাম উন্নয়নের নামে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়।[১২] গ্রামীণ বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে। গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কে M.B. Bankapur বলেন "it is the process which brings out what is latent or cause a transformation to a more advanced or a more highly organisd state "[১৩] জাতিসংঘের এক সভায় উন্নয়ন বলতে 'এমন ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে সকল মানুষের জীবনমানের উন্নতি হবে। মূলতঃ প্রতিটি মানুষ যাতে সম্মানজনক ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট জীবন যাপন এবং অপরিহার্য বৈষয়িক প্রয়োজন মিটাতে পারে তা নিশ্চিত করার সাথে সংশিষ্ট হয়ে আছে উন্নয়নের ধারণা। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে উন্নয়নকে বিবেচনা করা হলে একদিকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে জীবনযাত্রা মানের সুষম উন্নতির মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি অর্জনকে বুঝায়"।[১৪]

বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ অধিবাসী গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। তাই দারিদ্র্যের কেন্দ্রীভবন সেখানেই। ১৯৭৫ সালের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে ১৯৭৭ সালের বিশ্বব্যাংক অ্যাটলাসে (World Bank Atlas, 1977) বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ বলে চিহ্নিত করা হয়। কেবলমাত্র ভূটানকে বাংলাদেশের উপরে স্থান দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ হয় বিশ্বের ষষ্ঠ দরিদ্রতম দেশ। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ধরা হয় ৯০ ডলার (মার্কিন)। প্রচুর ফসলের জন্য ১৯৭৬ সালে আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১১০ ডলার। বাংলাদেশ সরকারও ১১০ ডলারকে দারিদ্র্য সীমারেখা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ অর্থে বাংলদেশের জাতীয় আয়কে যদি সমানভাবে বন্টন করা হয় তবে সরকারীভাবে সকলকেই দরিদ্র বলে চিহ্নিত করতে হবে। সরকারের মতে অবশ্য দেশের শতকরা ৮০জন অধিবাসীই দরিদ্র।[১৫] এবং তারা নূন্যতম ক্যালরি গ্রহণের হিসাবে দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে। গ্রামীণ মানুষের চাষযোগ্য জমিই উৎপাদনের প্রধান উপায়। অথচ গ্রামীণ জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের অধিক লোক কার্যতঃ ভূমিহীন।

১২। *প্রাগুক্ত পৃ- ২০-২১।*

১৩। *M.B. Bankapur, (1994) 'Development Diffusion and Utilization of Information' (Dand Du) (Aspish publishing house, 8181, Punjabl. Bargh New Delhi,) P-38*

১৪। *UN Fact Sheet No. 45 P. -2*

১৫। *এমাজউদ্দীন আহমদ, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্যঃ কিছু সমস্যা কিছু সুপারিশ' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর সংখ্যা) পৃঃ-১৫৪*

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে গ্রামীণ বেকারত্বের সংখ্যা প্রাক্কলন বিভিন্ন রকম। সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রাক্কলন থেকে দেখা যায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ লোক সময় ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বেকার। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে জি, ডি, পির প্রবৃদ্ধির বার্ষিক গড়পড়তা হার ছিল ২.৯ শতাংশ, অথচ একই সময়ে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৬ শতাংশ। অর্থাৎ মাথাপিছু হিসাবে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে অথবা নিশ্চল থেকেছে।

গ্রাম এবং শহরের আয়ের বন্টন প্রচন্ডভাবে বৈষম্যমূলক। সামগ্রিকভাবে দেশের সবচেয়ে বেশী উপার্জনকারী ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর হাতে রয়েছে জাতীয় আয়ের মাত্র ৭ শতাংশ। গ্রামের তুলনায় শহরে অসাম্য সবচেয়ে বেশী। একইভাবে শহরে দারিদ্র্য সীমার নীচের লোক সংখ্যার অনুপাত গ্রামের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৭৯ সালে শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯৪.৩৯ শতাংশ। [১৬]

১৯৭৭ সালের 'Land Occupancy Survey' তে দেখা যায় গ্রামীণ পরিবারগুলোর শতকরা ১১ ভাগ পরিবারের কোন ভিটাবাড়ী নেই, এরা সম্পূর্ণ ছিন্নমূল। শতকরা ১৫ভাগ পরিবারের ভিটাবাড়ী ছাড়া কিছু জমি আছে তবে তা ০.৫ একরের বেশী নয়। এদের ভূমিহীন শ্রেণীর পর্যায়ে ধরলে ভূমিহীনদের পরিমাণ ৪৮ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী মোট পরিবারের শতকরা ৯৫ ভাগ পুরোপুরিই ভিটা মাটির মালিকানাবিহীন ছিন্নমূল। এক্ষেত্রে উল্লেখযাগ্য যে, বিভিন্ন সময়ে সরকারী রিপোর্টে ভূমিহীনদের সংখ্যা খুবই সংকীর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে বলে অর্থনীতিবিদ ও গ্রাম গবেষকরা মনে করেন। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারীতে ভূমিহীনদের মোট সংখ্যা ৫৭% দেখানো হয়েছে যা বর্তমানে ৭০% ছাড়িয়ে গেছে বলে অনেকের ধারণা। আর এ ধারণা হয়ত পুরো চিত্রটা তুলে ধরে না, কারণ ইতিমধ্যে বাঁচার যুদ্ধে গ্রামীণ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসেছে। এ ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতার মূলকারণ সমূহ বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, জমির উপর জনসংখ্যার চাপ' কৃষির প্রতিকূলে বাণিজ্যের শর্ত, দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিল্পায়ন না ঘটা শহর কর্তৃক গ্রাম শোষণ, গ্রামের ভেতর মহাজনী ও অন্যান্য নানাবিধ শোষণ ইত্যাদি যার প্রভাব পড়ছে সরাসরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপর। ফলে গ্রামীণ মানুষ ক্রমস্বয়ে দরিদ্র এবং নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠার জন্য সরকারী যে সমস্ত উদ্যোগ রয়েছে তা অত্যন্ত সীমিত। সেই ক্ষেত্রে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা বা এন, জি, ও গুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য।

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধ উত্তর এবং ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে এন, জি, ও, তাদের কর্মতৎপরতার সূচনা করে। তবে প্রাথমিকভাবে রিলিফ বিতরণ ও পূর্ণবাসনের মধ্যে এই কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বেশীর ভাগ এন, জি, ও, ই টার্গেট গ্রুপ উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গীকে ভিত্তি করে গ্রামীণ উন্নয়নে তাদের কর্মকান্ডকে প্রসারিত করে। টার্গেট গ্রুপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান সূত্র হচ্ছে বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ক্ষমতা কাঠামো বংশগত এবং নারী পুরুষ সম্পর্কে অসামঞ্জস্যের কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিক উন্নয়ন কৌশল স্বল্প সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলোকে হয় স্পর্শ করেনি বা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে।

১৬। *কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্বরূপ ও সমাধান, (ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী, মহাখালী, ১৯৮৫), পৃঃ - ৬*

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই স্বল্প সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলোর জীবন ধারায় পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কর্মসূচী এবং বিশেষ উন্নয়ন কৌশল প্রয়োজন। টার্গেট গ্রুপ হিসেবে বেছে নেওয়া হয় নারী, শিশু, ভূমিহীন,দরিদ্র কৃষক এবং স্বল্প আয়ের পরিবার গুলোকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে এনজি'র কর্মসূচী নির্ধারন করেছে।[১৭]

প্রথম দিকে এন, জি, ও'র কর্মসূচী ছিল ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে, পরে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায়। বর্তমানে জোর দেয়া হয়ে থাকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এমন কর্মসূচীর উপর[১৮]। বর্তমানে ১০১৪ টি দেশী ও বিদেশী এন, জি, ও, (জুন'৯৬ পর্যন্ত)[১৯] বাংলাদেশে কাজ করছে। অধিকাংশ এন, জি, ও, দের কর্মক্ষেত্র ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ। কিছু কিছু এন, জি, ও'র কার্যপরিধি অবশ্য সারা দেশ জুড়ে বিস্তৃত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কাজ করে গ্রামাঞ্চলে এবং তাদের লক্ষ্য কেন্দ্রীক জন সমষ্টি হচ্ছে সাধারণতঃ গ্রামের ভূমিহীন মজুর, প্রান্তিক কৃষক, দুর্দশাগ্রস্থ নারী, শিশু এবং বেকার তরুণ।

কৃষি, হস্ত শিল্প, গ্রামীণ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ' আত্মকর্ম সংস্থান, অবকাঠামো এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে আয় সৃষ্টিকারী বহু ধরণের কাজের সঙ্গে তারা প্রশংসনীয় ভাবে যুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া তারা শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ঋণ দান প্রভৃতি এবং শিশুস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি সেবামূলক কার্যক্রমের সহায়তা করে পরোক্ষভাবে গ্রামীণ কল্যাণের জন্য কাজ করছে।[১৮] বর্তমানে ১০১৪ টি এন, জি, ও, (জুন'৯৬ পর্যন্ত) বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জনপদে জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ১৯৯০ সালের জুন মাস থেকে ১৯৯৬ সালের জুনমাস পর্যন্ত সরকার বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট এন, জি, ও, সমূহের মোট ৩৫০৯ টি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে এবং এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এন, জি, ও,দের আবেদন অনুযায়ী ৭৮৭৩.৭০ কোটি টাকা বাজেট অনুমোদন করেছে। একই সাথে গ্রহণের জন্য ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে ৪২৭৬.৭৫ কোটি টাকার। তাছাড়া স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সংখ্যা ১২,৫০০ এর কম হবে না।[২০]

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংঘগুলো সমাজকল্যাণ দফতর থেকে প্রতি বৎসর ৫-১০ হাজার টাকার সাহায্য পেলেও এদের অনেকেই এখন বিদেশী দাতা সংস্থা থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে।

প্রতি বৎসর বিপুল পরিমান টাকা এন, জি, ও, গুলি এদেশের গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র বিমোচনের জন্য খরচ করে যাচ্ছে। এন, জি, ও, গুলির খরচের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যদি গ্রামীণ দারিদ্র্য মানুষের উন্নতি হতো তাহলে এই দেশের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন হতো অনেক পূর্বেই কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। আর তা হচ্ছে না বলেই 'গ্রামীণ উন্নয়নে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি আমার গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাককে। ব্র্যাকের গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমেই আমার গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। 'বাংলাদেশে রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি' বা ব্র্যাক বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে ব্যাপকভাবে জড়িত। ১৯৭২ সালে একটি ছোট ত্রাণ সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্র্যাক এখন একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে যার বাৎসরিক বাজেট হচ্ছে ৫ কোটি টাকা।

১৭। কামাল সিদ্দিকী, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ - ৮৩।

১৮। কামাল সিদ্দিকী, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮৩ ৮৪

১৯। কম্পিউটার সেকশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর অফিস,১৪ পার্ক এ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

২০। Jahangir Alam "Organizing The Rural Poor in Bangladesh: The Experience of NGO's GB, and BRDB", (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতির আঞ্চলিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ঢাকা, ১৯৮৯,) পৃঃ -১

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ। তখন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, মানুষের আশ্রয়, খাদ্য, কাজ কিছুই ছিলনা। ঠিক এ রকম একটি সময়ে বৃহত্তর সিলেটের সাল্লা এলাকায় জন্ম হল স্বেচ্ছাসেবী একটি প্রতিষ্ঠানের - 'বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদ' বা 'ব্র্যাক' নামেই আজ যা সুপরিচিত। জনাব ফজলে হাসান আবেদের নেতৃত্বে নিবেদিত প্রাণ একদল কর্মীর ত্রাণ ও পুর্নবাসন তৎপরতার মধ্য দিয়ে ২৫ বছর আগে যে ব্র্যাকের সূচনা, সেই ব্র্যাক আজ বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রদূত হিসেবে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। [২১]

ব্র্যাকে কাজ করছে ১৮,০০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এবং সারা বাংলাদেশে ৩৩,০০০ খন্ডকালীন শিক্ষক/শিক্ষিকা কাজ করছে। ১৯৯৭ সালের শুরুতে ৫৪ হাজার গ্রামে ১.৮ মিলিয়ন লোক ব্র্যাকের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাদের অধিকাংশই হলো মহিলা। [২২]

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রামীণ দারিদ্র্যদের ক্ষমতাবান করার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী, উপ-অনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচী এবং প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদি। এ ছাড়া বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদানের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং উন্নয়ন কর্মসূচী সমূহের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক বিভিন্ন প্রকল্প যেমন- আড়ং, হস্ত শিল্প উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, কম্পিউটার সেন্টার, প্রিন্টিং, কোল্ড স্টোরেজ, পোশাক শিল্প কারখানা ইত্যাদি পরিচালনা করছে। [২৩]

গ্রামীণ উন্নয়নে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার ভূমিকা নিয়ে সঠিকভাবে কোন গবেষণা ইতিপূর্বে হয়নি। অবশ্য আংশিক এন, জি, ও, র কর্ম তৎপরতা, কর্মসূচীর মূল্যায়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ব্র্যাক নিয়ে গবেষণা হয়নি। গ্রামীণ উন্নয়নে এন,জি, ও,র ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি গবেষণার বিষয় উল্লেখ করলেই বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণার যৌক্তিকতা প্রমাণীত হবে।

২১। *এক নজরে ব্র্যাক, ব্র্যাক প্রকাশনা, পৃঃ -১ ।*

২২। *Ian Smillie, Words and Deeds, BRAC at 25, (Dhaka: BRAC printer's, Mohakihali, 1997) P-9*

২৩। *এক নজরে ব্র্যাক, ব্র্যাক, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ-১*

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা পর্যালোচনা: (Review Of Literature)

Adittee Nag Chowdury রচিত "Let Grass Roots Speak" (১৯৮৯) এনজিও সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। লেখক তার বইতে কিছু প্রতিষ্ঠিত এনজিও'র কার্যক্রমকে পর্যালোচনা করেছেন। তার বইতে উল্লেখিত এনজিও গুলোর মধ্যে হচ্ছে BRAC, PROSHIKA, NIJERA KARI ইত্যাদি। এনজিও গুলোর দারিদ্র্য মোচন কৌশলকে সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু তিনি গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকাকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করেননি।

M. Alauddin রচিত "Combating Rural Poverty: Approaches and Experiences of NGO's" (১৯৮৪) এনজিও সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। তিনি তার বইতে এনজিও'র নীতি, কৌশল, পদ্ধতি এবং কিছু এন,জি,ওর আলাদা কার্যক্রম তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এন, জি, ও, র ভূমিকা নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি।

Satter and Abedin "Activitics and Policies of leading NGO's of Bangladesh" (1981) এর বইটি Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত সীমিত পরিসরে কিছু এন,জি, ও, র বিবর্তনের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি তা করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে, অন্যদের সাথে আলোচনা করে এবং এন, জি, ও,র কর্মী ও এন, জি,ও, র কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। তিনি তার গবেষণার জন্য কোন Survey করেননি যার ফলে গবেষণাটি বাস্তব সম্মত হয়নি।

Mortha Alter chen (১৯৮৬) রচিত ' A Quiet Revolution" Women in Transition in Rural Bangladesh ' ব্র্যাক এর উপর একটি মূল্যবান বই । Chen দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বাংলাদেশে অবস্থান করে বাংলাদেশে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের সাথে কাজ করে তাদের সাথে ঘনিষ্ট ভাবে মিশে একান্ত সাক্ষাৎকার এবং ব্র্যাকের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য ও গবেষণা থেকে উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে তিনি বইটি রচনা করেছেন। Chen বই টিতে গ্রামীণ উন্নয়নের সূচকগুলো উল্লেখ করে ব্র্যাক এর কার্যক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে ব্র্যাক ভূমিকা রাখছে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

Catherine H. Lovell (১৯৯২) রচিত ব্র্যাকের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে 'Breaking The Cycle of Poverty' The BRAC Strategy . H. Lovell এই বইতে উল্লেখ করেছেন ব্র্যাক কি? ব্র্যাক কি কাজ করে? কি ভাবে কাজ করে? ব্র্যাক এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থের উৎস এবং এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু গ্রামীণ পর্যায় থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করে ব্র্যাকের গ্রামীণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন করেননি ফলে বইটিতে ব্র্যাক এর কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রামীণ মানুষ তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে কিনা সেই সম্পর্কে কোন ধারনা পাওয়া সম্ভব নয়।

মুহাম্মদ সামাদ "বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্যমোচনে এন,জি, ও, র ভূমিকা" (১৯৯৪)। লেখক তার বইয়ের নাম 'বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনে এন, জি, ও, র ভূমিকা' রাখলেও আসলে বইটি সেই বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ নয়। লেখক তার বইতে মূলত তার নিজের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি গ্রামীণ উন্নয়নের সূচক নিয়ে কোন আলোচনা তার বইতে উল্লেখ করেননি। লেখকের বইয়ের প্রবন্ধগুলোতে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক কোন লেখা নেই। বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে এন, জি,ও, র ভূমিকাকে মাঠ পর্যায়ে কোন জরিপ ছাড়াই উপস্থাপন করেছেন।

গবেষণার যৌক্তিকতা : (Justifications Of Research)

উপরোক্ত গবেষণা গুলো থেকে আমার গবেষণার যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছি। কারণ উপরোক্ত গবেষণাগুলোর কোনটিতেই গ্রামীণ উন্নয়নের সূচকগুলো উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে উত্থাপিত হয়নি। এনজিও সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি থাকলেও এর কোনটিতেই এনজিওদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং গ্রামীণ এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওদের ভূমিকা তুলে ধরা প্রয়োজন। বর্তমানে নিউজ মিডিয়ার কারণে সাধারণ মানুষও এনজিওদের কাজ কর্মসম্পর্কে অবগত। এই জন্যই বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজি'র ভূমিকা নিয়ে চলছে সর্বমহলে বিতর্ক।

বর্তমান গবেষণায় সর্বপ্রথম গবেষণা শূন্যতা (Research gape) চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রকাশনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকাশনা পর্যালোচনা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে কিংবা নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে আলোচ্য বিষয়ে এহেন গবেষণায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক । এদিকে থেকে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত : প্রকাশনা পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে ইতিপূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন সূচক সমূহ উল্লেখ করে কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি। শুধু বিভিন্ন এনজিও সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

তৃতীয় : কোন পূর্ব সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে উক্ত গ্রন্থ সমূহ রচিত হয়নি ফলে উক্ত গ্রন্থ সমূহের বক্তব্যকে পরীক্ষা করার কিংবা followup করার জন্য কোন পন্থার অবলম্বন করা সম্ভবনয়।

চতুর্থতঃ এনজিওদেও কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা ও মূল্যায়ন নেই।আমার গবেষণায় ব্র্যাকের গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যে বিষয় গুলো মূল্যায়ন করেছি সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

Hypothesis :

ব্র্যাকের আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ব্যবসা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, মানবাধিকার ও আইনী সহায়তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার-পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন, প্রশিক্ষণ, ক্ষমতায়ন কার্যক্রম গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক।

Proposition (i) :

ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়

Proposition (ii) :

ব্র্যাক ঋণ নিয়ে গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি করে।

Proposition (iii) :

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ ব্র্যাকের সদস্য হয়ে লেখাপড়া নিজেরা শিখে।

Proposition (iv) :

গ্রামীণ মানুষ ব্র্যাকের সদস্য হয়ে লেখাপড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়

Proposition (v) :

(a) ব্র্যাকের সদস্য হিসেবে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ পারিবারিক আইন সম্পর্কে জেনে লাভবান হয়।

(b) গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ ব্র্যাকের সদস্য হয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়।

(c) ব্র্যাকের সদস্য হয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন হয়।

(d) গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ ব্র্যাকের সদস্য হয়ে ফৌজদারী আইন সম্পর্কে সচেতন হয়।

Proposition (vi) :

ব্র্যাকের সদস্য হয়ে স্বাস্থ্য ও খাদ্যের পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন হয়।

Proposition (vii) :

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ ব্র্যাকের সদস্য হয়ে পরিবার সীমিত রাখার ব্যাপারে সচেতন হয়।

Proposition (viii) :

ব্র্যাকের সদস্য হয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে সচেতন হয়।

Proposition (ix) :

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ (হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, কারিগরি) নিয়ে দক্ষতা অর্জন করে।

Proposition (x) :

ব্র্যাকের সদস্য হয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ ক্ষমতাবান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকা : (Research Area)

আমি আমার গবেষণা এলাকা মানিকগঞ্জের নবগ্রামকে বেছে নিয়েছি। কারণ মানিকগঞ্জ হচ্ছে অধিকাংশ এনজিওর প্রাণকেন্দ্র। মানিক গঞ্জে তাদের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে তাদের প্রকল্প সম্প্রাসর করে থাকেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ এনজিও'র কার্যক্রম মানিকগঞ্জে রয়েছে। ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ১৯৭৬ সাল থেকে মানিকগঞ্জে চালু রয়েছে। আমার গবেষণা এলাকা নবগ্রামে ১২ বৎসর আগে ব্র্যাক কর্মসূচী চালু করেছে। দীর্ঘদিনে উক্ত নবগ্রামের ব্র্যাক সদস্যদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা জানার জন্যই আমি উক্ত গ্রামকে নির্বাচিত করেছি। নবগ্রামটি একটি আদর্শ গ্রাম । ঢাকা থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাসে নবগ্রামে পৌছানো যায়।

পদ্ধতি : (Method)

গবেষণাকে বাস্তব ভিত্তিক ও নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং এর বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রয়োগও প্রয়োজন। সমাজ বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সঠিকতা দান এবং বিশ্লেষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় একই সাথে এক বা একাধিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে কি কি পদ্ধতি ব্যবহারে করতে হবে তা গবেষককে নির্ধারণ করতে হয়।

গ্রাম সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত ধ্যান ধারণা ও প্রচলিত চিন্তা ভাবনাকে পুনঃ বিবেচনায় আনার প্রথম ও মৌলিক পূর্বশর্ত হচ্ছে মাঠ গবেষণা। মূলত স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকেই মাঠ গবেষণার উপর যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয় এবং এ ধারণা এরই মধ্যে প্রত্যয়গত ও তথ্যগত উভয় দিকেই অনেকখানি উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়েছে। সার্থক মাঠ গবেষণার সবচেয়ে জরুরী দিক হল প্রত্যয় গত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞানের মধ্যে একটি সংলাপের ধারাবাহিকতা[২৪] আমি গ্রামীণ উন্নয়নে এন, জি, ও, র ভূমিকা কে জানার জন্য সাক্ষাৎকার তুলনামূলক ও কেস স্টাডি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। বৈজ্ঞানিক সমাজ অনুসন্ধানের তথ্য সংগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল হলো সাক্ষাৎকার। সামাজিক মানুষের চিন্তা চেতনাও আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে তার মৌখিক ভাষা বা কথোপকথন।

২৪। হোসেন, জিল্লুর রহমান (সম্পাদক), মাঠ গবেষণা ও গ্রামীণ দারিদ্র্য পদ্ধতি বিষয়ে কতিপয় সংলাপ, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪ বইটিতে গ্রামীণ গবেষণা পদ্ধতি নির্ণয়ের ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ গবেষণায় উদ্দেশ্য মূলক ভাবে সরাসরি কথোপকথন বা বাক্যালাপের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিগত, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাঙ্খা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তথ্য সংগ্রহের এ পদ্ধতি বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি। Lindzey বলেন 'If you want to know how people feel, what they experience and what they remember, what their emotion and motives are like and the reason for acting as they do-why not ask them? [25] সুতরাং সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহই আমার গবেষণার জন্য উপযোগী পদ্ধতি।

গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ কারী ব্র্যাক এর সদস্যদের কাছ থেকে সংগ্রহীত তথ্যকে একই গ্রামে বসবাসকারী যারা ব্র্যাকের সদস্য নয় , তাদের সাথে তুলনাকরলে ব্র্যাকের গ্রামীণ উন্নয়ণ কর্মসূচী গ্রামীণ দারিদ্র্য মানুষের উন্নয়নের কি ভূমিকা রাখছে তা জানা যাবে। এই জন্যই আমি আমার গবেষণায় তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি।

কেস স্টাডি পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন করে তার সুষ্ঠু সমাধান পরিকল্পনায় সম্যক সহায়তা করা। এ পদ্ধতি সমাজ কর্ম, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, মনো চিকিৎসা, শিক্ষা, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে অবদান রেখে যাচ্ছে। H. Odum কেস ষ্টাডি সম্পর্কে বলেন, "The Case study method is a teachnique by which individual factor whether it be an institution or just an episode in the life of an individual or a group is analysed in its relationship to any other in the group' [26] সেইজন্য আমার গবেষণা এলাকার মানুষের উন্নতিকে কেস ষ্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরে আমার গবেষণার ফল আরো বেশী ফলপ্রসু করেছি।

২৫। *Lindzay, Grounder and Elliot Aronson (ed) "The Hardbook of Social psychology", volume two Research Method, (New Delhi: Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd. 1975) Page-528*

২৬। *H. W. Odum and Katherine Jocher, Introduction to Social Research (New York: Henry Holt and co. 1929) p- 229*

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণাতে আমি নমুনা হিসাবে ব্র্যাকের কর্মসূচীর এলাকার তিনটি মহিলা সংগঠন থেকে Systematic পদ্ধতি ৬৩ জন ব্র্যাকের সদস্য এবং ব্র্যাকের সদস্য নয় এমন মহিলা থেকে Purposive Sampling কৌশলের মাধ্যমে ৫০ জন মহিলাকে নির্বাচিত করেছি। তাদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে ফলাফল উপস্থাপন করছি। তাছাড়া আমি ব্র্যাকের উত্তরদাতার মধ্যে পাঁচ জনের কাছ থেকে কেস স্টাডির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করছি। কারণ উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী বিষয়' উন্নয়নকে খুব সহজেই অনুধাবন সম্ভব নয় তাই পাঁচ জনের অতীত ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে বিষয়টিকে অরো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতাঃ (Scope of the study and limitations)

গবেষণার নির্দিষ্ট পরিধি ও সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে গবেষণা শূণ্যতা পূরণ করে গ্রামীণ উন্নয়নের মত একটি বিষয়কে সমাজতাত্ত্বিক রূপ দেয়ার জন্য আমার গৃহিত পদ্ধতি সমূহ উপযোগী বলে আমি মনে করি। আমার গবেষণায় 'গ্রামীণ উন্নয়নে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা' কে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম, বাংলাদেশে এনজিওর প্রেক্ষাপট,জরুরী কার্যক্রম, এনজিওর বিকাশ এবং সর্বোপরি এনজিওর সদস্য হয়ে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে কর্মরত স্থানীয় , দেশী , বিদেশী এবং আন্তর্জাতিক এনজিওর সংখ্যা প্রায় এগারশত এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় রেজিষ্ট্রীকৃত এনজিওর সংখ্যা ১২৫০০। গ্রামীণ উন্নয়নে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা তুলে ধরার জন্য প্রত্যেকটি এনজিওর কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তাই আমি বাংলাদেশের বৃহৎ এনজিওর ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর উপর আমার গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে গ্রামীণ মানুষ কতটুকু উন্নতি লাভ করতে পেরেছে তা জানার মাধ্যমেই বাংলাদেশের অন্যান্য এনজিওর ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

অধ্যায়ের শিরোনাম : (Chapter Outline)

বর্তমান গবেষণা কর্মটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আছে ভূমিকা যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিষয়টি সম্পর্কে একটি যৌক্তিক আলোচনা, বিষয়টির গুরুত্ব, গবেষণার শূন্যতা নির্ণয় করে এবং গবেষণা পদ্ধতি বর্তমান অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই তা আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে থাকছে তত্ত্বগত আলোচনা এখানে, উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং গ্রামীণ উন্নয়নের উপাদান সম্পর্কে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে থাকছে গ্রামীণ উন্নয়নের অতীত ও বর্তমান কার্যক্রমের উপর একটি পর্যালোচনা। এই অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম। অর্থাৎ এন, জি, ও, গুলি যখন থেকে তাদের কার্যক্রম এদেশে শুরু করেছে তারপর থেকে তাদের বিভিন্ন কার্মসূচী। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে যেমন পাল্টিয়েছে এন, জি, ও,র প্রকরণ তেমনি তাদের কাজের পরিধিও হয়েছে বিস্তৃত। প্রথমে এন, জি, ও গুলি ত্রাণ ও পূর্নবাসনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে, শিক্ষা, পুষ্টি, পানীয়, সেনিটেশন, ঋণ, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন, মৎষচাষ, হাঁসমুরগি পালন, হস্তশিল্প, ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের কর্মসূচী সম্প্রসারিত করে। তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে আমার গবেষণা এলাকার ভৌগলিক ও অর্থ সামাজিক অবস্থার বিবরণ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ব্র্যাকের ৬৩ জন এবং ব্র্যাকের সদস্য নয় এমন ৫০ জনের কাছ থেকে প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । আমি আমার উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে ফলাফল কিছু কিছু বিশ্লেষণও এই অধ্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে গ্রামীণ উন্নয়নে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা নিয়ে উপসংহার মূলক আলোচনা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ **উন্নয়ন ঃ** সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ নিজেদের জীবনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন মানুষ গুহায় বাস করত কিংবা গাছের ছাল পরিধান করত তখন থেকেই তাঁরা তাদের জীবন ধারণ প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত। উন্নয়নের ধারণা নূতন হবার কথা নয়। কিন্তু যদি উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক সম্পর্কে পদ্ধতিগত ধারণা নিয়ে বর্তমান বিশ্বেও আলোচনার তা হলে মূলত তৃতীয় বিশ্বেও কথাটা বুঝায়। এবং আলোচনা পর্যালোচনা সূত্রপাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে থেকে শুরু হয়েছে।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশীরভাগ দেশ যখন ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে একে একে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ কর ছিল তখন এ সব দেশের সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এর পরবর্তিতে একদিকে যেমন উন্নয়ন অর্থনীতির তত্ত্বীয় দিক থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়, ঠিক তেমনি সম্ভাব্য উন্নয়ন নীতির ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও নানান ধ্যান ধারণা জন্ম লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মোট জাতীয় আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির হারকেই উন্নয়নের সমার্থক বলে মনে করা হয়।[২]
সুতরাং মাথাপিছু জাতীয় আয় তথা উন্নয়ন বৃদ্ধির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে জাতীয় আয় বাড়ানো ও জনসংখ্যা কমানো।

মাথাপিছু আয়কে উন্নয়নের সূচক হিসাবে গ্রহণ করা এবং সে জন্য গৃহীত প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। সুষম বন্টন নিশ্চিত করার ব্যাপারে মাথাপিছু আয় একটি অত্যন্ত বিভ্রান্তকর ধারণা। যেমন, দু'ব্যক্তি বিশিষ্ট একটি সমাজে একজনের আয় ১০০০ টাকা, অন্যজনের আয় শূন্য হয়েও সে সমাজে মাথাপিছু ৫০০ টাকা আয়ের সুবিধে ভোগ করেছেন তাহলে তা নিতান্ত বিভ্রান্তিকর হবে।[৩]

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উন্নয়ন মতবাদ গুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমার্থক হিসেবে ধরা হতো যা চুইয়ে পড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্ব (Trickle down thesis) নামে অভিহিত। এ তত্ত্বের মূল কথা ছিল উপর থেকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্পদের প্রবাহ অব্যাহত রাখলে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় উলম্বন কাঠামো বিরাজ করার কারণে যদি সমাজ কাঠামোর দিকে অবস্থানকারীরা এ সম্পদ থেকে সৃষ্ট সুবিধের সিংহভাগ ভোগ করে তাহলেও উলম্বন কাঠামোর বিভিন্ন স্তর ভেদ করে একেবারে নীচুতলার মানুষের কাছেও এ সুবিধের কিছু অংশ চুইয়ে পড়বে। এর ফলে একদিকে যেমন অনপেক্ষ দারিদ্র্যের মাত্রা কমবে তেমনি অন্যদিকে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শ্রেণী গুলোর মধ্যকার আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমে আসবে।

---

১. *নাসির উদ্দীন আহমেদ ও ডঃ মোহাম্মদ তারেক, 'উন্নয়ন অর্থনীতি : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী প্রেস,১৯৯৩) পৃ : ৩.*

(২) *সেলিম জাহান, প্রসঙ্গ: উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, (ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৯)পৃ : ৭-৮,*

(৩) *ঐ নরক, পৃ : ১২-১৩.*

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সত্তরের দশকে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে চুইয়ে পড়ানীতি অনুন্নত দেশে কাজ করছেনা। 'গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচীর' অধীনে যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ গ্রামাঞ্চলে দেয়া হয়েছিল, তা গ্রামাঞ্চলে একটি নব্য বণিক শ্রেণী সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল, সে শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন ধারায় নগর কেন্দ্রের ধনিক শ্রেণীর সহমর্মী হয়ে উঠল । অনুন্নত দেশগুলোর শাসক শ্রেণীর ক্ষমতায় অবস্থান করার জন্য নগরও গ্রামাঞ্চলের ধনিক শ্রেণীর সাহায্য ও সমর্থন অপরিহার্য ছিল। এর ফলে অনুন্নত বিশ্বে যে সব পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছিল তাতে 'প্রাচুর্য্য পক্ষপাত' সুস্পষ্ট ছিল এবং এর ফলে অনুন্নত বিশ্বে দারিদ্র্যের আপাতন অনপেক্ষও আপেক্ষিক দিক থেকে ক্রমান্বয়েই বেড়ে যাচ্ছিল।[৪]

উন্নয়নকে আধুনিকায়ন বলে অভিহিত করা হয়। আধুনিকায়ন তত্ত্ব যেমন উন্নয়কে অর্থনীতির পরিমন্ডল থেকে বের করেছে তেমনি কতগুলো মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক চেতনা পাশ্চাত্যের উন্নতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে বলেই এর বিচ্ছুরণই অধুনা অনুন্নত দেশের উন্নতির প্রধান উপাদান হিসাবে তাত্ত্বিকেরা উল্লেখ করে থাকেন। আধুনিকায়ন তত্ত্বের এই আদিরূপ তাই ' প্রসরণ বিন্যাস্তরূপ' বলে অভিহিত হয়েছে।[৫]

উন্নয়নের আভিধানিক অর্থ অনেকটা উদ্দেশ্যবাদী (Tleleological) এ অর্থে উন্নয়ন হচ্ছে পরিপূর্ণতা। কেউ বলেন, উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তন। অন্যদের মতে এটা বাস্তব প্রবৃদ্ধি। আবার কেউ কেউ বলেন, উন্নয়ন হচ্ছে একই সাথে পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধি।[৬]

বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশে মোট এবং মাথাপিছু জাতীয় আয়ের (Total and per Capital Nation income) বৃদ্ধি এবং অর্থব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তনকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।[৭]

Gunner Myrdal এর মতে " Development means improvement of the host of Undesirable Conditions in the social system that hiave perpetuated a state of Underdevelopment. "[৮]

সম্প্রতি United Nations থেকে উন্নয়নের একটি চমৎকার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।এতে বলা হয়েছে " Development in a broad sense, refers to social and economic change in society leading to improvement in the quality of life for all. At the most basic level, it means providing for every person the essential material requirements for a dignified and productive existen ce."[৯]

---

4) *I bid, p - 15*

5) *K.A.M Saaduddin and Nazrul Islam (ed), 'Sociology and Development Bangladesh perspectives, Bangladesh sociological Association (Dhaka: Bangladesh Co-operative Book Society Ltd, 1990)p-23*

6) *আবদুর নূর, 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত,' (ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র) পৃ: ১০৯-১১০.*

7) *সম্পদ মুখার্জি, ' অর্থনৈতিক উন্নয়ন' (কলিকাতা, ১৯৮৪) পৃ : ১.*

8) *Gunner Myrdal, Asian Drama : An Inquiry in to the poverty of Nations. A bridged (London : Allen lane penguine press, 1972,) p.30*

9) *UN Fact sheet No.49, p.2*

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের এই সংজ্ঞায় উন্নয়ন বলতে এমন ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে সকল মানুষের জীবন মানের উন্নতি হবে। মূলতঃ প্রতিটি মানুষ যাতে সম্মানজনক ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট জীবন যাপন এবং অপরিহার্য বৈষয়িক প্রয়োজন মিটাতে পারে তা নিশ্চিত করার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে উন্নয়নের ধারণা। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে উন্নয়নকে বিবেচনা করা হলে একদিকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে জীবন যাত্রা মানের সুষম উন্নতির মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি অর্জনকে বুঝানো হয়।

অর্থনীতিবিদ W.W.Rostow 'র মতে , যে সমাজ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা জনগণের উপভোগের চরম পর্যায়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। (Sustained economic growth; high mass consumption) সে সমাজ উন্নত।[১০]

Hoogvelt বলেন , 'the world 'development' has become tantamiount to planning, to the deliberate engineering of processes of internal societal dynamics, of growth and change. Note the distinction between government and society. To date 'development' is still very much an elitist ideology a conseious effort and a pledge on the part of governments to achive predetermined goals. Note secondly that the formolation of thes goals is tirst of all economic referring to an improvement in the material standards of living of the people''.[১১]

উন্নয়নের আভিধানিক অর্থ অনেকটা উদ্দেশ্যবাদী (teleological) এ অর্থে উন্নয়ন হচ্ছে পরিপূর্ণতা। এ প্রসঙ্গে John D. Motgomery বলেন, কোন সমাপ্তি পর্বের লক্ষ্য ব্যতীত কোন সমাজ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে রূপান্তরিত হলে সমাজের সে প্রগতিশীল পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলে চিহ্নিত করা হয়। সহজ কথায়, উন্নয়ন হচ্ছে আকাঙ্খিত, সাধারণ ভাবে পরিকল্পিত আর সরকারী কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক পরিবর্তন।[১২]

জাতিপুঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত এক গ্রন্থে উন্নয়ন বলতে বোঝানো হয়েছে এমন এক প্রক্রিয়াকে যার মাধ্যমে জনগণ তাদের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারে।[১৩]

---

10) *W.W.Rostow, The stage of Economic Growth : A Non Communist Manifesto (Cambridge, Mass: 1960)p-12*

11) *Hoogvelt, M.M Ankie ' The sociology of Developing Societies, ' (Macmillan Education ltd. london 2nd edition 1988) p,149.*

12) *Montgomery, John D, 'A Royal Invitation : Variations for the three classical Themes, '' in Montgomery and william J. siffin, eds. Approahes to ' Development; politics, Adminstration and change (New york: 1966) p.259*

13) *United Nations, Seience and technology for Development (New york; United Nations, 1963). vol 1. P. III*

Dhaka University Institutional Repository

ডাডলি সিয়ারসের (Dudley Seers) এর মতে, সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্য হওয়া উচিত তিনটি যথা ঃ

১) দারিদ্র্য দূরীকরণ
২) বেকারত্বের অবসান
৩) ন্যায়সংগত বন্টন।[১৪]

তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির উন্নয়ন সম্পর্কে Arthur Lewis বলেন, "does not in the long run depend upon the existence of the development countries, and their potential for growth would be unaffected even if all the developing countries were to sink under the sea.''[15]

সাম্প্রতিক কালের উন্নয়ন সমাজ তত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন। লেনিন,ক্রিস্টসমান, প্রিয়ব্রেজনস্কি ও মাও এই উন্নয়ন সমাজতত্ত্বের মার্ক্সীয় পথিকৃৎ। অপরদলে রয়েছে অমার্ক্সীয় ও আধুনিকায়ন (Modernization) তত্ত্বের অনুসারীরা।মার্ক্সীয়পন্থায় রয়েছে উৎপাদন উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে সামাজিক মালিকানায় যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা। অমার্ক্সীয় ধনতন্ত্রী পন্থায় রয়েছে ব্যক্তিমালিকানা অক্ষুন্ন রেখে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার (institution reform) ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারিত করে উৎপাদন বৃদ্ধিকরা।[১৬]

উন্নয়ন সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কারণ উভয়ই তাদের নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে থেকেই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। আজকের অনুন্নত বিশ্বে যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মানবেতর জীবন যাপন করছে, সেখানে উন্নয়ন মানে সনাতন কোন প্রবৃদ্ধির সূচক যেমন ঃ জাতীয় কিংবা মাথাপিছু আয় হতে পারে না, সেখানে উন্নয়ন মানে অভিজাত নগর কেন্দ্র হতে পারে না কিংবা সেখানে উন্নয়নমানে ' মর্যাদাসূচক ' প্রকল্পের দ্রুত বিস্তার হতে পারে না। অনুন্নত দেশ সমূহের বর্তমানের দেয় আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের একটি এবং কেবলমাত্র একই সংজ্ঞাই গ্রহণ যোগ্য এবং তা হচ্ছে ' উন্নয়ন মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণ।' সুতরাং আজকে একটি দেশের জাতীয় বা মাথাপিছু আয় বাড়ল কিংবা তার শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে কিনা কিংবা সে তথাকথিত ' উন্নয়ন স্তরের' কোন স্তর পার হচ্ছে তা দ্বারা সে দেশের উন্নয়ন সূচীত হতে পারে না। আজ একটি দেশের উন্নয়নের স্তর নির্ণীত হবে তার দেশের শতকরা কতজন লোকের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে তার উপর।[১৭]

---

14) *Seers Dudley, 'The Meaning of Development" IDR, XI(1969)4,p.p - 2-6.*

15) *W.Arthur Lewis,The Evolution of the International Economic order,'(princeton University press,1978) p-71*

১৬) *আসহাবুর রহমান, বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন : (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬) পৃ : ১২৩.*

১৭) *সেলিম জাহান, op. Cit. p.১০*

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের চাহিদা ব্যক্তি মানস ও সমাজ কাঠামো নির্ভর যা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে কিংবা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্নতর হয়ে থাকে। এ ভিন্নতার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মানুষের জন্য একটি ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা গুচ্ছ গড়ে তোলা সম্ভব যা ব্যক্তি বা সমাজ অনপেক্ষ এবং যা মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন। এ চাহিদা গুচ্ছের মধ্যে থাকবে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য রক্ষা সুবিধা, নিয়োজন ও শিক্ষা। এর মধ্যে শিক্ষা ও নিয়োজন একদিকে নিজেরাই ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা এবং অন্যদিকে অন্যসব মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ও তাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকতে পারে। তবে অন্যান্য নূন্যতম মানবিক চাহিদা মিটানোর জন্য তারা অপরিহার্যও নয় পর্যাপ্ত ও নয়।[১৮]

একটি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের নূন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণকেই উন্নয়নের সংজ্ঞা হিসেবে ধরা যায়। বর্তমানে নিশ্চিত ভাবে বহুবিধ আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিও তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে।[১৯]

২.২ গ্রামীণ উন্নয়ন :

বাংলাদেশের সমাজ মূলতঃ কৃষি সমাজ এবং গ্রামই হলো এই সমাজের মৌলিক সামাজিক সংগঠন।[২০] তাই গ্রামীণ উন্নয়ণ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে 'গ্রাম' সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া আবশ্যক।

গ্রাম: পাড়া বা পল্লীর সমষ্টিগত একক জনবসতি ও বসতবাড়ী উভয়েরই সমষ্টিগত এককে বুঝায়। সাধারণতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধন সূত্র দ্বারা গ্রাম গ্রথিত থাকে। গ্রাম্য সমাজ বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝায় যেখানে অধিবাসীরা পরস্পর সন্নিকটে বাস করে কর্ষণ ও পশুচারণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় জমি একত্র ব্যবহার করে। সমৃদ্ধ গ্রাম সমাজে থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক একক এবং সেখানে গ্রাম্য পরিষদ ও চৌকিদার, দফাদার ইত্যকার গ্রাম্য কর্মচারীরাও থাকেন। গ্রাম্য কর্মচারীগণ দেশের উর্দ্ধতন প্রশাসন কর্মচারীদের সংগে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। কৃষির উন্নতির জন্য গ্রামের সামাজিক সংগঠন বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।[২১]

---

১৮) *প্রাগুক্ত পৃ : ১৭*

১৯) *I bid. P. ১৮,*

২০। *ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, 'বাংলাদেশের একটি গ্রাম' সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি সমীক্ষা' (ঢাকা: এসোসিয়েটেড বুক কোম্পানী, ১৯৮৩) পৃ: ১*

২১। *খান বাহাদুর হাকিম, (সম্পাদিত), বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৫) পৃ:-৩৭৬*

Dhaka University Institutional Repository

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে তার বসতির রূপান্তর ঘটেছে ধাপে ধাপে। পল্লীর অভ্যুদয় হয়েছে বসতি স্থাপনের ধারানুক্রমের বেশ কিছু পরে। সভ্যতার উষালগ্নে আদিম মানুষ যখন গুহা ছেড়ে সমতলে এলো তখনো তাদের নির্দিষ্ট কোন বসতি ছিলনা। ফলমূল আহরণ আর পশু পাখি শিকার করে মানুষ জীবন যাপন করতো যাযাবরের মতো। খাদ্য আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানুষকে নিয়ে ছিলো খন্ড খন্ড এইসব যাযাবর দল। অরণ্য থেকে ফলমূল আহরণ আর পশুপাখির শিকার পর্ব শেষে পশুচারণকে তখন মানুষ উপজীবিকা হিসেবে নিতে পারলেও তখনো তাকে যাযাবরের মত জীবন যাপন করতে হয়েছে। পশু খাদ্যের সীমাবদ্ধতা যুথবদ্ধ কিছু মানুষকে এই পর্বেও স্থান থেকে স্থানান্তরে পশুপালনের জন্য যেতে বাধ্য করলো। চারণভূমি নিয়ে বিভিন্ন যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো। বৈরী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য এবং সহযোগিতার দৈনন্দিন প্রয়োজনে কোন একটি গোষ্ঠীভুক্ত নরনারীর ভেতরকার সম্পর্ক দৃঢ় করে তুলে। অসভ্য মানুষ থেকে যখন মানুষ বর্বর জীবনে পদার্পন করলো পশুচারণার মধ্য দিয়ে তখন থেকেই যুথবদ্ধ জীবন যাপনের তাগিদ বাড়লেও নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপনের সুযোগ এলোনা ঐ বিশেষ জীবিকা অর্জনের জন্যই।[২২] কৃষিকাজের জন্য প্রকৃতির নিয়ম কানুন সম্পর্কেও তাদেব ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হলো এবং প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে জীবিকার্জনের পদ্ধতি বিন্যস্ত করতে প্রয়াস পেলো। একস্থানে মোটামুটি স্থায়ী বসবাসের সুযোগ থেকে এলো বাড়ী ঘর ইত্যাদি তৈরীর ব্যাপারে আগের চেয়ে উন্নত কৃৎকৌশলের ব্যবহার। কর্ষণযোগ্য ভূমির সংগে বাসগৃহের যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য যখন বসতির সংগে রাস্তার সৃষ্টি হলো তখন পল্লীর রূপ আরো সুস্পষ্ট হলো।[২৩] কৃষি আবিস্কারের পর উপজাতি ও গোষ্ঠীর স্থানে পরিবার উৎপাদন ও বিনিময়ের ভূমিকা পালন করতে পারলেও অন্যান্য যে সমস্ত দায়িত্ব গোষ্ঠী পালন করতো তা পরিবারের ক্ষুদ্র আকার দিয়ে পালন করা সম্ভব ছিলনা। নিজেদের মধ্যে বিবাদ, বিসংবাদ এড়ানো, বৈরী গোষ্ঠীসমূহের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি প্রয়োজনে কৃষি ভিত্তিক পরিবারগুলো একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করলো পল্লী সমাজের।[২৪] প্রাচীনকালের পল্লী সমাজকে বলা হয়েছে এমন একটি মানুষের দলের সমষ্টি যাদের ভেতরকার সাধারণ সম্পর্কের ভিত্তিভূমি একই অতীতে এবং সুনির্দিষ্ট ভূমির উপর সামাজিক মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত।[২৫]

সাধারণভাবে গ্রাম বলতে স্থায়ীভাবে বসবাসরত এক সংগঠিত জনপদকে বুঝায়। যার চারদিকে আবাদযোগ্য জমি, রাস্তাঘাট, গাছপালা,নদ-নদী দ্বারা বেষ্টিত প্রাকৃতিক পরিবেশ' যার একটি নাম রয়েছে।

২২। হাসনাত আবদুল হাই, 'পল্লী উন্নয়ন' (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ:-৯
২৩। *Ibid, P-10*
২৪। *Ibid, P-11*
২৫। *Ibid, P-11-13.*

গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্থায়ী সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে, আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার বাস্তব পথ নির্দেশ পেতে পারে' কালের মোড় ঘোরার সাথে সাথে নিজেদের কর্মধারা ও চিন্তার মোড় ফেরাতে পারে সেই ব্যবস্থাটিকে গ্রাম উন্নয়ন বলে আখ্যায়িত করা যায়। গ্রাম উন্নয়নকে আমরা কালের পটভূমিকায় ও আঞ্চলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম আধুনিকীকরণের বিশিষ্ট ফলশ্রুতি বলে ধরে নিতে পারি। গ্রাম আধুনিকীকরণ কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক তাকে কোন বাঁধা নিয়মের খাপে আবদ্ধ করা চলেনা। আধুনিকতার ধারা সর্বদাই সচল ও পরিবর্তনশীল। গ্রাম আধুনিকরণ বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে কুমিল্লা বার্ড এর ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জনাব আখতার হামিদ খান বলেন-"নতুন দক্ষতা, নতুন যন্ত্রপাতি ও নতুন প্রধান গঠন এবং তার সংগে গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের বাস্তব পরিচয় সাধনেরই নামান্তর হলো গ্রাম আধুনিকীকরণ।"[২৬]

গ্রামীণ উন্নয়ন প্রত্যয়টি উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশের বহুল আলোচিত একটি প্রত্যয়। গ্রামীণ উন্নয়নের সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন নয়, ইহা গ্রামীণ মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করে। সেই দৃষ্টিতে ইহা হচ্ছে আগ্রহের বাহ্যিক, কলাকৌশল, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কারণের মিথস্ক্রিয়া। সেই লক্ষ্যে সামাজিক এবং অর্থনীতি উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা হচ্ছে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর দরিদ্র জনসংখ্যা।[২৭] সত্যিকার অর্থে গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে বুঝায়, it is the process which brings out what is latent or cause of a transformation to a more advanced or a more highly organised state development is thus not a marginal change, but a drastic one. It is aquantum jump from a dormant stragnant stage to an active state of self sustained. [২৮]

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক গ্রামীণ উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হচ্ছে- Rural development as a stratege designed to improve the economic and social life of a specific group of people the rural poor. It involves extending the benefits of development ot the poorest among those who seek a livelihood in the rural areas. The group includes small scale farmers, tenants and the landless." [২৯]

২৬। *হাবীবুর রহমান, 'মৃত্তিকার আস্বাদ' (কুমিল্লা গ্রাম উন্নয়ন একাডেমীর কাহিনী), (পপুলার পাবলিকেশন, ১৯৯৪), পৃঃ-১৪-১৫*

২৭। *Katar Singh, Rural Development Principles Policies and Management, (London Sage publication, 1986), P-18*

২৮। *M.B. Bankapur, Development Diffusion and untilization of Information, (Aspish publishing house, punjabe Bagh, New Delhi, 1994), P-38*

২৯। *Robert Chambers, Rural Development, United States with JohnWiley and & Sons Inc., (New York, 1993), P-147*

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ উন্নয়নকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায় যথা- অর্থনৈতিক উন্নতি, আধুনিকায়ন, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, সংগঠনের সামাজিকীকরণ এবং মানুষের আবশ্যকীয় উপাদান যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যাতায়াত এবং পানি সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে।[৩০]

Robert chamber's, Rural Development এর প্রসংগে বলেন- "Rural development is strategy to enable a specific group of people, poor rural women and men, to gain for themselves and their children more of what they want and need. It involves helping the poorest among those who seek a livelihood in the rural areas to demand and control more of the benefits of development. The group includes small-scale farmers, tenants and the landless" [৩১]

Rofiqul Islam বলেন, Rural Development may therefore be defined as a process of developing and utiling natural and human resources, technologis, infrastructural facilities, institutions and organisations and government policies and programmes to encourage and speed up- economic growth in rural areas, to provide jobs, and to improve the quantity of rural life towards self sustenance. [৩২]

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় Rural Development হচ্ছে "Development means a process of transition from a primitive or traditional stage to a developed and modern stage. By rural development a process of change culminating into improved quality of life for rural people. In other words, rural development implies development and utilisation of natural and human resources, technologies, institutions and organisation and basic infrastructure, for promoting and speeding up the all round development of rural people on a self sustaining basis." [৩৩]

K. Singh ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেন একটি সমাজের ভৌগোলিক অবস্থান, সংস্কৃতি এবং উন্নয়নের ঐতিহাসিক অবস্থান যাই থাকুক এই তিনটি প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে উন্নয়নের সূচক। যাহা সত্যিকার উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে। উপাদান তিনটি হচ্ছে-

(১) জীবন যাত্রা যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্যের যত্ন ও নিরাপত্তা

(২) আত্ম সম্মান

(৩) স্বাধীনতা যেমন, রাজনৈতিক বা আদর্শগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক অধীনতা থেকে মুক্ত।[৩৪]

৩১। *Ibid, P-146*

৩১। *Ibid, P-147*

৩২। *Rofiqul Islam, Human Resource Development in Rural Development in Bangladesh, (Dhaka: National Institute of Local Government, 1990), P-1-2*

৩৩। *K. Singh, Rural Development Management, India's Experience, (New Delhi, Omsons publications, 1991), P-12*

৩৪। *Ibid, P-13*

Dhaka University Institutional Repository

'Social change in Rural Societies' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে "Rural development is organized efforts to improve the well-being of rural people. It is based on the judgement that people in rural areas should have the same opportunities for a desirable quality of life as urban residents. Rural development includes improvements in employment, income, health, education, housing, nutrition, in services, such as police and tire protection and solid waste disposal, and in physical facilities, such as water and electric systems, roads, bridges, parks and play grounds." [৩২]

Anand তার 'Rural Banking and Development' গ্রন্থে বলেন- Rural development obviously refers to this phenomenon taking upliftment villages, two fundamental determinants of development are :-

(1) Improved utilizations of available productive resources and potential
(2) Strengthering the existing productive resources and potential through further capital formation." [৩৬]

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষক আবুল কাসেম বলেন-'পল্লী উন্নয়ন মানে পল্লীতে বসবাসরত সকল জনগণ বিশেষ করে দারিদ্র্যভুক্ত পরিবারগুলোর জীবন মানের দ্রুত উন্নয়ন, অর্থাৎ তাদের মৌলিক চাহিদা- খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বাসস্থানের প্রয়োজন মিটানো'।[৩৭]

মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলো ব্যক্তি-মানস ও সমাজ কাঠামো নির্ভর যা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে কিংবা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্নতর হয়। এ ভিন্নতার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মানুষের জন্য একটি ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা-গুচ্ছ গড়ে তোলা সম্ভব যা ব্যক্তি বা সমাজ অনপেক্ষ এবং যা মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন। এ চাহিদাগুচ্ছের মধ্যে থাকবে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য রক্ষা সুবিধা নিয়োজন ও শিক্ষা।[৩৮] গ্রামীণ মানুষের এই মৌলিক চাহিদাগুলোর উন্নয়ন ব্যতিত গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। আত্মউন্নয়ন কর্মসূচী ভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাস্তবিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কাঠামোগত পরিকল্পনা এবং স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচী।

৩২। *Everett M. Rogers, Rabel J. Burdge, Peter F. Korsching, Joseph F. Donnermeyer, 'Social change in Rural Societies', An Introduction to Rural Sociology Prentichall, Englewood cliffs, Now Jersey, 1988) P-332,*

৩৬। *S.C. Anand, 'Rural Banking and Development', (UH Publishing House, Nai Sarak, Delhi, India, 1990), P-46*

৩৭। *মোঃ আবুল কাসেম, 'বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব (বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১৩শ খন্ড, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬,) পৃঃ-১*

৩৮। *সেলিম জাহান, 'প্রসংগঃ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা' (ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৯), পৃঃ-১৬*

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে জনগণের অংশ গ্রহণের জন্য আবশ্যক পল্লীর সর্বনিম্ন পর্যায়ে সংগঠনের মাধ্যমে পল্লীর অধিবাসীকে উন্নয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণ করানো। স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশ গ্রহণ ও সম্পদের সমবন্টন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকেও রাষ্ট্রের জন্য জনগণের অংশ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক কেননা রাষ্ট্রকে, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের রাষ্ট্র বুঝায়।

যে কোন কাজে জনগণের অংশ গ্রহণের অস্বীকৃতি, অবনতি, অধীনতা এবং অসাম্যের অবস্থাকে নির্দেশ করে। উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া পরিকল্পনা যতই উন্নতির জন্য ব্যাপক হোক না কেন, তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।[৩৯] গুনার মিরডাল 'এশিয়ান ড্রামায়' (২য় খন্ড) জন সমর্থন ও গণ অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলেছেন- পরিকল্পনা জনগণের মধ্য হতে উৎপত্তি লাভ করবে, জনগণের আশা আকাঙ্খা ও অভাব অভিযোগ মিটাবে এবং তাদের চিন্তাধারাতে ও কর্মধারাতে সমর্থন যোগাবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হলো জনগণের বিরাট অংশের চিন্তা, অনুভব ও কাজের পরিবর্তন সাধন। জীবন ও কাজের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করতে হবে। তাদেরকে কঠোরভাবে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে। জনগণকে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে, সমাজকে ও সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং সেগুলোর মাধ্যমে যে অবস্থায় তারা বসবাস করে, কাজকর্ম করে সেই অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রয়াস চালাতে হবে। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা কখনো সফল হবেনা যদি না একটি সচেতন জনগোষ্ঠী ঐক্যমত হয়ে কাজ করে আর সৃষ্টিধর্মী লক্ষ্যের অনুকরণে কর্ম পন্থার শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত গণতন্ত্রকে জনগণের স্বেচ্ছা প্রণোদিত সম্মতির ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে হবে। রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের ভিত্তির উপর নয়। অগ্রগতির যাত্রা পথ যদি জনগণের আশা আকাঙ্খার অনুকূলে হয় আর অগ্রগতির যাত্রার হার যদি একেবারে মন্থর না হয় তাহলে জনগণের সহযোগিতা অর্জনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত পূরণ হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য বিধানই পরিকল্পনার স্বপক্ষে জনগণের স্বেচ্ছা প্রণোদিত সমর্থনকে নিশ্চিত করবে।[৪০]

আত্মনির্ভর সামাজিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয় যদি না গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত মজবুত হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর গ্রামের ভূমিকা হওয়া প্রয়োজন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। গ্রামের বৃহৎ জনগোষ্ঠী যদি আত্মকর্ম সংস্থানমূলক কাজ করে তাহলে গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, পশুপালন, মাছ চাষ, সমবায় ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থান গড়ে তুলতে হবে। গ্রামীণ জনসংখ্যাকে সীমিত রাখার জোড় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমস্ত গ্রামের মানুষকে যখন উন্নয়নের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে তখনই গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব হবে। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। সমাজ উন্নয়নে ইহা নতুন মাত্রা যুক্ত করবে।

৩৯। *The Young Economist, BYEA Journal, April-1986*

৪০। *Gunnar Myrdal, 'Asian Drama', An Inquiry into the poverty of Nation vol-II, Allen Lane, (London: The Penguin Press), P-849-887*

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ গ্রামীণ উন্নয়নের উপাদান সমূহ ঃ

কৃষি ঃ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের কর্মরত মানুষের শতকরা ৫৫ ভাগ কৃষির সাথে জড়িত এবং জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ কৃষিতে উৎপন্ন হয়। সেই তুলনায় শিল্পের অবদান অকিঞ্চিৎকর কর্মরত মানুষের অবদান শতকরা ১১ ভাগের মত, এবং ইহা জাতীয় আয়ের শতকরা ৯-১৫ ভাগ। এ ধরনের তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবি কাঠি কৃষিতেই খুঁজতে হবে।[৪০] কৃষির উন্নতি ত্বরান্বিত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলেই আমাদের জাতীয় উন্নতি হবে।

আমাদের দেশের মাটি খুব উর্বর এবং কৃষকরা খুব পরিশ্রমী। প্রতিযোগিতা মূলক পৃথিবীতে আমাদের খাদ্য আমদানী করতেই আমাদের সিংহভাগ অর্থ খরচ হয়ে যায়। সেই জন্যই কৃষিতে খুব গুরুত্বদেয়া প্রয়োজন। নদ-নদী, মাটি, আবহাওয়ার কারণেই বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। যে কোন ভাবে দেশ উন্নতির দিকে যাকনা কেন খাদ্যের অভাব থাকলে সেটা কখনই সম্ভব নয়। কেবল মাত্র এটাই একমাত্র কারণ নয়, আমাদের জাতীয় আয়ের ৬৬% দেশীয় শিল্প কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ কথা সত্যি যে আমাদের মোট জনসংখ্যার ৮৫% লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির কাজ কর্মের সাথে জড়িত। আমাদের জাতীয় অর্থনীতি নিঃসন্দেহে কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল।[৪১] আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি।তার কারণ হচ্ছে পরিকল্পনাহীনতা এবং প্রশাসনের ব্যর্থতা।

সম্প্রতি সরকার খাদ্য ঘাটতি মিটানোর জন্য তিনটি লক্ষ্য স্থির করেছেন -

১) কৃষি উৎপাদন দ্বিগুন করা
২) খাল খননের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের দ্বিগুন লক্ষ্য মাত্রায় পৌছানো
৩) খাদ্যাঅভ্যাস পরিবর্তন।[৪২]

বাংলাদেশের কৃষিযোগ্য জমির সবই এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষি থেকে আয় (অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনের নীট মূল্য) বাড়ানোর তিনটি উপায় আছে। যথা ঃ-

১) বিশেষ বিশেষ ফসলের ফলনের হার বৃদ্ধি, মূলত স্থানীয় থেকে উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সেচ ও সার ব্যবহারের মাধ্যমে।
২) কৃষির নিবিড়তা বাড়ানো অর্থাৎ এক ফসলের জায়গায় দুই বা ততোধিক ফসলের জায়গায় তিন ফসল করে এবং
৩) বেশী মূল্যবান ফসল উৎপাদন করে।[৪৩]

কৃষি উন্নতির অপরিহার্য উপাদান গুলো টেবিল (১) এ তুলে ধরা হয়েছে। এই উপাদান গুলো আমাদের খুব প্রয়োজন।[৪৪]

---

৪০) আবু আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের জন্য উপযোগী উন্নয়ন কৌশল, বাংলাদেশ ১৩৯৮(ঢাকা: উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান,১ম খন্ড, আগষ্ট-১৩৯৮), পৃ-৩৪

৪১) Mohammad Mohiuddin Abdullah, Rural Development in Bangladesh, Problems and prospects,(Dhaka Jahan publications,1979) p.40

৪২। I bid. p.41

৪৩। আবু আবদুল্লা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ: - ৩৪

৪৪। A.T.Mosher, Thinking About Rural Develoment, p.14

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ২.১ : কৃষি উন্নয়নের সাধারণ এবং গ্রামীণ উপাদান গুলো হলো -

কর্মসূচী

সাধারণ উপাদান ৪৫	গ্রামীণ উপাদান ৪৬
I. Research	I. Adaptive Research
II. Producing or Importing Farm Inputs	II. Markets Farm Products
III. Rural Agri-Support Activities	III. Retail Outlets for Farm Inputs.
IV. Productive Income for Farmers	IV. Agricaltural Extension
V. Land Development	V. Production Credit
VI. Training Agricultural Techinician.	VI. Local Verification trails
	VII. Farm -to-market Roads
	VIII Irrigation
	IX. Drainage
	X. Land Shaping.

এই উপাদান গুলো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অন্যান্য গ্রামীণ উন্নয়নের উপাদান গুলিকে সহায়তা করে। আধুনিক কৃষির জন্য প্রয়োজন নতুন পদ্ধতি এবং উপকরণ যেমন, উন্নতমানের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ এবং উন্নত পশু ইত্যাদি। এই সমস্ত উপাদনের কোনটির ঘাটতিহলে কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার বীজের কথা উল্লেখ করা যায়। বীজকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং পরীক্ষা নীরিক্ষা করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। পর্যাপ্ত সার, কীটনাশক ঔষধ, বীজ, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যাবহারের সঠিক দিক নির্দেশাবলী দিতে হবে।

গ্রামের নিরক্ষর কৃষকদেরকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষি বিষয়ক অধিক উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণদান করতে হবে। কৃষকদের মধ্য হতে কুসংস্কার দুর করতে হবে এবং উন্নত জীবন সম্পর্কে ধারনা দিতে হবে। কৃষকদেরকে সচেতন করতে পারলে তারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত কৃষি সম্প্রসারন কেন্দ্র নেই । বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে বি,এ,সি,সি, যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তা জোরদার করা প্রয়োজন। সরকারী এবং কর্পোরেশন উভয়ের উদোক্তাদের প্রয়োজন ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারন কার্যক্রম, বীজ, সার এবং কোন মাটির জন্য কোন ধরনের ফসল উৎপাদন করা প্রযোজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা। এ ভাবে কৃষকদের অধিক উৎপাদনে সহায়তা দান করলে কৃষিতে উন্নতি করা যাবে।

যে সমস্ত উপাদান উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে সেই গুলির মান উন্নত করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে সমবায় কৃষি খামার স্থাপন করে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষি সমস্যাকে মোকাবেলা করা অনেক সহজ হবে। আবার খন্ড খন্ড ভূমিকে একত্র করে সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ চালু করলে, প্রযুক্তি প্রয়োগ সহজ এবং অধিক উৎপাদন সম্ভব হবে।

৪৫। *I bid , p-15*

৪৬। *A.T. Mosher, Projects of Integrated Rural Development, A/D/C (Reprint Dec. 1972), p-15.*

৪৭। *Agricultural and Rural Development in Bangladesh, Procedings of the Mid-term Review workshop of Jsard, Janurary 24,1988, (Japan International Co-operations Agency Dhaka, Bangladesh, Jasard Pub.No.6,1988) P.384.*

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ- ২.২ এ গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান সমূহ নিম্নে দেখানো হলো [৪৭] ঃ-

1. Agricultural Production
   Crop
   Vegetables
   Forest
   Fisheries
   Livestock
2. Non-Farm Production
   Trade
   Industry
   Financial Institution
3. Physical Infrastructure
   Roads
   Electricity
   Water
   Postal and Telephone Services
   Sewerage
4. Health and Education
   Health Care
   Family Planning
   Hygilnic Living and Nutrition
   Food (including dringking water)
   Housing and Sanitation
   Living Habits
   Functional literacy
   Skill Formation
   Attitude Buildign
5. Social Justice and Security
   Mobility (Participation)
   Equal Opportienity
   Security to life and Property
   Group cohesiveness (Fraternity)
6. Community Institutions
   Community Services
   Schools , Hospitals, Markets, Graveyard, Religions Services , Social Ceremonies, Community Planning , Local Govt. Institution
7. Recreational Facilities
   Games and Sports
   Cultural Events
   Theatre
   Cinema
   Cultural Show
   Clubs and Restourants
   Recreational Gadgets
   (Radio, Television etc.)

[47] Agricultural And Rural Development in Bangladesh , Proccedings of the Mid - Term Revies Workshop of Jsard , January 24, 1988 , (Japan International Co-operation Agency Dhaka. Bangladesh , Jsrd Pub. No. 6-1988,) P. 384

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ অকৃষি ক্ষেত্র ঃ

বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামীণ অকৃষিখাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ খাতের উন্নয়ন অবশ্যই দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে রচিত সুপরিকল্পিত গ্রামীণ উন্নয়নেরই একটি অংশ বিশেষ হতে হবে। আবার অকৃষিখাতের উপর সুনির্দিষ্ট ও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ না করলে কোন গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনাই যথার্থ হতে পারে না।

বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের মতগ্রাম ও কৃষি ভিত্তিক অনুন্নত দেশসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েগেছে। অন্যদিকে নগন্য সংখ্যক ক্ষমতাধর ব্যক্তি উন্নয়নের সকল সুফল ভোগ করছে। এমন কি যে সব দেশে মোট জাতীয় উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে সেখানেও গতানুগতিক উৎপাদন ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অগনিত অসহায় মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অবশ্যই এমন ভাবে নিতে হবে যাতে করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে দারিদ্র্যে হার কমিয়ে আনা যায়। দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে গৃহীত যে কোন পরিকল্পনায় কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

অকৃষি কর্মকান্ডে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখীকরনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গ্রামীণ অকৃষি কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক নির্ধারক সমূহের পর সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সমূহ বাছাইয়ের নীতিমালা পর্যালোচনা করে গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

২.৫ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ

সব উপাদানের কেন্দ্রবিন্দু হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। কারণ আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশ একটি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে আমাদের দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও অধিক। ১৯৮৫ সালের মধ্যভাগের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল ১০০.৫ মিলিয়ন। তখন প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ছিল গড়ে ১,৮০৮ জন। প্রতি হাজারে স্থূল জন্ম ও মৃত্যুর হার ছিল যথাক্রমে ৩৯ ও ১৫ ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ২.৪%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে প্রতিকূল ভাবে প্রভাবিত করছে। প্রথমতঃ একই পরিমাণ জমি থেকে অধিক খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্যে মাথাপিছু যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন তা ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে আরও হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে পল্লী এলাকায় যেখানে স্বাভাবিক জন্মহার বেশী ও কৃষি ব্যতীত অন্য সুযোগ সীমিত, সেখানে ভূমিহীন ও দারিদ্র্যের সংখ্যা বাড়ছে। দ্বিতীয়ঃ কর্মোপযোগী লোকের সংখ্যা প্রতি বছর প্রায় ১.৫ মিলিয়ন হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যার জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের দরকার হবে, এতে বেকার সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়তঃ দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা যার ৪৬ শতাংশ ১৫ বছরের নীচে, আর এই জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতির সকল কর্ম প্রচেষ্টাকে দারুণ ভাবে বাধা দিচ্ছে কারণ ভোগের জন্য প্রাপ্ত সীমিত সম্পদের উপর এই অংশের দাবী অধিক। এই সবের কারণে জনগণের একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবন যাত্রা নির্বাহে বাধ্য হচ্ছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আরও অসুবিধা রয়েছে যেমন, শিক্ষার বর্তমান নিম্নহার এবং শহরগামী জনস্রোতের বর্তমান ধারা বজায় রাখতে হলেও বর্দ্ধিত বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্যে প্রয়োজন শিক্ষার পরিবেশ ও সুবিধার সম্প্রসারণ। বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অধিক বেকারত্ব, উচ্চ নির্ভরশীলতার অনুপাত ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যই অন্যতম।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে সীমিত করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ গ্রামীণ অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। গ্রামীণ উন্নয়নের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করবে জনসংখ্যা হ্রাসের উপর। পরিবার ছোট হলে পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া যায়। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং উন্নত জীবন যাপন করা সম্ভব হয়।

২.৬ শিক্ষা : শিক্ষা মানব কর্মদক্ষতা উন্নয়নের জন্য মৌলিক চাহিদা গুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে অতীতের শিক্ষা উন্নয়ন এ মানবিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না, ইহা সাধারণতঃ প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরন করে প্রান্তিক ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং চরিত্রগত ভাবে সমাজের উপর তলার মধ্যেই বজায় থাকে। ফলে সাংঘাতিক সামাজিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ এর ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ উচুঁ শ্রেণী ভিত্তিক হওয়ায় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যার ফলে অত্যন্ত সীমিত কর্মসংস্থানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অথচ এদিকে দক্ষ শ্রমিকের তীব্র অভাব রয়ে যায়। এর ফলে শিক্ষা ও চাকুরীর বাজারেই শুধু ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮১ সালে শহর এলাকায় শিক্ষিতের হার ছিল ৩৫% অথচ গ্রাম এলাকায় ছিল ১৭% মাত্র। চতুর্থতঃ মৌলিক ভাবে পিতৃ প্রধান সমাজে নারী শিক্ষার হার (১৩.২%) ১৯৮১ সালে পুরুষ শিক্ষার হারের (২৬%) প্রায় অর্ধেক ছিল। পল্লী এলাকায় এ হার আরো খারাপ ছিল পুরুষের ২৩% এর জায়গায় মেয়েদের ছিল ১১.২%। শহর-পল্লী এবং পুরুষ নারী শিক্ষার প্রেক্ষিতে মনে হয় নীতিগত ভাবে নারীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার হয়েছে পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক। যেহেতু জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ গ্রামে বাস করে এবং জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী তাই উঁচু শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণ ভাবে স্বাক্ষরতা প্রবৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ভারসাম্যহীনতা দুর করে একে অধিকতর কার্যকর এবং জনগণের কাছাকাছি নেয়ার জন্য স্বাধীনতার পর পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথমবারের মত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণ শিক্ষার অংগীকার করা হয় এবং এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা কালে বাস্তব পদক্ষেপ ও গ্রহণ করা হয়।[৪৯]

দ্রুত উন্নয়নের জন্য শিক্ষা হচ্ছে পূর্বশর্ত। উন্নয়নে শিক্ষা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত এবং দক্ষ জনশক্তি।

---

৪৮. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা,১৯৮৬)পৃ : ৫২.

৪৯. *I bid p.41*

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

(ক) গ্রামীণ উন্নয়নের অতীত ও বর্তমান কার্যক্রম

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

গ্রামীন উন্নয়নে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা উপস্থাপনের আগে বাংলাদেশ গ্রামীন উন্নয়নে অতীতে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং বর্তমানে কি কি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারন অতীত ও বর্তমানের কার্যক্রমের সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে গ্রামীন উন্নয়নে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) কার্যক্রমের পদক্ষেপ সমূহ। সরকারী পর্যায়ে গ্রামীন উন্নয়নের পদক্ষেপ সমূহ সাফল্য লাভ না করা এবং অপার্যপ্তার কারনেই বেসরকারী সাহায্য সংস্থা (এনজিও) গুলো গামীন মানুষের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে এসেছে। তার একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে আমাদেরকে আঠারশতকে ফিরে যেতে হবে। বর্তমান বাংলাদেশের আগের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। দেশটি প্রায় ২০০ বৎছর বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল সেই সময়ে গ্রামীণ উন্নয়নের যে নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

স্থানীয় নিজস্ব সরকার কাঠামো ঔপনিবেশিক সরকারেরই ফলশ্রুতি। ১৮৭০ সালে Lord Mayo অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য একটি resolution প্রকাশ করেন। তাঁর resolution এ স্থানীয় মানুষের কল্যাণ তদারকী এবং সেবা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্ধ, সেনিটেশন, ঔষধ, রিলিফ এবং স্থানীয় পূর্ত কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করা হয়। Lord Mayo ১৮৭০ সালে Bengal Village Chowkidar Act পাস করেন। এই আইনের অধীনে দেশকে ইউনিয়নে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের সীমা নির্ধারিত হয় দশ অথবা বার মাইল। প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে পঞ্চায়েত থাকবে। প্রতিটি পঞ্চায়েতে পাঁচজন সদস্য যারা জেলা ম্যাজিষ্টেড কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। (বর্তমানে ডেপুটি কমিশনার) [১]

১৮৭৮ সালের দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৮৮০ সালে কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। [২]

Lord Ripon ১৮৮২ সালে বিখ্যাত স্থানীয় নিজস্ব সরকার কাঠামোর সাথে বিভাজনকে সম্পৃক্ত করেন । তার এই স্থানীয় নিজস্ব সরকার কাঠামোর তিনটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ-

1. That the policy of financial decenter alienation should be carried to the level of local bodies

2. That the administration of local bodides should be improved

3. That the local bodies should be developed as instruments of political and popular education [3]

---

১) *Rofiqul Islam Human Resource Development in Rural Development in Bangladesh' (Dhaka) National Institute of local government,1990)p-48*

২) *নাসিরউদ্দিন আহমেদ, ড: মোহাম্মদ তারেক, (সম্পা:), উন্নয়ন অর্থনীতি: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী,১৯৯৩), পৃ: ৮৬*

৩) *Rofiqul Islam পূর্বোল্লিখিত পৃ: ৪৮-৪৯*

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮২ সালের বিখ্যাত resolution এর অধীনে ১৮৮৫ সালে স্থানীয় Self Government Act পাশ করা হয়। যার মধ্যে ছিল প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন পরিষদ থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেক সদস্য নির্বাচিত হবেন ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় বাসিন্দাগণের দ্বারা।[৪] ১৮৯১ সালে ইউনিয়ন ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। পল্লী বাসীর ঋণ গ্রস্ততা নিবারনের জন্য ১৯০৪ সালে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।[৫] ১৯০৭ সালে চেয়ারম্যান Lord Hobhouse এর নেতৃত্বে বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন স্থানীয় এবং প্রাদেশিক সরকার কাঠামো গঠন করা হয়। এই কমিশন সুপারিশ করে যে, পঞ্চায়েতের সদস্যদেরকে নির্বাচিত করা হবে এবং পঞ্চায়েতের কার্যক্রমকে বর্ধিত করা হবে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য।১৯১৭ সালে ভারতীয় প্রদেশের সেক্রেটারী ঘোষণা করেন প্রশাসনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সরকারী নীতি গ্রহণ করে নিজস্ব সরকার কাঠামোকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাড়করানো হবে। ১৯১৯ সালে Bengal Village Self Government Act পাশ করা হয়, যা স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো এবং কার্যাদিকে সক্রিয় ভাবে পরিবর্তন করে স্থানীয় ভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে।[৬]

জনগণকে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৯৩০ সালে ' রুরাল রিকনষ্ট্রাকশন ' নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়ে ছিল। এবং গ্রাম্য মহাজন ও জোতদারদের নিপীড়ন থেকে পল্লীর দুঃস্থ জনগণকে রক্ষার জন্য শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক কর্তৃক ১৯৩৮ সালে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে ছিলেন।[৭]

এ ছাড়াও কিছু কিছু সরকারী কর্মকর্তা নিজেদের উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন ঃ

ক) ১৯১৬ সালে গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক পল্লীর যুবকদের সংগঠিত করে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কল্যাণ মূলক কাজের জন্য ব্রতচারী আন্দোলন।

৪। প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৯।

৫। নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, ডঃ মোহাম্মদ তারেক (সম্পাদিত), পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৮৬

৬। Rofiquil Islam, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

খ) ১৯৩১ সালে টি,আই,এম, নুরুন্নবী চৌধুরী কর্তৃক পল্লী মঙ্গল সমিতি গঠন।

গ) ১৯৩৪ সালে এন,এম,খান কর্তৃক স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খনন কর্মসূচী এবং

ঘ) ১৯৩৬ সালে হাফেজ মোঃ ইসহাক কর্তৃক জনগণকে স্বনির্ভর ও সমবায়ী মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলার জন্য গ্রামে গ্রামে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করা হয়।[৮]

ভি- এইড ঃ

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশ যা তদানীন্তন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল, কৃষি তথা পল্লী উন্নয়নের জন্য ১৯৫২ সালে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামবাসীকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদান করার জন্য সমবায় কর্মসূচীর পুনর্বিন্যাস করা হয়। [৯] তখন গ্রামীণ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল কৃষি ও কুটির শিল্প। আর এই দুইটি বুনিয়াদকে মজবুত করার জন্য প্রয়োজন ছিল গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সহযোগিতামূলক শক্তির উজ্জীবন। এর জন্য কাজ শুরু হয় ১৯৫৩ সালে, যখন পাকিস্তান সরকার পঞ্চবার্ষিক পর্যায়ে দেশ ব্যাপী ভি-এইড (গ্রাম কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন) পরিকল্পনার কাজ শুরু করেন। বস্তুত, যে স্থায়ী অসুবিধা গুলির জন্যে গ্রামের জীবন পর্যুদস্ত তাদেরই ভিত্তিতে ভি-এইড কর্মসূচী গৃহীত হয়।[১০]

৮। প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৬

৯। প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৭

১০। হাবীবুর রহমান, মৃত্তিকার আগারণ; (পপুলার পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৪) পৃঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository

ভি-এইড কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো ছিল :

ক) কৃষি,স্বাস্থ্যবিধি, সমবায় ও কুটিরশিল্প ইত্যাদি গড়ে তোলার ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতির সংগে গ্রামবাসীদের পরিচয় সাধন করে যথাসম্ভব দ্রুততার সংগে গ্রামের উৎপাদন ও গ্রামবাসীদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

খ) বিভিন্ন গ্রামে স্কুল, ডিস্‌পেনসারী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি প্রচলিত সংস্থাগুলির শক্তি বৃদ্ধি করে জাতীয় সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করা।

গ) স্বাধীন, সুস্থ ও স্বয়ংপ্রণোদিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিধানের ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের মনে স্বাবলম্বন,গ্রাম নেতৃত্ব ও সমবায়িক মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

ঘ) নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই চিত্তবিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টিসহ বিভিন্ন প্রকার সমাজ কল্যানকর কার্যাবলীর মাধ্যমে উন্নততর জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রামের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি।

ঙ) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যধারায় সহযোগিতা এবং গ্রাম পর্যন্ত সেই কার্যধারা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি।

চ) সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জনকল্যাণ মূলক ভিত্তি রচনা ।[১১]

এই লক্ষ্যগুলি সংশোধনের জন্য মানুষের স্বাবলম্বী মানস চেতনাকে সুষ্ঠু ভিত্তিতে গড়ে তোলার ওপর সবচেয়ে বেশীজোর দেওয়া হয়। সেই সংগে গ্রামীণ নেতৃত্ব গঠন এবং সমবায়িক ও গ্রাম ভিত্তিতে কাজ করা জন্য গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করার ওপরও গুরুত্ব আরোপিত হয়। বস্তুত,পুরো কর্মসূচীটিকেই গ্রামবাসীদের কাজে যথাযথ সাহায্য ও উৎসাহদানের কর্মসূচী হিসেবে গণ্য করা হয়।[১২]

ভি-এইড কর্মসূচীকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা সমূহ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। সংস্থাগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (বর্তমানের ইউ,এস,এ-আই-ডি), ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ইউনেস্‌কো, এশিয়া ফাউন্ডেশন, কেয়ার,(ইউ,এস) এবং চার্চ ওয়ান্ড সার্ভিস (ইউ,এস) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।[১৩]

১১। প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭

১২। প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮

১৩। প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯

Dhaka University Institutional Repository

ভি-এইড্ কর্মসূচী ১৯৬০ সালের প্রথমদিকে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার পল্লী উন্নয়নের দু'টো প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। কিন্তু পল্লীর কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটানোর ব্যাপারে ভিলেজ এইড্ সময়ের পূর্বে নিস্ফল আশার ছাপ রেখে গেছে।[১৪] বিভিন্ন কারণে তখন ভি-এইড কর্মসূচী স্তিমিত হয়ে পড়ে। তার কারণ হলো ঃ

১) লোকাল গর্ভণমেন্টের প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণেতাদের সমঝোতার অভাব ও বহুমুখী সমস্যায় আকীর্ণ গ্রামজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞান ও যথাযথ অভিজ্ঞতার দৈন্যতা।

২) সামগ্রিক উন্নয়নের কার্যতরুর মাধ্যম হিসেবে গ্রাম কাউন্সিল গঠনের ব্যাপারটাকে যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হলেও এই জিনিসটাকে টিকিয়ে রাখার সুস্থ ভিত্তি রচনা করা যে কতো কঠিন তা অনুধাবন করা হয়নি।

৩) যাদের জমির পরিমাণ কম, অথচ যারা নিজের হাতে সেই জমিতে কাজ করে উদর পূর্তির সংস্থান করে থাকে উন্নততর পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রশ্নে কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর কিছু সংখ্যক মানুষই একত্র হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সে চিন্তা যাদের নেই একই গ্রামের অধিবাসী হয়েও তারা উন্নততর কৃষি পদ্ধতির প্রতি আগ্রহান্বিত হবে না। তারা কেবলমাত্র আগ্রহান্বিত হবে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থটি বজায় রাখার প্রশ্নেই। আবার সেই একই গ্রামের ভূমিহীন যেসব চাষীরা বর্গায় জমি চাষ না করলে চলেনা অথবা ঋণের দায়ে যাদের মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে তাদের নিজস্ব সম্পদের আওতায় থেকে নব পদ্ধতিতে চাষ করে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতাই নাই । প্রতিবেশী ধনপতিদের কাছে নিতান্ত বশংবদ থাকা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকে না। অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নে এই বিবিধ সংকটই গ্রাম কর্মীদের বিভ্রান্ত করে। আর সেই বিভ্রান্তির ফলশ্রুতি হিসেবে পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ অর্থনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণের চেষ্টাটি ব্যর্থতারই সম্মুখীন হয়।

ভি-এইড কর্মসূচীর সীমিত সাফল্য ছাড়া এই কর্মসূচী বৃহৎ গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য আর কিছুই করতে পারেনি। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৬২ সালে ভি-এইড কর্মসূচীটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১৫]

কুমিল্লা পদ্ধতি (Comilla Approach) ঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসমষ্টির উন্নয়নের লক্ষ্যে ডঃ আখতার হামিদ খানের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৬০ সনে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ একাডেমীকে সংক্ষেপে বার্ড (BARD) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার দ্বারা কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী গ্রামীণ উন্নয়নের একটি আদর্শ (Model) উদ্ভাবন করে। একে কুমিল্লা পদ্ধতি ও বলা হয়। এ আদর্শের মৌল উপাদান গুলো হচ্ছে ঃ

---

১৪. এম এ সাত্তার, পল্লীর উন্নয়নে পরিকল্পনা পদ্ধতি (দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ১৯৭৬)

১৫. *Rofiqul Islam Op.Cit, p-13*

Dhaka University Institutional Repository

ক) পল্লী পূর্ত কর্মসূচী
খ) থানা সেচ কর্মসূচী
গ) দুই পর্যায়ের সমবায় ব্যবস্থা এবং
ঘ) থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র [১৬]

ক) **পল্লী পূর্ত কর্মসূচী :** পল্লীর অবকাঠামো, যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধ তৈরী, খাল খনন, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ পল্লী পূর্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এটিই একমাত্র পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী যা জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয় এবং এ কর্মসূচীই দেশে গৃহীত পরিকল্পনায় ' নিচ থেকে উপরে ' অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে প্রণীত একমাত্র কর্মসূচী। পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গুলো হচ্ছে -

১) থানা সেচ কর্মসূচী
২) হাজামজা পুকুর পুণঃ খনন
৩) পল্লী হাটবাজার উন্নয়ন এবং
৪) বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ

খ) **থানা সেচ কর্মসূচী :** কৃষি কাজে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার লক্ষ্যে ষাটদশেকের মাঝামাঝি সময়ে দেশ ব্যাপী থানা সেচ কর্মসূচী চালু করা হয়। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল ছোট চাষীদের সংঘবদ্ধ করে যথাসময়ে সমবায় গঠন করা এবং বি,এ,ডি,সি'র সহযোগিতায় পর্যায়ক্রমে অগভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ সেচ প্রকল্প গুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন এবং তদারকের দায়িত্ব পালন করে।

গ) **দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা :** দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রাম ভিত্তিক প্রাথমিক সমবায়ের দ্বারা চাষীদের সংগঠিত করা এবং দ্বিতীয় থানা পর্যায়ে থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন করা। থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ঘ) **থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র :** প্রাথমিক ভাবে উন্নয়ন একাডেমী কুমিল্লায় সমবায় কলেজ ও আটটি সমবায় আঞ্চলিক একাডেমী স্থাপন, স্থানীয় সরকারি ইনষ্টিটিউটসমূহের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের জন্য গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে। একাডেমী গুলো স্থানীয় সরকারের সমবায় ইনষ্টিটিউট এবং কলেজ সমূহ জাতীয় ও অন্যান্য পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। অপরদিকে, থানা কেন্দ্রগুলো গ্রামের আদর্শ চাষী ও সমবায় ম্যানেজার এবং হিসাবরক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে।[১৭]

---

16. *Rural Development Policies And Strategies, ' Report of an Apo Seminar 14th - 27th September, 1993, Islamabad, Patistan, (Asian Productivity Organization Tokyo, 1994) p.151*

17. *Md. Abdul Quddus (Ed), Rural Development in Bangladesh, Strategies and Experiences, (Bangladesh Academy for Rural Development, kotbari, Comilla, 1993), page-115-115*

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা পদ্ধতির প্রধান ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ ঃ (Salient Features of the Approach)ঃ

কুমিল্লা পদ্ধতির প্রধান ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ কে নিম্নলিখিত ভাবে তুলে ধরা হলো ঃ

1. Institutionalization of the whole process of rural development is the key word of the comilla Approachs. The major emphsis in the process is on promoting development and refining various institutions, both public and private and establishing a sound system of interrelationship between and among these institutions .

2. Involvement of both public and private sectors in the process of rural development.

3. Development of a eadre of institutional leaders (namely) manager, model farmer, women organizer, youth leader. Village accountants, etc. in every village to manage their own organisation and sustain the efforts of development.

4. Development of three basic in frastructures administrative physical and organisational for comprehensive development of our rural areas.

5 Priority on decentralized and co-ordinated rural administration. The approach demands complete co-ordination between the officials of goverment departments and between and among the represntatives of peoples Organizations.

6. The models aim at comprehensive development by intigating and co-ordinating various complimentary rural development services and project activities, planning and administrative procedures, relationships and decision making both vertically and horizontally and interaction anong various sub-sectors at the local regional and national levels.

7. Education organisation and discipline are the prime characteristics of the comilla Approach only education can bring about change in the knowledge skill and attitude of the people . The 'atomized' rural families can be reached,motivated and development if they are properly organised. Again, the peoples organisations can not be effective without discipline.

8. The models place heavy emphasis on economic and teehnological factors for building a prosperous and progressive society.

9. Agriculture is the base in an agrarian society and only a stable and progressive agriculture can improve the conditions of the farmers. It can also provide employment to the vast majority of the rural labour force.

10. Involvement of both private and public sector for prompt and steady development of rural areas. [১৮]

---

18 *Ibid, p -119-121*

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী : IRDP

১৯৭০ এর দশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং অধনবাদী পথে উন্নয়ন কাঠামোর সন্ধানে নবতর পরীক্ষা নিরীক্ষার অংশ হিসাবে এ কর্মসূচীর ভিত্তি রচিত হলেও পরবর্তীতে বাজার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরম্ভের ভিত্তি হিসাবে পূর্বতন কৃষি সমবায়ের স্থলে ব্যাপক ভিত্তিক গ্রাম সমবায় সংগঠন সৃষ্টির পদক্ষেপের মাধ্যমেই ১৯৭০ এর মাঝামাঝি থেকে এ কর্মসূচীর প্রকৃত যাত্রা শুরু। ১৯৭৫ - ১৯৮৫ এ সময় পর্যন্ত একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে ১৯৬০ এর দশকে গঠিত কৃষি ও অকৃষি সমবায় সমিতি গুলোকে কেন্দ্র করে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী চালানো হয়। এ সমিতি গুলোকে কৃষির পরিচিত বৃত্ত থেকে আলাদা না করেও কৃষি আধুনিকীকরণের পাশাপাশি হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশু উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প, মহিলা উন্নয়ন , যুবকর্ম, স্বাস্থ্য ,পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা, পল্লী শিক্ষা, বিদ্যুতায়ন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম, পরিবেশ উন্নয়ন, সমাজ সেবা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। মূলতঃ কর্মসূচীভূক্ত কৃষক ও শ্রমিক সমিতি সমূহকে উপরেউল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও পুঁজি সংগঠনের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের পাশাপাশি ধীরে ধীরে সমাজ উন্নয়ন মূলক বিষয় সমূহের উপরেও পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। এভাবে এক দশকে কুমিল্লার অন্ততঃ ১০টি সমিতি গ্রাম পর্যায়ে সার্বিকের সমবায় দর্শনের আলোকে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন সংগঠনে রূপান্তরিত হয়।[১৯]

এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৯৮৬ইং সনে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পটি পরবর্তীতে সম্প্রসারণের জন্যে প্রেরিত হয় এবং ১৯৮৮ সালে কিছু পরিবর্তনের পর প্রকল্পটি জানুয়ারী ১৯৮৯ সন থেকে দুই বছরের জন্য চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হয় এবং ১৫টি সমিতিতে দু'বছর ধরে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে বাস্তবায়নের পর ১৯৯১ সন থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্তভূক্ত হয়। বর্তমান পর্যায়ে চতুর্থ-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে দেশের চারটি বিভাগের ৮০টি গ্রামে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৪০টি গ্রামে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,কুমিল্লা এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অপর ৪০টি গ্রামে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।[২০]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পল্লী উন্নয়ন কৌশলে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল প্রস্তাবনায় দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে উৎপাদন বৃদ্ধিকে এক করে দেখা হয়েছে। কারণ উৎপাদন মুখী কর্মকান্ডের প্রসারের জন্যে প্রয়োজন গ্রামে প্রাপ্ত সম্পদ সমূহের যথাযথ ব্যবহার ও বৃদ্ধির পরিকল্পিত উদ্যোগ।পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ হিসাবে এ কর্মসূচীর মূলতঃ তিনটি প্রধান কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে :

---

১৯. তোফায়েল আহমেদ, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর পটভূমি, নীতি ও কৌশলঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(কোটবাড়ী, কুমিল্লা,১৯৯৩) পৃষ্ঠা ঃ ২০-২১,

20. Goverment of Bangladesh, The Fourth Five Year Plan 1990-95, Ministry of Planning,1990,p.p.VI 8-10,

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ ব্যাপক ভিত্তিক (Broad based) গ্রাম সমবায় সমিতি গঠন। ষাটের দশকে উৎপাদন মুখী সংগঠন হিসাবে গঠিত পৃথক পৃথক কৃষক, শ্রমিক ও মহিলা সমবায় সমিতি সমূহের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার অভিজ্ঞতা সমূহকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আগে একদিকে শুধু জমির মালিক এবং ক্ষেত্র বিশেষে বড় কৃষগণ, অপরদিকে কিছু কিছু দক্ষ ও সুচতুর শ্রমিক নেতা সমিতির সকল সুযোগ সুবিধা একচেটিয়াভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই বর্তমান কাঠামোয় সমাজের সর্বস্তরের সকল পেশার এমন কি মহিলা এবং শিশু কিশোরদেরকেও এ সমিতির কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে ' সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি' নামে একটি ব্যাপক ভিত্তিক উন্নযন সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছে। যার অভিষ্ট লক্ষ্য একটি গ্রামের সকল পরিবারকে সদস্যভূক্ত করে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে কর্মসূচী গ্রহণ করা । এ সংগঠন গুলোর স্থায়ীত্বের জন্যে গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদিকে অব্যাহত রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের নিরন্তর প্রচেষ্টা অপরদিকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে গ্রামে বিনিয়োগ যোগ্য পুঁজি সংগ্রহ করে সমিতি সমূহকে আর্থিকদিক থেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। ইতিমধ্যে কিছু কিছু সমিতিতে শতকরা একশত ভাগ পরিবারকে সদস্য ভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং কুমিল্লা অঞ্চল ভূক্ত সমিতি সমূহ নিজস্ব পুঁজি ব্যবহার ও বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ সদস্যের ঋণ চাহিদা মিটাতে সক্ষম হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত ঃ সমিতির সকল উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন জাতিগঠন মূলক ও সেবাদানকারী বিভাগ সমূহের সেবা ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংগতি পূর্ণভাবে করা হয়। কারণ থানা পর্যায়ের জাতি গঠন মূলক বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সাথে গ্রাম সমিতির কার্যক্রমকে সমন্বয়ের একটি কার্যকর কাঠামো সৃষ্টি এ কর্মসূচীর একটি প্রধান লক্ষ্য ও কৌশল। সনাতনী সংগঠন গুলোকে এড়িয়ে গিয়ে নতুন সংগঠন করতে গেলে দুই সংগঠনই কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলে। তাই এ সমন্বিত প্রক্রিয়ায় বিগত বছর গুলোতে কাজ করার ফলে প্রকল্পভূক্ত গ্রামগুলোতে সরকারী সেবাদান ও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত বিভাগ গুলোর সাথে গ্রামের ব্যবধান হ্রাস পাচ্ছে এবং সরকারী সেবাসমূহ দক্ষতার সাথে গ্রহণ করার একটি কার্যকর গ্রহণকারী ব্যবস্থা তৃণমূল পর্যায় থেকে গড়ে উঠছে।[২১]

তৃতীয়ত ঃ প্রত্যেকটি গ্রাম সমিতিকে নিজ নিজ গ্রামের কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী, গবাদি পশু, কুটির শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, বিদ্যুতায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ গ্রামের সার্বিক প্রয়োজন ভিত্তিক একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রণোদনা দেয়া হয়। এ পরিকল্পনাটি সুষ্ঠু সুন্দর ও বাস্তব মুখী করার জন্য প্রকল্পভূক্ত প্রত্যেকটি গ্রামে ব্যাপক জরিপের ভিত্তিতে ' পারিবারিক তথ্য সিডিউল ' এবং সে পরিবার ভিত্তিক তথ্য সমূহকে একত্রিত করে ' গ্রাম তথ্য বই ' তৈরী করা হয়। এ তথ্য বই এ গ্রামের সকল সম্পদ সমূহকে চিহ্নিত করা হয়। যাতে পরবর্তীতে সে সম্পদ সমূহকে ভিত্তি করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দর্শনে যে বিষয়টি প্রাধান্য পায় তা হচ্ছে অভাব ও দারিদ্র্য এবং সমস্যা ও সংকট। অর্থাৎ সকল ' নাই ' সমূহকে চিহ্নিত করে শুরু হয় প্রকল্প প্রনয়ণ।তাই বাইরে থেকে সম্পদের যোগানই প্রকল্প সমূহের মূখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।সর্বিক গ্রাম উন্নয়ণ প্রকল্প গ্রামে কি কি আছে তার উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়।[২২] সার্বিক গ্রাম উন্নয়ণ প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো একটি ছকে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২

২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.১ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর সাংগঠনিক কাঠামো [২৩]

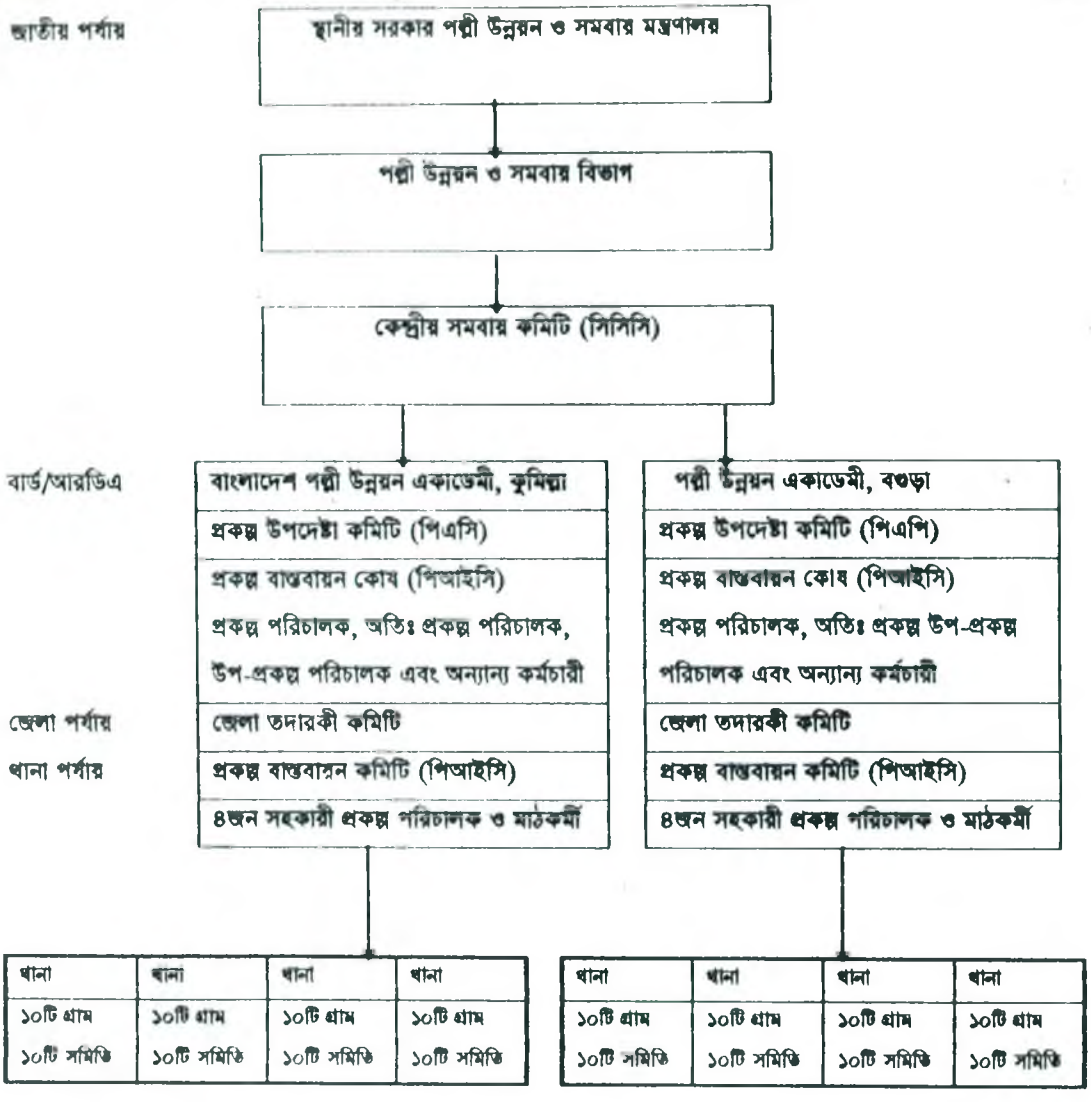

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৫

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচী : Rural Works Programme (RWP)

১৯৬১ সালের মাঝামাঝি সময়ে **Rural Works Programme** কর্মসূচী চালু হয়। এই কর্মসূচীর প্রাথমিক প্রকল্প কুমিল্লা বার্ড (BARD) কর্তৃক ১৯৬১-৬২ সালে কুমিল্লার কোতয়ালী থানায় পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হয়। পূর্তকর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল রাস্তাঘাট তৈরী ও মেরামত, খাল খনন, সেতু ও পুল তৈরী এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।[২৪] পল্লী পূর্ত কর্মসূচীতে মন্দা মৌসুমে গরীবদের জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়।[২৫] কিন্তু এই কর্মসূচী স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে আইউব খানের পক্ষে নেয়ার জন্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পল্লী পূর্ত কর্মসূচী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে এ কার্যক্রম দুর্নীতির বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়েছিল। গ্রামবাসীর ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচী কোন সফল পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি।[২৬] স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থহীন এই কর্মসূচী প্রত্যাখান করা হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালে পল্লীর জনগণকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ভাগ্যউন্নয়নের জন্য পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর অনুরূপ কর্মসূচী নেয়া হয়।তখন থেকে কিছু পল্লী পূর্ত কর্মসূচীতে সাহায্য দান কারী সংস্থা পুনরায় **Intensive Rural Works Programme (IRWP)** তে সাহায়তাদানে এগিয়ে আসে। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সরকার তিনটি Scandinavian সাহায্য সংস্থা **DANIDA, NORAD** এবং **SIDA** এর সহযোগিতায় **Intensive Rural Works Programme (IRWP)** চালু করে। দেশব্যাপী পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর সহায়তায় **Intensive Rural Works Programme (IRWP)** পাঁচটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে চালু হয়। উদ্দেশ্য গুলো হলো ঃ-

1. Increase short term and long term employment
2. Improve infractruchture
3. Raise agricultural production
4. Institution building and
5. Reduce inequality.[27]

---

২৪. *Md. Abdul Quddus, পূর্বোল্লিখিত পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮*

২৫. *মাহবুব হোসেন, বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির সাম্প্রতিক উন্নয়ন ধারা, (বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা ৬ষ্ঠ খন্ড বার্ষিক সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯) পৃ: ২০*

২৬. *খালেদা সালাউদ্দিন, গ্রামোন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, (উন্নয়ন বিতর্ক, তৃতীয় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা মার্চ-জুন ১৯৮৩), পৃ:২৯*

২৭. *Md. Abdul Quddus পূর্বোল্লিখিত পৃষ্ঠা ১৭৮*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫ সালের অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস মূল্যায়ন করে দাতা সংস্থা গুলো লক্ষ্য করেন, RWP কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেনি, কর্মসংস্থানের লক্ষ্য মাত্রাও নিম্নস্থ এবং টার্গেট গ্রুপের আয় বৃদ্ধির কার্যক্রম সাফল্য লাভ করেনি। মূল্যায়ন মিশন বিভিন্নদিক পর্যালোচনা করে IRWP এর প্রয়োগের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে যে ফলাফল প্রকাশ করেন তাতে IRWPএর পরিবর্তে Rural Employment Sector Programme (RESP) চালু করার উপর মতামতদেন Rural Employment Sector Programme এর চারটি প্রধান হচ্ছে-

1. Gowth Centres
2. Feeder Roads
3. Water Schemes and
4. Production and Employment Projects (PEP) [২৪]

Rural Employment Setor Programme (RESP) সুদুর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত হয়। RESP কার্যক্রম গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা নেয়া হয়। RESP কে দুইটি কর্মসূচীর সাথে সমন্বয় করা হয়। সেগুলো হলো ঃ

a. Production and Employment Project (PEP) and
b. Infrastructure Development Project (IDP)

দুইটি প্রকল্পই এমন ভাবে নেয়া যাতে তারা তাদের সহযোগী প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগিতা পায়। এই প্রতিষ্ঠান গুলো হলো ঃ

a. Bangladesh Rural Development Board (BRDB) and
b. Local Government Engineering Bureau (LGEB) [২৯]

সারণী ঃ ৩.২ পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর আকার [৩০]

Year	Approved Expenditure (M.Taka)	Estimated Actual Expenditure (M.Taka)	Approved Expenditure as% of ADP	Approved Expenditure as of % GDP
1977	249	225	2.04	0.24
1978	212	49	1.66	0.16
1979	320	227	2.18	0.22
1980	350	n/a	1.71	0.21
1981	336	,,	1.42	0.17
1982	394	,,	1.31	0.17
1977-82			1.72	0.20

Source : World Bank (1982)

---

২৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৯

২৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৯

৩০. *Rofiqul Islam ,1990 op. cit, p-15*

Dhaka University Institutional Repository

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী : (**Food for Work Programme)**

Food for Work Programme ১৯৭৫ সালে প্রথম চালু হয়। FFWP কর্মসূচী গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কর্মহীন মৌসুমে কর্মসংস্থানের জন্য চালু হয়। FFWP কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঃ

1) Budgtary support to the GOB for the Development of rural infrastructure in the field of land and water development in order to in crease agricultural production and to reduc damages induced by natural calamities in the agricultural sector.
2) Income transfer to rural workers though the payment of wages.
3) Providing employment to the rural population during the lean agricultural season and
4) Stabilizing food grain prices and ensuring maintenance of security stock levels in the public foodgrain distribution system(PFDS),[31]

FFWP কর্মসূচীর একটি বৃহৎ দায়িত্ব বর্তায় Bangladesh Water Development Board (BWDB) র উপর। ১৯৭৫ সাল থেকে WFP সংস্থা BWDB কে সহায়তা প্রদান করে আসছে। FFWP কর্মসূচীটি হলো জনগণের জন্য অপরিহার্য কর্মসূচী। এই কর্মসূচী স্বতন্ত্রতা ছিল (a) Its Seale (b) The payment of wages entirely in food - পরবর্তী বৎসর দ্বিতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয় Vulnerable Group Feeding (VGF) কর্মসূচী যা রিলিফ কর্মসূচী হিসাবে গম বা অন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের মাধ্যমে পুর্নবাসনের মাধ্যমে। ১৯৮৫-৮৭ সালের মধ্যে এই কর্মসূচী Vutnerable Group Development (VGD)হিসাবে নামকরণ করা হয়। VGD কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল (a) to provide income transfer to the female beneficiaries (b) to create income genervating opportunities combined with savings and credit.

---

[31]. *Md Abdul Quddus(ed,), op, cit, p.p 179-180*

Dhaka University Institutional Repository

(III) to create income generating capacity and capability of the beneficiaries and

(IV) to convey basic health and food related information to beneficiaries to increase their food intake.[32]

স্থানীয় সরকার কাঠামোর মাধ্যমে VGD কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পরে রিলিফ মন্ত্রণালয়ের উপর। ১৯৮৮-৮৯ সালে দুইটি কর্মসূচীকে এক করে Rural Maintenance Programme (RMP) করা হয় যা মানুষের কাজের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। এই কর্মসূচীটি কানাডার সহযোগিতায় CARE এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। অন্য দিকে World Food Programme (WFP) European Economic Community (EEC), UK/DDA, SAID/CARE, DANIDA, NORAD, SIDA এর সহযোগিতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়।[৩৩]

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী লাভবান হলেও দীর্ঘমেয়াদী যে প্রত্যাশা ছিল তা সম্পূর্ণ ভাটা পরে যায়। (সারণী-৩.৩) যে সমস্ত কারণে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেনি তার কয়েকটি সমস্যা এবং Issues নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ-

1) Under payment of FFW labourers are on the increase. It was revealed from a study carried out by the Bangladesh Brreau of statics that nearly 25.0 percent labourers were paid cash money instead of wheat, which is a violation of existing procedure. Surprisingly, more than 30 percent of the labourers do not know about their wage rate and a large number of them (43.12%)do not get, their wage as per rate.This is a great drawback in the food aided programmes of Bangladesh. Besides, various irregularities were observed and WFP was bound to recommend 133 Schemes for Cancellation and 46 Schemes for suspension in 1989-90 . In addition,106(4%) schemes were recommended for canecllation and 7 for suspension in 1989-90.[34]

2) Although the decisions on the selection of projects are in theory taken by the up chairman as members of the Upazila parishad but it has been found that in practies it is the officers particularly the UNO who makes the decision and then manages to get them approved in the meetings.Thus the projects acutually selected turn out to be those which the UNO and his administration want selected. Perhaps after his replacement of the present Upazila Parishad by The UNO's the possibility of Participatory process may take reverse turn.

---

32. I bid, p.p 180-181

33. I bid, p. 181

34. World Food Progamme , Food for Works Programme (Monitoring Report) (Dhaka, World Food Programme, 1991) p. 7

Dhaka University Institutional Repository

There is virtually no formal institutional framework for the routine and periodic maintenance of rural infrastructure except CARE monitored RMP and WFP monitored PMR and other sporadic don or funded programmes. While non-governmental maintenance efforts are making considerable head way in recent years governmental maintenance efforts remained very poor in the sphere of rural infrastructure.

4) It is also observed that the effects of multifarious organisation (in respect of RMP) at the Upazilalevel are not properly Co-ordinated. In most cases they take to piece meal approach unless centrally directed. In many instances,this results in proliferation of efforts with resultant wastage.

5. According to a study FFW is acting as a powerful instrument to keep the local political system. This is evident in a number of ways, First the uzp and up Chairman and member have a tendency to accumulate enough personally for their own survival. Second in order to get the highest possible amount of wheat allocated for schemes in their own Unions the Up chairman spent a considerable amount of time at the Upazila Complex instead of working on developmet activities at home .Third at present this FFW programme provides the main financial source of political patronage in both national and local polities. Political support is bought by wheat and misappropriation is part of the deal.This is nothing new in Bangladesh politices,the old Rural Works Programme for many years maintained the same function.

6. Of the four main sources of funds to the Upazila there (IDP/AUDF/SFFW)are handled by the Upazila Engineer (UE) wheares the largest programme
FFW is handled by the project Implementation officer(PIO) As regards schame selection there seems to be no co-ordination between FFW and other programmes.During implementation Cooperation between the UE and POI hardly exists.

Dhaka University Institutional Repository

7. In case of FFW projects by their very nature it is not possible for the bureaucracy to plan and execute innumerable schemes at the village level labour payment in kind makes the engagement of contractors some times impracticable and responsibility for disbursing wheat to the workers rests with local projects implementation committes,Wheat can still be sold by the committee and converted to cash to facilitate misappropriation.Once again experience confirm that local government institutions are to far removed from the village poor to ensure that development projects will address local needs.

8. Rural works programme are not likely to benefit the rural poor directly participation of representatives of the landless in project committes makes little differences given the broader social hierarchy and the prevailing patron client relationship's. A DANIDA study concluded that in none of the programmes target groups were found involved in project planning or were represented on project committes .The poor donot benefit from infrastructure improvents to the extent of those who own land transport and the productive assets.

9. There is no regular programme for maintenance of completed works,as a result the useful life of roads in not more than one or two years and their development inpact is uncertain.This has also resulted in most flood control drainage and irrigation projects not yielding their full potential and the expected benefits of improved crop production, Increased economic activity was not realized .

9. RWDR realies on external consultants for preparation of feasibility reports.This is not possible in the case of FFW programme because of the practical impossibility of funding such consultancy contracts.The creation of own possibilities of handling and design of the FFW programme has proven essential.[35]

---

35. *Md. Abdul Quddus A (ed) op, cit, p.102-184*

Dhaka University Institutional Repository

11. The use of environmentaly sound methods in the conclption of the schemes implemented under FFW, such as biological protection the analysis of the probable environmental impacts are all components of new areas of concern.[36]

সারণী-৩.৩ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী [37]

Year	Wheat utilised (1000 tons)	Employment Created		
		Potential Mandays	Estimated actual * a	Estimated actual workers benefitted*b (1000)
1975	45	12,060	9045	75
1976	n/a	-	-	-
1977	160	42,880	32,160	268
1978	204	54,672	41,004	342
1979	280	75,040	56,280	469
1980	280	75,040	56,280	469
1981	272	72,898	54,673	456
1982	317	84,956	63,717	531

* a Assumes food losses at 25%

b Assumes on an average a worker works for 120 days in the season

source :- World Bank 1983.

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য বরাদ্ধকৃত গম বিভিন্ন কর্তাব্যক্তি এবং গ্রামীণ ক্ষমতাবানদের মাধ্যমে অধিকাংশ বরাদ্ধকৃত গম প্রকৃত শ্রমিকের নিকট পৌঁছত না। এই সম্পর্কে Elizabeth Marum সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখ করেন : Interviewing project officials proved to be extremely difficult. In many cases their responses were inconsistent and evasive and their estimates of worker attendance were considerably intlated"[38]

---

36. I bid, p. 184

37. Rofiqul Islam, op. Cit, p.19

38. M. Elizabeth Marum, Women in Food for Work in Bangladesh. US AID, (Dhaka 1981) P-112.

Dhaka University Institutional Repository

স্বনির্ভর আন্দোলন (Swanirvar Movement) ঃ

স্বনির্ভর কথাটির অর্থ হচ্ছে নিজের উপর নির্ভর করা। অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী বা পরনির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মানেই হচ্ছে স্বনির্ভরতা। গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নয়নকে কেন্দ্র করে স্বনির্ভর আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা, দীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষকে মুক্ত করার জন্য বৃটিশ আমল থেকেই বিভিন্ন সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ চেষ্টা করে আসছে। এ প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্টরা হলেন এ.টি.এম নুরুন্নবী চৌধুরী, শ্রী গুরু সদয় দত্ত, হাফিজ মোহাম্মদ ইসহাক, ডঃ আখতার হামিদ খান, মাহবুব আলম চাষী ও আরো অনেকে।

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা লাভের পর এ সকল মহান কর্মীদের কাজের প্রক্রিয়া ও সুফলগুলো প্রয়োগ করে প্রথমে সমবায়ের মাধ্যমে, পরবর্তী পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় কিছু কিছু গ্রামে গ্রামবাসীদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় গ্রামের প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সর্ব শ্রেণীর মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলে। সরকারের স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থায় কর্মরত কিছু সংখ্যক কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা এবং জেলা প্রশাসনের পরোক্ষ পৃষ্ঠ পোষকতায় স্বনির্ভর কর্মকান্ড প্রসার লাভ করে।

১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশের জনগণের মধ্যে যা নাই তার অপেক্ষা না করে যা আছে তাই নিয়ে কাজ শুরুকরার এক গণজাগরণ দেখা দেয় । এ গণজাগরনের সূত্রপাত হয় বার্ড এর উদ্যোগে স্থানীয় প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় কুমিল্লার কোতোয়ালী থানায় 'বন্যা-উত্তর গ্রাম পুনর্গঠন' নামে এক কর্মসূচীর মাধ্যমে । অল্প সময়ের ব্যবধানেই প্রকল্পটি 'সবুজ কুমিল্লা' নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এ কর্মসূচীর জনপ্রিয়তাকে অনুসরণ করে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা হয়। যেমন- ' সোনালী চট্টগ্রাম' শ্যামলী সিলেট, 'অগ্রণী রাজশাহী' রূপালী রংপুর' এবং 'স্বনির্ভর ঢাকা' । ১৯৭৫ সাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচীকে সমন্বয় সাধন করে স্বনির্ভর বাংলাদেশ নামে একটি জাতীয় সংগঠন তৈরী করা হয় । তখন থেকেই স্বনির্ভর আন্দোলন জনগণের জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয় । [৩৯]

---

৩৯. এ,এইচ,এম নোমান, স্বনির্ভর আন্দোলন, পৃঃ- ৯

Dhaka University Institutional Repository

স্বনির্ভর বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মসূচী:

১। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী: সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী মূল ৫টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে যথা:

(ক) সংগঠন ও কর্মসৃষ্টি : বর্তমানে স্বনির্ভর বাংলাদেশের ১৩৭ টি থানায় সংগঠন ও কর্মী সৃষ্টির কাজ চলছে।

(খ) সার্বজনীন কাজ: যেমন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রাস্তা ও পুকুর সংস্কার ইত্যাদি।

(গ) কর্মসংস্থান: সঞ্চয় , আয়মূলক প্রকল্প , ঋণ কর্মসূচী ইত্যাদি ।

(ঘ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

(ঙ) গণশিক্ষা।

২। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী : গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষদের স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য কোন জামানত ছাড়া ব্যাংক ঋণের সুযোগ পৌঁছে দেয়া এ কর্ম সূচীর প্রধান লক্ষ্য । বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত এ প্রকল্পের মাধ্যমে ০.৪ একরের নিচে যাদের জমি রয়েছে তাদেরকে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত স্থানীয় ব্যাংক গুলো এ ঋণ প্রদান করে থাকে এবং স্বনির্ভর সেচ্ছাসেবকগণ (ঋণ সহযোগী) কৃষকদের এ ঋণ পেতে সহায়তা করে থাকে। এ কর্মসূচীর অধীনে জুন ১৯৮৬ পর্যন্ত ৭৫টি থানার ১৭৩ টি ইউনিয়নের ৮,৭৩৭ টি গ্রামে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ।

(৩) পরিবার পরিকল্পনা: পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধকরনের ব্যবস্থা রয়েছে । স্বনির্ভর ঋণ গ্রহণকারীদের পরিবার পরিকল্পনা বাধ্যতা মূলক বলে এ কর্মসূচী যথেষ্ট সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ পর্যন্ত পরিচালিত বিভিন্ন মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, যেখানে জাতীয় ভিত্তিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪ সেখানে স্বনির্ভর এলাকার এ হার মাত্র ১.১৯ ভাগ।

(৪) গণশিক্ষা: জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশরে গণশিক্ষা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। স্বনির্ভর এলাকায় নিরক্ষরতামুক্ত জনসংখ্যার হার শতকরা ৪৮ ভাগ আর জাতীয় ভিত্তিতে এ হার মাত্র ৩২ ভাগ। ১৯৮১ সালে গণশিক্ষার যে ১৪৯ টি জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় তারমধ্যে ১৪২ টি পুরস্কার লাভ করেছেন স্বনির্ভর এলাকার জনগণ।

(৫) কৃষি শ্রমিক ও বৃক্ষরোপণ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং দেশকে জ্বালানি সংকট থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ বনবিভাগের সহায়তায় এ পর্যন্ত ১,৫৪১

Dhaka University Institutional Repository

জন কৃষি শ্রমিককে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষনের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং স্বনির্ভর এলাকায় এ কর্মসূচী নিয়মিত অনুসরনের কাজ চলছে।

(৬) মহিলা কল্যাণ কর্মসূচীঃ স্বনির্ভর এলাকায় মহিলাদের নেতৃত্ব বিকাশ, দক্ষতা অর্জন , সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা' পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, স্বনির্ভর ঋণের ব্যবস্থা, হাঁস-মুরগির চাষ , পুষ্টি জ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৌমাছির চাষ প্রভৃতি বিষয়ে এপর্যন্ত মোট ৬৫,০০০ মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ আশানুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৭) প্রকাশনা ও তথ্য মিডিয়াঃ এর মাধ্যমে 'স্বনির্ভর সংবাদ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে । এই পত্রিকার সাহায্যে স্বনির্ভর কর্মসূচীর সফলতা, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কর্মসূচী জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া সহজ হয়। পত্র পত্রিকা , বেতার, টেলিভেশনের মাধ্যমে প্রচার করার কাজটিও এ সেলের দায়িত্ব ভূক্ত।

(৮) যুব কল্যাণ কর্মসূচী : যুব কল্যাণ কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে যুব শক্তিকে স্বনির্ভরতা অর্জনের কাজে যথাযথ ব্যবহার করা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর , এসকাপ (ESCAP) জাতিসংঘ প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে যুবকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ও মানবিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

(৯) স্বনির্ভর ওয়ার্কার্স ট্রাস্ট : স্বনির্ভর কর্মী , বদান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত চাঁদা বা অনুদান, ঋণ গ্রহীতাদের দেয় ৩০% ট্রাষ্ট ফি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদী হিসাব থেকে প্রাপ্ত সুদ বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত টাকায় লভ্যাংশপ্রভৃতি অর্থ দিয়ে এ ট্রাস্ট গঠিত। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বনির্ভর কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং গ্রামগুলোকে পুরস্কৃত করা, কর্মী ও কর্মী পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করা, জনহিতকর কাজে সহযোগিতা প্রদান এবং স্বনির্ভর কর্মীদের আয়মূলক প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা করা হয়ে থাকে।

সমবায় : (Co-operative)

বৃটিশ ভারতে এদেশের কৃষকরা ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়েপড়ে। এ অবস্থার নিরসনে মাদ্রাজ সরকারের অধীনে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ফ্রেডারিক নিকলসন ১৮৯৫ সালে এক রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি এই রিপোর্টের মাধ্যমে দেশের কৃষিও গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমস্যাবলী দূর করার উপায় হিসাবে জার্মানির 'রাইফিজেন' ধরনের গ্রামীণ সমিতি গঠনের

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ করেন। নিকলসন সমবায় সমিতি গুলোকে নিছক লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নয়, বরং সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের প্রানকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

নিকল্‌সনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি বিষয়ক আইন প্রণয়ন করা হয়। একই বছর সারাদেশে ব্যাপক সংখ্যক কৃষি ঋণদান সমিতি গড়ে ওঠে। ১৯১২ সালে এ আইন সংশোধন করে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক স্থাপন এবং অ-কৃষি ক্ষেত্রেও সমবায় সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে সমগ্র দেশে সমিতির সংখ্যা আরো দ্রুত বাড়তে থাকে । তবে সমিতিগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারক, হিসাব সংরক্ষণ, অডিট, প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্ব সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এসব সমস্যা সমাধান কল্পে ১৯১৫ সালে ' ম্যাকলেগান কমিটি' এবং ১৯২৬-২৭ সালে 'কৃষি বিষয়ক রাজকীয় কমিশন' মূল্যবান সুপারিশ প্রদান করে।[৪০]

১৯২৯ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা এক লক্ষের অধিক, সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪২ লক্ষ্য এবং কার্যকরী তহবিল প্রায় ৯০ কোটি টাকায় উন্নীত হয় । ১৯২৯-৩৪ সালের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দার দরুন কৃষিপন্যের দাম কমে যাওয়ার ফলে কৃষকগণ সমিতির ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। অর্থনৈতিক মন্দার নির্মমতা ও ১৯৩৫ সালের বংগীয় কৃষি খাতক আইন অনুসারে অন্যান্য ঋণের সাথে সমবায় ঋণকে ঋণ সালিসী বোর্ডের আওতাভুক্ত করার ফলে অনেক সমিতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সদস্যদের কাছ থেকে সম্যক ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়। ১৯৪০ সালে বংগীয় সমবায় সমিতি বিষয়ক আইন প্রনয়ন, ১৯৪৪ সালে " গ্যাডগীল কমিটি" এবং ১৯৪৫ সালে 'সরাইয়া কমিটি ' এ উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের সুস্থ বিকাশ ও পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে। তা সত্বেও ১৯১০ সালে সমিতির সংখ্যা ১২ হাজার থেকে ১৯৪৬ সালে ১৭৪ হাজারে বৃদ্ধি পেলেও আন্দোলন তৎপরতা বিভাগীয় পর্যায়েই সীমিত থাকে।

---

৪০. *মনির উদ্দিন আহম্মদ, সমবায় গ্রাম বাংলা, (ঢাকা-আহমদ পাবলিকেশন, ১৯৮৭) পৃঃ ৯*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে প্রথম এদেশে উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খানের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় সমবায় সমিতির প্রসারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচীত হয় । ফলে ১৯৭২ সালের হিসাব অনুযায়ী এদেশে ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০,২০০ এ। আমাদের দুর্বল অর্থনীতি এবং গ্রামীণ দরিদ্র পেশাজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন ও তাদের সংগঠিত করতে সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

দেশ বিভাগের পর বিশেষ করে ১৯৬০ সন থেকে ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সমবায় ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সমবায় পদ্ধতি ও কর্মকান্ড বিভিন্ন আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন, সমবায়ীদের জন্য ঋণ সংগ্রহ ও সদস্যদের মধ্যে ইহার সুষ্ঠু বিতরণ, উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ, উৎপাদিত পন্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইহার বাজারজাত করণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এদেশে দীর্ঘ দিন যাবৎ সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। ব্যাংক , বীমা , পাটকল, মিল্কভিটা সিনেমা হল , হীমাগার, আধুনিক প্রেস প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ছোট বড় হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান আজ সমবায়ীদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। [৪১] বিত্তহীন, ক্ষুদ্র কৃষক মধ্যবিত্ত চাকুরে, শ্রমজীবি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন পেশার বৃহৎ অংশ সমবায় ব্যবস্থার মাধামে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে । [৪২]

---

৪১. শাকির উদ্দিন আহম্মদ, বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ঢাকা, পৃঃ ৫

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যে চারটি সংস্থা আছে যথাঃ

(i) Bangladesh Rural Development Board (BRDB)

(ii) The Department of Co-operatives (DOC)

(iii) Bangladesh Rural Development Academy (BARD) Comilla.

(iv) The Rural Development Academy (RDA) , Bogra.

অন্যদিকে আরো সরকারী ও বেসরকারী অনেক সংস্থা গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে জড়িত সেগুলো হচ্ছে যথাঃ

(1) Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)

(2) Bangladesh Water Development Board (BWDB)

(3) Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC)

(4) Local Government Engineering Bureau (LGEB)

(5) Department of Women's Affairs (DWA)

(6) Department Of Youth (DOY)

(7) Department of Social Services (DSS)

(8) Bangladesh Handloom Board (BHB)

(9) Bangladesh Secretaril Board (BSB) ইত্যাদি ।[৪৩]

সমবায়ের সূচনা লগ্নে ইহা কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল কৃষি , ব্যাংক , এবং কনজিওমার সমবায়ের মধ্যে । কিন্তু নতুন আইনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে ইহা সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে পরিচালিত করে। যেমন, কৃষি , ব্যাংকি, ব্যবসা, শিল্প, পরিবহন, মৎস, গৃহায়ণ, মিল্ক প্রস্তুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প, মহিলা সমবায় এবং আয়বৃদ্ধি কার্যক্রম দরিদ্র জনসাধারণের জন্য।[৪৪]

বিভিন্ন সমবায়ের কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১) কৃষি সমবায়ঃ (Agricultural Co-operatives)

কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র কৃষককের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ঋণ দেয়া হয়। এই ঋণমূলত শস্য, বীজ, সার কীটনাশক ঔষধ ও জ্বালানীর জন্য দেয়া হয়। কিন্তু এই ঋণ দরিদ্র কৃষকের জন্য যথোপযুক্ত ছিল না।[৪৫]

---

৪৩. *Md. Abdul Quddus, (ed), op.cit,pp-237-238*

৪৪. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮-২৩৯*

৪৫. *Mohammad Mohiuddin Abdulla, Rural Development in Bangladesh and prospects (Fatema art press, Dhaka-1979) p.90*

Dhaka University Institutional Repository

২) কৃষি সমবায় সমিতি : (Krishi Samabaya Samity K.S.S)

থানা ইরিচাষ কর্মসূচী বাংলাদেশের ১২ টি জেলায় চালু করা হয় ১১৬৮-৬৯ সালে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্রামের কৃষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে পাওয়ার পাম্প এবং ঋণ বিতরণ করা হয়। কৃষি সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যছিল ঋণের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি তৈরী করা, ইরিচাষ, বীজ সরবরাহ এবং সারের সরবরাহের মাধ্যমে। থানা ইরিচাষ কর্মসূচী সমবায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে উন্নতপদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। মূলতঃ BADC এবং BWDB এই ক্ষেত্রে যৌথভাবে অবদান রাখে।[৪৬]

(৩) ভূমি বন্ধক সমবায় ব্যাংকঃ (Land Mortgage Co-operative Bank)

ভূমি বন্ধক সমবায় ব্যাংক ১৯২০ সালে প্রতিস্ঠা করা হয়। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষকের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের উদ্দেশ্য ছিলঃ

(i) কৃষি জমির উন্নয়ন

(ii) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং

(iii) ঋণ পরিশোধ।

(৪) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ (Bangladesh Samabaya Bank Ltd.)

সাধারণ কৃষি সমবায়ের মধ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ হচ্ছে শীর্ষস্থানে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর অধীনে ৪৩৬ টি সমবায় নিবন্ধন করে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কৃষি ঋণ এবং প্রকল্প ঋণ হিসাবে ছোট ছোট ইন্ড্রাষ্টি যেমন, রাইসমিল, ষ্টাওয়ার মিল, স'মিল, হান্ডলুম, দুগ্ধ প্রস্তুত কারক, সুপার মার্কেট তৈরী এবং পরিবহন খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে।

(৫) বাংলাদেশে সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ (The Bangladesh co-operative Marketing Society Ltd.)

বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ CCMPS/UCMPS এর একটি শীর্ষস্থানীয় সংস্থা। ইহা ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উন্নয়ন স্কীম এর অধীনে "Co-operative Marketing and credit structure শিরোনামে । কৃষি ঋণের সাথে সম্পৃক্ত রেখে কৃষির মাধ্যমে উৎপাদিত এবং গ্রামীণ মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) বাংলাদেশ মার্কেটিং সোসাইটি : (BMS) (Bangladesh Marketing Socioty)

বাংলাদেশ মার্কেটিং সোসাইটির অধীনে ১৫৬ টি সেকেন্ডারী সমবায় সমিতি নিবন্ধন গ্রহণ করে। BMS এর অধীনে চারটি কোল্ড ষ্টোরেজ এবং চারটি ধান মাড়াইয়ের মিল আছে। BMS এর ভূ-সম্পদ অর্জন করেছে ৫,০০,০০,০০০ টাকা। BMS ২টি কোল্ড ষ্টোরেজ পরিচালনা করছে যার কেপাসিটি হচ্ছে ১০০০ টন। বাংলাদেশ মার্কেটিং সোসাইটি মতিঝিলে একটি বিক্রয় কেন্দ্র খুলেছে।

(৭) বাংলাদেশ দুধ প্রস্তুতকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (Bangladesh Milk Producer's Co-operative Union Ltd.) বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় দুধ প্রস্তুত কারীরা দুধের ন্যায্য মূল্য পেতনা ফলে মানুষ অধিক দুধ উৎপাদনে নিরুসাহী ছিল । দুধের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার এবং মধ্য সত্ব ভোগীদের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষে বাংলাদেশ দুধ প্রস্তুত কারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ গড়ে উঠে । বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঁচটি ডেইরী প্লান্ট দুধ প্রসেসিং এর জন্য বাংলাদেশ দুধ প্রস্তুতকারী সমবায় ইউনিয়নের আছে। এই প্লান্ট গুলো পরিচালনার জন্য DANIDA কারিগরী সাহায্য প্রদান করেছে। এই সমবায় ইউনিয়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত উপার্জন করতে পারে এবং ভূমিহীন দারিদ্র্য মানুষ জাতীয় পুষ্টি সমস্যার সমাধান করেছে।[৪৭]

(৮) মৎস সমবায়ঃ (**Fishermen Cooperative**)

গ্রামীণ বাংলাদেশের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম পেশাজীবি গোষ্ঠী হচ্ছে মৎষ জীবি। মাছ খাদ্য এবং আমিষের অভাব দূর করে। মাছ হচ্ছে আমিষের প্রধান উৎস। সুতরাং আমাদের জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হচ্ছে মৎস উৎপাদনকারীরা। বাংলাদেশের মৎষ জীবিরা খুব দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং বিচ্ছিন্ন । সুতরাং তারা মিডেলম্যানদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে । মৎষ জীবিরা মাছ উৎপাদন এবং মিডেলম্যানদের দ্বারা শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মৎষজীবিরা সংগঠিত হয়ে মৎষ সমবায় সমিতি গঠন করে।

---

৪৭. I bid, p-243-247

Dhaka University Institutional Repository

(৯) হ্যানডিক্রাফট সমবায়: (Handicraft Cooperatives)

কারিগররা হচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে শোষিত গোষ্ঠী । কিন্তু হ্যানডিক্রাফট হচ্ছে বাংলাদেশের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী শিল্প। কারিগররা কখনোও তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। কিন্তু তারা তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সঠিক মূল্যে পায় না। কারিগররা একত্রিত হয়েছে সমবায়ের মাধ্যমে যাতে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যে সমবায়ের মাধ্যমে বাজার জাত করার সুবিধা হয়। কারিগররা তাদের উৎপাদিত পণ্য হতে বেশী মুনাফা পাচ্ছে। Banladesh Handicraft Co-operative Federation কারিগরদের উৎপাদিত পণ্য KARIKA'র মাধ্যমে বিক্রিকরে। কারিগররা Handicraft সমবায় সমিতির মাধামে কাজ করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

(১০) তাঁতী সমিতি: (Weaver's cooperative)

কৃষির পরেই তাঁত শিল্পে গ্রামীণ দরিদ্র লোকেরা সবচেয়ে বেশী জড়িত। অন্য পেশার চেয়ে এই পেশা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পেশা /তাঁতীরা সবচেয়ে গরীব/তারা গ্রামীণ মহাজন এবং ব্যবসায়ী লোকদের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের জন্য যে কাপড়ের প্রয়োজন তার ৬৫ ভাগ কাপড় তাঁতীরা তৈরী করে। তাঁতীরা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। তাঁত শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

(১১)মহিলা সমবায়: (Women's Cooperative)

মহিলারা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্ধেক জনশক্তি । বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশ গ্রহণ বাঞ্চনিয়। বাংলাদেশের মহিলা সমবায় সমিতি উৎপাদন বৃদ্ধি , কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। মহিলারা সমবায়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার , পরিকল্পনা, শিক্ষা এবং আয় বৃদ্ধি কার্যক্রম করে থাকে। সেই জন্য সমবায় অধিদপ্তর মহিলাদের জন্য একটি আলাদা মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করেছে।[৪৮]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য পল্লী উন্নয়নের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পল্লী উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধনের জন্য স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রনালয় সৃষ্টি করা হয়। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের বিভিন্ন কর্মসূচীতে দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত।

---

৪৮. I bid, p-248-252

Dhaka University Institutional Repository

অধিকন্তু , এসব কর্মসূচীর ফলে বিত্তবানদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দরিদ্র জনগণ ক্রমান্বয়ে দরিদ্র হয়েছে। পরিনামে সীমিত সংখ্যক বিত্তবান ও অগনিত দরিদ্র জনগণের মধ্যে অধিকতর বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে।[৪৯] স্বাধীনতার পর বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে নিম্নে সে গুলো তুলে ধরা হলোঃ-

গ্রাম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)ঃ উপযুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কৌশল গ্রহণ করা হয়ঃ

- উৎপাদনের সুষম বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ
-স্থানীয় সংগঠন সমূহে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ
-সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রতি গ্রামে সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা।
- দেশের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং
- বন্যা নিয়ন্ত্রন, সেচ প্রযুক্তি প্রবর্তন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো সৃষ্টি করে পল্লীর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন সাধন।[৫০]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ঃ

- সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ
- বিভিন্ন বিভাগের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন।
- জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি।
- স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ।
- সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণকে বিভিন্ন সাহায্যে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রচলিত সমবায় সমিতির কাঠামোগত পরিবর্তন এবং দেশব্যাপী একই ধরনের সমবায় সমিতি প্রবর্তন এবং
- দরিদ্র দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে দক্ষ-দল ভিত্তিক সংগঠন বৃদ্ধি।

---

৪৯. নাসির উদ্দিন আহমেদ, ঃ মোহাম্মদ তারেক (সম্পাদিত), পৃঃ ৮৭

৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৮৫-৯০)ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসাবে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ঃ

- প্রশাসনকে জনগণের দোর গোড়ায় নিয়ে যাবার জন্য ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার ।
- প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় ও থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ
- জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা ও উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন,
- পল্লী উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে অধিক পরিমানে অর্থ বরাদ্দ।
- পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।
- ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে ভূমি বন্টন এবং
- কৃষির সাথে সাথে অকৃষি খাতে কর্ম সংস্থানের জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র ও বিত্তহীন জনগণকে সংগঠিত করে সহজ শর্তে পুঁজি ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ , প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন গ্রামীণ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করণ। [৫১]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)ঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের কৌশল হিসাবে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

- লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ
- গ্রামীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন
- উৎপাদনশীল কমকান্ডে প্রযুক্তি ও দক্ষতার উন্নয়ন
- সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন
- গ্রামে মৌলিক ভৌত অবকাঠামো যেমন- বাজার, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নয়ন এবং
- পল্লী উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ।[৫২]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান কর্মসূচীঃ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সমস্ত প্রধান কর্মসূচীগুলো নেয়া হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ -

---

৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮-৮৯

৫২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান কর্মসূচী:

গ্রামীণ দারিদ্র্য মানুষের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী পরিকল্পিত ভাবে একত্রে গঠন করা হয় প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির মাধ্যমে প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, ঋণ এবং অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে। বেসরকারী সাহায্য সংস্থা গুলোকেও এই কর্মসূচীর সাথে সংস্পৃক্ত করা হয় বিশেষতঃ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং টার্গেট গ্রুপকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য।

কৃষির জন্যজলসেচ এবং গৌন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী: (Irrigated Agriculture and Minor Flood Control works)

গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে জলসেচের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে এবং তারা যৌথ ভাবে চাষাবাদ করে। পানি জমিতে সরবারাহের জন্যড্রেন এবং খাল খনন করে জমিতে ভাল ফসল উৎপাদন হওয়ার জন্য।

বাহ্যিক কাঠামোর উন্নয়ন (Development of Physical Infrastructure)

বাহ্যিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ বাজার , রাস্তা,ব্রীজ , পুল , এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫৩]

গ্রামের ব্যাপক উন্নয়ন: (**Comprehensive Village Development)**

একই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে গ্রামীণ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আর্থ - সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এই কর্মসূচীর বৃহৎ উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচীর অধীনে প্রতিগ্রামে একটি সমবায় সমিতি থাকবে।এই সমবায়ে গ্রামের যুবক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই সমবায় সমিতির মেনেজিং কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। গ্রামীণ সমবায় সমিতি থানা সমবায় সমিতির অধীনে থাকবে।

গ্রামীণ উন্নয়নে মহিলা: (**Women in Rural Development)**

মহিলারা হচ্ছে বাংলাদেশের মোট জনসমিষ্টির অর্ধেক/অতীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে খুব কমই সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। মহিলারা উন্নয়নের বিভিন্ন দিকে যেমন- শিক্ষা, চাকুরী এবং ক্ষমতায়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্ন লিখিত পদগুলো নেয়া হয়।

৫৩.Rural Development policies and strategies, op.cit, pp.155-156

Dhaka University Institutional Repository

(১) বিভিন্ন দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচীর অধীন যেমন, ঋণ, দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ যার মাধ্যমে নিজেরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং আয় বৃদ্ধি কার্যক্রমের জন্য সম্পদহীন মহিলাদের জন্য পৃথক করা হবে।

(২) ভৌত অবকাঠামো গঠন এবং তদারকীর জন্য গ্রামীণ মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়। এই মহিলাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। [৫৪]

ক্ষুদ্র কৃষকের উন্নয়ন : (**Small Farmer's Development)**

ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচলরাখে। কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য ক্ষুদ্র কৃষকদের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদান করার কার্যক্রম চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। [৫৫]

---

৫৪. I bid, p-156

৫৫. I bid, p.156

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

খ। গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিও'র কার্যক্রমঃ

মোটামুটি ভাবে বলা যায় ৭০ দশকের শুরু থেকে এনজিওর কার্যক্রমের সূত্রপাত আমাদের দেশে। শুরুতে এনজিও'র কার্যক্রম সীমিত হলেও সময়ের পরিবর্তনে এর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। বর্তমানে বাংলাদেশের এমন কোন অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) কার্যক্রম নেই। বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) কার্যক্রম তুলে ধরে গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা মূল্যায়ণ করা সম্ভব হবে। তাই এনজিওর কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো ।

'রামকৃষ্ণ মিশন' কিংবা 'বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ ' নামে বেসরকারী সাহায্য ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আগে থাকলেও, এন,জি,ও (নন্ গভার্ণমেন্টাল অর্গানাইজেশন) বলতে আমরা যা আজ বুঝি তা কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনা।[১] সাহায্য, সেবা চিকিৎসা, গ্রাম উন্নয়ন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ কিংবা শিক্ষা প্রভৃতি খাতে নিয়োজিত মূলতঃ গ্রামাঞ্চলে এবং সরকারের খাতায় রেজিষ্ট্রীকৃত[২] বেসরকারী যে প্রতিষ্ঠান - যার অর্থ সরবরাহ হয় আংশিক বা পরিপূর্ণ ভাবে কিংবা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে পাশ্চাত্যের পুঁজি বাদী দেশগুলো থেকে। ৭০ দশকের শুরু থেকে এনজিওর মোটামুটি সূত্রপাত ঘটে, কিন্তু ঐ দশকের মাঝামাঝি থেকে এনজিও'র সংখ্যা ও কর্মপরিধি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আশির দশকে এনজিও'র ব্যাপ্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে বলা যায়।

স্বাধীনতার পর থেকে বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের সাহায্যার্থে কাজ করছিল। প্রথম দিকে তাদের কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত ছিল ত্রাণ এবং পুনর্বাসন ক্ষেত্রে, পরে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায়। সম্প্রতি এই ধরনের অনেক সংগঠন আয় সৃষ্টিকারী কাজ কর্মের উপর জোর দিচ্ছে' যাতে করে দরিদ্র জনগণ স্বাবলম্বী এবং আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।[৩] বর্তমানে ১০১৪ টি দেশীও বিদেশী এনজিও (জুন'৯৬ পর্যন্ত)[৪] বাংলাদেশে কাজ করছে। অধিকাংশ এনজিওদের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ। কিছু কিছু এনজিওর কর্মপরিধি অবশ্য সারাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কাজ করে গ্রামাঞ্চলে এবং তাদের লক্ষ্যকেন্দ্রিক জনসমষ্টি হচ্ছে সাধারণত ঃ গ্রামের ভূমিহীন, মজুর, প্রান্তিক কৃষক, দুর্দশাগ্রস্ত নারী, শিশু এবং বেকার তরুণ।

---

[১] এম, মোকাম্মেলুল হক, "পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং এনজিও" একটি উত্থাপনা (ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , সংখ্যা - ৩৯, পৃঃ -১

[2] Khawja Shamsul Huda, Developmental Efforts at the Grassroots N.G.O.'s in Bangladesh P-26.

[৩] কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্বরূপ ও সমাধান, (ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী,১৯৮৫), পৃঃ-৮৩।

[৪] কমপিউটার সেকশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর অফিস, ১ পার্ক এভেনিউ, রমনা , ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি , হস্তশিল্প , গ্রামীণ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ , আত্মকর্মসংস্থান, অবকাঠামো এবং অন্যান্য উন্নয়ন মূলক ক্ষেত্রে আয়সৃষ্টিকারী বহু ধরণের কাজের সংগে তারা প্রশংসনীয় ভাবে যুক্ত রয়েছে। এই ধরণের কাজে সহায়তা করার জন্য অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য কেন্দ্রিক জনগোষ্ঠির প্রশিক্ষণের উপরও জোর দেয় । এ ছাড়া তারা শিক্ষা বয়স্কশিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, এবং শিশুস্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমের সহায়তা করে পরোক্ষভাবে গ্রামীণ কল্যাণের জন্য কাজ করছে।[৫]

এই বেসরকারী সাহায্য সংস্থা বা NGO বলতে আমরা কি বুঝি? Bangladesh Development Dialogue Journal of SID Bangladesh Chapter এ উল্লেখ করা হয়েছে-" We have defined the term N.G.O as an association of persons formed voluntarily through personal initiatives of a few commited persons dedicated to the design, study and implementation of development projects at the grassroots level. They work outside government structures but operate within the legal framework of the country. They are involved in direct actionoriented projects, sometimes combined with study and research. Their target population are primarily the rural poor,"[6]

Report of the Task Forces on Bangladesh এ উল্লেখ করা হয়েছে " Taken literally, the terminology may be used to include any institution or organisation outside the Government, and as such, may include Political parties, private
and commercial enterprises, academic institutions, youth organisations, even sports clubs, etc. But, these are not the institutions which should be referred to by the terminologh NGO, In fact the terminology includes all those organisations which are involved in various development activities with the objective of alleviating poverty of the rural and urban poor.Such organisation are generally termend as Development NGO's to differentiate them from other private organisation Perhaps, a better nomenclature would have been Non-Government Development Organisation (NGDO) or People's Development Organization (PDO)"[7]

---

[৫] *কামাল সিদ্দিকী, পূর্বোল্লিখিত পৃষ্ঠা ঃ ৮৩-৮৪ ।*

[6] *Dr Khawja Shamsul Huda ,The Role of NGO's In Bangaldesh Development , Bangaldesh Development Dialogue Journal of SID Bangaldesh Chapter (Dhaka-1984) P.27.*

[7] *Mr. Salahuddin Ahmed, and others, The Role of NGO's, Report of the Task forces on Bangladesh Development strategies for the 1990's, Managing the DevelopmentPprocess Volume Two, (Dhaka University press-1991) P-373.*

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে আমারা বলতে পারি যে, "যখন কোন ব্যক্তি বা সংগঠন দেশী রা বিদেশী কিংবা উভয় উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একেবারে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে তখন সেই ব্যক্তি বা সংগঠনের কাজকে বলা হয় "স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ" এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রাতিস্ঠানিক কাঠামোকে " স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা" বা সংক্ষেপে এন,জি,ও নামে অভিহিত করা হয়।"[৮]

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের পটভূমিঃ

ক. প্রাক স্বাধীনতা পর্বঃ

স্বাধীনতার আগে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের (এনজিও) কর্মতৎপরতা তেমন লক্ষণীয় ছিল না । ঐ সময়ে মাত্র কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা গতানুগতিক ভাবে প্রধানত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজ করে আসছিল। তারমধ্যে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী, সি, আর, এস, ক্রিশ্চিয়ান মিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে মার্কিন কেয়ায় সংস্থা পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকেই এতদঞ্চলে উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন ধরণের গ্রামীণ প্রকল্প সরকারের অনুমোদনে বাস্তবায়িত করে আসছিল।[৯]

(খ) স্বাধীনতা উত্তর পর্ব (১৯৭১-৮০)ঃ

১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের পর যখন তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত মানুষদের সাহায্যের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতার পরিচয় দেয় সেই সময় ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবি সংস্থাগুলো অবিস্মরনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এর পর আরও অনেক প্রাকৃতিক দূর্যোগে এনজিওরা মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে তাদের আন্তরিকতা ও দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে।[১০]

---

[৮] হারুন অর রশীদ, বাংলাদেশে এনজিও, (ঢাকাঃ প্রগতি প্রকাশন, ১৯৯৬) পৃঃ ৮

[৯] অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা, ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের জন্যে প্রস্তুতকৃত প্রবন্ধ (টাইপকৃত), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর অফিস, ১ পার্ক এভেনিউ রমনা, ঢাকা

[১০] হারুন অর রশীদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পর বিদেশী এনজিও সমূহ এবং বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিওরা যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। বিদেশী ও বিদেশী সাহায্যপুষ্ট দেশী এনজিও সমূহ খাদ্য, ঔষধ, কম্বল এবং কাপড় ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের বিতরনের মাধ্যমে, তাদের কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাড়ী ঘর তৈরী , রাস্তা ঘাট সংস্কার এবং উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম আরো জোরালো করে। এনজিও'র কার্যক্রম মোটামুটি ভাবে ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং পুর্নগঠন মূলক কাজে দৃষ্টান্ত মূলক অবদান রাখে। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি মূলক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দাড়িয়েছিল $ ১.৩ বিলিয়ন। ১৯৭২ সালে এনজিও গুলো উপলব্ধি করলো যে, শুধু ত্রাণ এবং পুর্নবাসনের মাধ্যমে গ্রামের গরীব লোকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তারা বুঝতে পারলো গ্রামের গরীবদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট প্রকল্প যার মাধ্যমে তারা নিয়মিত অর্থ উপার্জনের একটি ব্যবস্থা করতে পারে তার পরিবারের জন্য । এই পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ এনজিও গুলো ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম থেকে আরও অধিক উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে সাহায্য প্রদান শুরু করে।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে এনজিও গুলি সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষি, মৎষ, পশুপালন, সমবায়, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা, বয়স্ক শিক্ষা কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পদক্ষেপও গ্রহণ করে। কৃষকদেরকে কারিগরি সাহায্য এবং প্রয়োজনীয় উপাদান দেয়া হয় উৎপাদনকে আরও বাড়ানোর জন্য । পুরুষ এবং মহিলা উভয়কে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।[১১]

এনজিও গুলির জন্য ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময় কাল ছিলো অভিজ্ঞতা অর্জনের । প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এনজিও গুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো যে, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এনজিও গুলি উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, সামাজিক কাঠামোকে উপেক্ষা করে গ্রামীণ ভূমিহীন , ভূমিমালিকদের জন্য অভিন্ন কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় তাদের চাহিদা মাফিক।[১২]

১৯৭৬ সালের প্রথম থেকেই কিছু সংখ্যক এনজিও প্রধানত দেশীয় এনজিও গুলি তাদের নীতির পরিবর্তন করে অবহেলিত দারিদ্র্য মানুষের জন্য তাদের কর্মসূচী চালুকরে। একই অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠিকে একত্রিত করা হয়। টার্গেট গ্রুপ হিসাবে গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেত মজুর ক্ষুদে চাষী ও বেকার মানব গোষ্ঠিকে বেছে নেওয়া হয়। লক্ষ্য হিসেবে ঐটার্গেট গ্রুপের আয়ও উৎপাদন ক্ষমতা এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। দরিদ্র মানুষ যারা উপেক্ষিত এবং অবহেলিত তারা যাতে সংগঠিত হয় তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে পারে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রসারিত হয়।[১৩] ১৯৮০ সালের দিকে বর্ধিত আকারে বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।[১৪]

---

[11] Dr. Khawja Shamsul Huda, পূর্বোল্লিখিত pp :- 24 -25.

[12] প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬

[১৩] প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬

[১৪] প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বৃহৎ এনজিও সমূহ যেমন ব্র্যাক , গণস্বাস্থ্য ইত্যাদি এ সময়েই সংঘবদ্ধ হয়। গ্রামীণ ব্যাংক যেটি আইনগত এনজিও নয়' কিন্তু এনজিও হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত তেমন একটি সংস্থা, যা এ সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়েছে।[১৫]

(গ) (১৯৮০-১৯৯৬) কাল পর্বঃ ১৯৮০ সালের পর থেকে এনজিওর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা, চিকিৎসা ,স্বাস্থ্য ,পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওরা বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং জনসাধারণের দোরগোড়ায় এদের সেবাধর্মী কার্যক্রমের ক্রমবর্দ্ধমান মাত্রাপরিলক্ষিত হতে থাকে।[১৬]

১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা যখন এই দেশের মানুষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে তখন দেশী ও বিদেশী এনজিও গুলি এগিয়ে আসে পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে। ১৯৯০ এর সাধারণ নির্বাচনের পর বাংলাদেশ যখন গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতির পর্যায়ে অবস্থান করছে ঠিক সেই সময় ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের মরণ থাবায় বিধ্বস্ত হয়ে যায় আমাদের উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা। ক্ষতির ব্যাপকতা সদ্য গণতন্ত্র প্রাপ্ত একটি দেশের সরকারকে এক নাজুক অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। বাংলাদেশ সরকার তখন এই বিপর্যস্ততা কাটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর এই উদ্যোগকে সার্বিকভাবে সফল করতে এগিয়ে আসে দেশে কর্মরত এনজিও সমূহ । ১৯৯০ সালের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ১৯৯১ সালের সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় এবং টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় ১৯৯৬ এর টর্নেডোর পরবর্তী সময়ে এনজিওদের তৎপরতা দেশে - বিদেশে দারুণ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। [১৭] বর্তমানে ১০১৪টি এনজিও (জুন'৯৬ পর্যন্ত) বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জনপদে জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ১৯৯০ সালের জুনমাস থেকে ১৯৯৬ এর জুন মাস পর্যন্ত সরকার বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও সমূহের মোট ৩৫০৯ টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে এবং এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে এনজিওদের আবেদন অনুযায়ী ৭৮৭৩.৭০ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করেছে। একই সাথে গ্রহণের জন্য ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে ৪২৭৬.৭৫ কোটি টাকার। এখানে একটি ছকে বছরভিত্তিক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে এনজিও সমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদানের বিবরণ তুলে ধরা হল।

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক জুন'৯৬ পর্যন্ত বাস্তবায়িত চলমান প্রকল্পের স্থিরকৃত বাজেট বরাদ্ধ এবং ছাড়কৃত বৈদেশিক অনুদান(Cumulative figure) উল্লেখ করা হলোঃ-

---

[১৫] অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা, (টাইপকৃত প্রবন্ধ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর অফিস, ১ পার্ক এভেনিউ, রমনা, ঢাকা- পৃঃ ১

[১৬] প্রাগুক্ত পৃঃ - ১

[১৭] হারুন-অর রশীদ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩.৪

বৎসর	এনজিও সংখ্যা	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত অর্থ (টাকা)	ছাড়কৃত অর্থ (টাকা)
৯০ এর আগে	৩৮২	৮	১,৪৮,৯২,২৭৯.০০	২১,৭১,৬৯,৬৮৫.০০
১৯৯০-৯১	৪৯৪	৪৭২	৬৩৫,৬৫,৭২,৫০৮,.৩৩	৪৪৮,১২,৫০,২০৭.১৯
১৯৯১-৯২	৫৩৪	১০২১	১৭৮৪,০৯,৫১,৯১৩.০০	৯৩৪,৬৭,৭৩,০৫২.১৭
১৯৯২-৯৩	৭২৫	১৬৪৭	৩৩৮৩,৬৩,২০,০২৯.৭৭	১৭১৭,৫০,০৩,৭৩২.৯৫
১৯৯৩-৯৪	৮০৭	২২২৮	৪৬৪৩,৭২,৮০,৮১৬.৩৭	২৪০১,৫৩,৬৬,২৬৩.৩৮
১৯৯৪-৯৫	৯১৯	২৮০৭	৬৪০৬,৪৭,৭৭,০৯৫.৭৬	৩২৩৯,৫৫,৫৬,০১১.৯৯
১৯৯৫-৯৬(জুন'পর্যন্ত)	১০১৪	৩৫০৯	৭৮৭৩,৭১,৭৪,৭৯৫.১৬	৪২৭৬,৭৬,৩৩,৬০০.৫২

উৎসঃ এনজিও বিষয় ব্যুরো

ছকে ১৯৯০ সালের মে মাসে এনজিও ব্যুরো প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি এনজিও সমুহ কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্প এবং এসব প্রকল্পের জন্যে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের বিবরণ দেয়া হয়েছে।[১৮]

এনজিওদের প্রকারভেদ (Tyepes of NGO's):

বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে যেসমস্ত এনজিও গুলি নিয়োজিত তাদেরকে ৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যথা ঃ-

(1) Donor Agencies.
(2) International Action NGO's
(3) National Action NGO's
(4) Local Action NGO's and
(5) Service NGO's [19]

---

[18] প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫-১৬।

[19] Dr. Khawja Shamsul Huda পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

(১) দাতা সংস্থা (Donor Agencies):

দাতা সংস্থা প্রধানত যে সমস্ত দেশীও বিদেশী এনজিও গুলি উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত তাদেরকে অর্থ বন্টন করে দেয়। Donor Agencies প্রয়োজনীয় এনজিওনয়। এই সংস্থা এনজিওর অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিগত প্রতিস্ঠান এবং আর্ন্তজাতিক সাহায্য সংস্থা। কিছুসংখ্যক Donor Agencies প্রাতিস্ঠানিক ভূমিকা পালন করে থাকে যে সমস্ত দেশে তাদের উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালিত হয়। এই সমস্ত সংস্থাগুলির স্থানীয় অফিস এবং প্রতিনিধি বাংলাদেশে অবস্থিত যেমন, OXFAM, Swedish Free Church Aid (SFCA), Ford Foundation . Asia Foundation, Canadian University Service Overseas(CUSO), Canadian International Development Aid (CIDA), Danish International Development Assistance (DANIDA), Norwegian Aid for Development (NORAD), Swiss Development Corporation(SDC), US AID, ইত্যাদি। প্রধান অফিস থেকে প্রতিনিধি প্রতিবৎসর তাদের অর্থে পরিচালিত প্রকল্প সমূহকে মূল্যায়ন করতে আসেন। Donor Agencies এর অন্তর্ভূক্ত আরো যেসমস্ত সংস্থা আছে সেগুলো হচ্ছে -

i) Church Word Service (CWS)
ii) Asian Partnership for Hunam Development (APHD)
iii) Bread For the World (BFW)
iv) NOVIB,
v) Misercor
vi) EZE
vii) Community AID Abroad
viii) Freedom From Hunger Campaign(FFHC)
ix) Catholic Relief Service (CRS) ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, কিছুসংখ্যক দাতাসংস্থা যেমন Swedish free Church Aid (SFCA), DANIDA ইত্যাদি সংস্থাগুলোর নিজস্ব প্রকল্প আছে।[২০]

---

[২০] প্রাগুক্ত' পৃঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository

(২) আন্তর্জাতিক কার্যক্রমভিত্তিক এনজিও **(International Action NGO's):** International and Action NGO গুলি বৈদেশিক সংস্থাগুলিকে বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সংস্পৃক্ত করেছে। ঐ সমস্ত এনজিওগুলির কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকায় স্থাপন করে বাংলাদেশের বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, এবং কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্থ তারা বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে পেয়ে থাকে। কিছু এনজিও আবার যৌথ ভাবে অর্থায়নে কাজ করে থাকে, যেমনঃ CARE আন্তজাতিক কার্যক্রম ভিত্তিক যে সমস্ত এনজিও কাজ করছে সেগুলো হলো

i) CARE- Bangladesh
ii) Save the Children Federation (SCF) -USA.
iii) Save the Children Fund (SCF)-UK
iv) Radda Barnen, Sweden.
v) Terre Des Hommes, France
vi) Terre Des Hommes, Switzerland
vii) Terre Des Hommes, Netherlands
viii) CONCERN,Ireland
ix) Mennonite Central Committe (MCC)
x) International Voluntary Agency (IVA)USA,
xi) Voluntary Services Overseas (VSO) UK.
xii) Rangpur - Dinajpur Rehabilitation Services(RDRS).
xiii) HEED- Bangladesh
xiv) Swallwons in Sweden
xv) Swallows in Denmark
xvi) For Those who have less,
xvii) World Vision
xviii) Christian Reform World Relief Committe(CRWRC)

ইত্যাদি।[২১]

---

[২১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮ - ২৯

Dhaka University Institutional Repository

(৩) জাতীয় কার্যক্রম ভিত্তিক এনজিও (National Action NGO's):

জাতীয় এনজিও গুলি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে গড়ে উঠে। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই সব এনজিও গুলির প্রধান অফিস ঢাকায় অবস্থিত। এই ধরনের এনজিও গুলি তাদের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভিন্ন বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের National Action এনজিও গুলো হচ্ছে -

i) Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)
ii) Gono Shasthya Kendro (GSK)
iii) Proshika Manobik Unnayan kendro
iv) Proshika Comilla
v) Nijera Kori
vi) Caritas Bangaldesh.
vii) Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB)
viii) National Christian Fellowship in Bangladesh (NCFB)
ix) National Council of Churches in Bangladesh (NCCB).[22]

(৪) স্থানীয় কার্যক্রমভিত্তিক এনজিও (Local Action NGO's) :

এই সমস্ত এনজিও গুলো স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত করে। গ্রামীণ দারিদ্র্য মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যক্রমের জন্য। এই সমস্ত এনজিও গুলো গ্রাম, ইউনিয়ন এবং থানাতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এদের কিছু সংখ্যক এনজিও সরকার থেকে অথবা বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে অর্থসংগ্রহ করে থাকে। স্থানীয় এনজিও গুলো হচ্ছে-

i) Gono Unnayan Prochesta (GUP)
ii) Village Educational Resource Centre (VERC)
iii) Resource Integration Centre (RIC)

---

[22] প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯

iv) Unnayan Sangha
v) Dustha Kallayan Sangstha
vi) Sapta Gram Nari Parishad
vii) Friends in Village Developnment (FIVDB)
viii) Dipshikha
ix) Gono Unnayan Kendro
x) Social Organisation for Voluntary Activities (SOVA)
xi) Manikganj Association for Social Service(MSS)
xii) Technical Assistance for Rural Development.(TARD)
xiii) UPAY
xiv) Uttaran Sangha.
xv)Voluntary Organisation for the Needy (VON) ইত্যাদি।[২৩]

(৫) সেবামূলক এনজিও (**Service NGO's**) :

এই সমস্ত এনজিওর নিজস্ব কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প থাকেনা। কিন্তু এনজিও গুলো বিভিন্ন ধরনের সেবা এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এসব এনজিও গুলো দেশী বিদেশী বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। সেবামূলক এনজিও গুলো হচ্ছে -

i) Association of Development Agencies in Bangladesh (ADAB)
ii) Voluntary Health Services Society (VHSS)
iii) Micro- Industries Development Assistance Society (MIDAS)
Samaj Unnayan Proshikhan Kendro ইত্যাদি।[২৪]

---

[২৩] প্রাগুক্ত পৃ : ২৯ - ৩০।
[২৪] প্রাগুক্ত পৃ : ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

নীতি নির্ধারন অনুসারে NGO গুলিকে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যথা:-

i) Target Group Oriented NGO's
ii) Community Development Oriented NGO's
iii) Technical and Service NGO's [২৫]

i) Target group oriented NGO's

Target group orientcd NGO's হচ্ছে সেই সমস্ত NGO যে গুলি প্রধানত গ্রামের নির্দিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেবাপ্রদান করে থাকে। জাতীয় এবং স্থানীয় কর্মসূচী ভিত্তিক এনজিও গুলির অধিকাংশই এই ধরনের এনজিও। কিছু আর্ন্তজাতিক এনজিও Target group oriented এনজিওর মত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কিছু Major action এনজিও Target group এনজিও অনুসরণ করে থাকে। যেমনঃ BRAC, Proshika Manobik Unnayan Kendro, Proshika Comilla, Nijera Kori, Caritas Association for Social Advancement (ASA). RDRS, Gono Sasthaya kendro ইত্যাদি।

ii) Community Development Orientcd NGO'S:

Community Development Oriented এনজিও হচ্ছে সেই ধরনের এনজিও যারা সরাসরি জনগণের জন্য কাজ করে। প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে তারা উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা করে। অধিকাংশ আর্ন্তজাতিক action এনজিও এই পদ্ধতি অনুসরন করে থাকে।

iii) Technical and Service NGO's :

যে সমস্ত এনজিও গুলো কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে তাকে Technical and service এনজিও বলে। এদের কার্যকলাপের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। যেমন, মিরপুর কৃষি ওয়ার্কসপ এবং প্রশিক্ষণ স্কুল (MAWTS) সেখানের পাওয়ার পাম্প হচ্ছে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। [২৬]

---

[২৫] প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১।
[২৬] প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নধরনের এনজিও গুলোকে নিম্নের ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়ঃ-

সারনী টেবিল ২৩.৫

Typology Showing Organisation Type by Approaches Followed [27]

	Community approach	Target group approach	Service	Donor Agencies
Foreign	Mennonite Central Ommittee, World Vistion, Concern, Sweedis Free Church, New life Centre, Borthers to all men, Save the Children (USA)' Save the Children (UK)' Radda Banen, Salvation Army, Christian Health Care Project, International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangaldesh ,CARE, Santal Mission Norwegian Board, World Mission Prayer League.	Underprivileged Childrens Education Programme, Terre Des Hommes (Swiss), Terre-Des Hommes (Netherland) For Those who have less, Shapla Weerh, OISCA Japan, Skill Development for under Privileged women, Asian American Free Labour Institute, HEED-Bangladesh, Society for the Care and Education of Mentally Retarded Children, RDRS, Families for Children, Swallows in Sweden, The swallows in Thanapora Project.		Ford Foundation, Asia Foundation, Path Finder, International Labour Organization, Oxfam, Social Development Centre SIDA, CUSO , NORAD, CIDA

[27] প্রাগুক্ত পৃঃ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

	Community approach	Target group approach	Service	Donor Agencies
National	Bangladesh Mohila Samity, Young Womens Christian Assouiation, Young men Christian Association, Service Civil International, Rabitat AL-Alam Al-Islam, Bangaldesh Association of Voluntary Sterilzation, Assistance for Blind Children, Christian Commission for Development in Bangaldesh, National Anti-Tuberculosis Association of Bangladesh Resource Integration Committees Family Planning Association of Bangaldesh Association for Community Education, Concerned Women's Family Planning Projects of Agriculture, Rural Development Academy, Annishi Bijnan Chakrd Madaripur legal aid Association.	BRAC, Comilla Proshika Proshika Manobik Unnayan Kendra Association for social Advancement, CARITAS, Nejera Kori, Royal Commonwealth Society for Blind, Gono Shikkha,	ADB Voluntary Health Service Society, MIDAS.BDSC.	Family Planning Service and Training Centre.

Dhaka University Institutional Repository

	Community approach	Target group approach	Service	Donor Agencies
Local	Mirpur Agricultural Workshop and Training Scrvice Civil International, Bangaldesh Village Education Resource Centre, Women for women, women Voluntary Association Bangaldesh council for child welfare, Manobik Sahijha Sangstha Dipshika, Communty Health Research Association, Fellowship for the Advancement Chapil Udyan Nabin Sangstha, Patherghata Health Centre, Palashipara Samaj kallayan Samity, South hern Gono Unnayan Samity, Comilla Atmanivedita Mohila Samity Sinnomul Mohila Samity, Manikgonj Gonosankha Simito Karan Samity,	USC- CANADA Bangladesh Kendrio Mohila Punarbasan Sangstha, Bangladesh Society for Intforcement of Hunan Right Bangladesh Women's Health Qualition, Corr-the Jute Works, Friends in Village Development, Bangladesh Social Organisation for Voluntary Activities, Bangs for Voluntary Service, Palli Gono Unnayan kendro, TARD , Mallerhat, Village Development Centre, Gono Unnayan Academy, Jagorani Chakra Palli Progati Sangstha, Shaheed Samity Shangstha,		

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে এনজিও'র সংখ্যাঃ

সারণী ঃ ৩.৬ নিবন্ধকৃত এনজিও'র সংখ্যাঃ (ডিসেম্বর '৯৪ পর্যন্ত)[৩০]

এনজিও	সংখ্যা
দেশী	৭২১
বিদেশী	১২৪
মোট	৮৪৫

সারণী ঃ ৩.৭ কয়েকটি এনজিও'র প্রকল্পের অবয়বঃ [৩১]

ক্রমিক নং	এনজিওর নাম	চলমান প্রকল্পের সংখ্যা	কর্ম এলাকা		প্রকল্পগুলোর মোট বাজেট(টাকা)	কর্মী সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
			জেলা	থানা			
১	বাংলাজার্মান সম্প্রীতি	০৫	০৭	১১	৭,৯৮,২২,১৮৩	২১৬	১,৫৯,৯০০
২	ব্র্যাক	০৮	৬৪	৪৬০	৫৪৫,০৯,৮৮,৭৫১	৩৯,৪০৫	২কোটি
৩	বাঁচতে শেখা	০২	০৫	০৮	৩,০৮,৭৮,৮৯৩	১৬৭	২২,১৮৬
৪	কারিতাস	০৯	৩৯	১০৬	৩৪৮,৯৬,৭৮,৮২৯	২ ,৫৯৭	২১,৯২,৬৮৩
৫	কোডেক	০৩	০৪	০৯	২,০৮,৮৩,৪০৪	৫৬০	২৭,১৩৯
৬	সিডিএস	০৮	১৯	২৮	১৩,৩৩,৭৪,৮৪৬	১,৫২৫	১১,১৩,৭৯৪
৭	এফপিএবি	০৫	৩০	৭৯	৩৩,৭৩,৫৪,০১০	৭১৫	৭,৯৫,৭৬২
৮	গণসাহায্য সংস্থা	০২	১৭	৪২	৫৪,৩৯,১০,০০০	২,৫৮৮	-
৯	নিজেরা করি	০১	সমগ্র দেশ	-	৫,৯৩,৭৬,৬৫১	৩৬০	১,১২,২০৮
১০	প্রশিকা	০৪	৩২	৯৫	৭৩৭,৪৬,১৯,৩০৯	১,৬২৫	৭,৩০,৩৯০
১১	সমাজ প্রগতি পরিষদ	০৪	০১	০৭	২,৯৯,৩৩,৭৮৫	২৫৩	৪,০২৭
১২	সেভদি চিলড্রেন ফান্ড(ইউকে)	০১	০৭	-	৪২,৬৯,৩৫,০০০	২০১	২,৫০,০০০
১৩	সিসিডিবি	০৬	১৭	৬৯	৩৮,৯৬,৯৩,২০০	৫৩১	৭৫,৮৬০
১৪	সিলেট যুব একাডেমী	০১	০২	০২	১৬,০০০	১৬	৭০
১৫	ওয়ার্ল্ড ভিশন	০২	২৭	৭৪	৬৬,০৩,৩৭,৫০৫	১,৫৯২	-

[৩০] হারুন-অর রশীদ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ২৬

[৩১] প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী সাহায্য সংস্থাসমূহের জন্য আইনগত কাঠামোঃ

বাংলাদেশে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের আইনগত কাঠামো সর্বপ্রথম প্রণীত হয় ১৮৬০ সালে " The Societies Registration Act" ১৮৬০ [৩২] নামে। ১৯৬১ সালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহের নিবন্ধণ ও নিয়ন্ত্রনের জন্যে জারী হয় "Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance. [৩৩] এই দুইটি আইনে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্যে বিদেশী সাহায্যে ও অনুদান গ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত ছিলনা । সেজন্য বিদেশী সাহায্য গ্রহণ ও তা ব্যবহার বিধি সম্বলিত ' The forging Donations (Voluntary Activities) regulation Rules 1978 জারী করা হয় এবং এই অর্ডিন্যান্সের বলে 'The Foreing Contribution (Regulation) Ordinance of 1982,[৩৪] প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসপর্যন্ত এনজিও সমূহের কার্যক্রমে সরকারিনীতি নির্ধারনের দায়িত্ব ছিল বহিঃসম্পদ বিভাগের। এই কাজের জন্য বহিঃসম্পদ বিভাগে একটি ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হয়েছিল। এনজিও সমূহের নিবন্ধণ, প্রকল্প, বিদেশী অনুদানও কন্ট্রিবিউশন গ্রহণ সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ বহিঃসম্পদ বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করত ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে, এইসব কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওপর ন্যস্ত হয়। মন্ত্রি পরিষদের ষ্ট্যান্ডিং কমিটি এই কাজগুলো সম্পন্ন করতে শুরু করে। সে সময় এনজিও কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য কিছু কিছু মন্ত্রণালয় আলাদাভাবে স্টিয়ারিং কমিটিও গঠন করে। এনজিও কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসার এবং তাদের কাজে সরকারী করণীয় বিষয় গুলো আরো দ্রুতসমাধানের জন্য দীর্ঘ দিন যাবত একটি পৃথক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ সংস্থার প্রয়োজনীয় অনুভূত হয়ে আসছিল। যার ফলে ১৯৯০ সালের মে মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতাধীন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো স্থাপন করা হয়। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাভূক্ত থেকে এই ব্যুরো এনজিও কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে সরকারী সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে আসছে। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের ওপর ন্যাস্ত যাবতীয় কার্যাবলী এখন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। [৩৫]

---

[32] *The Societies Registration Act,1860, Published in the Dacca Gazetee, Extraordinary, 21st May 1860.*

[33] *The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance 1961. Published in the Dacca Gaztee, Extra Ordinary, dated Dacca December 8, 1961.*

[34] *The Foregnc Contributions (Regulation) Ordinance 1982, published in the Bangladesh Gaztee Extraordinary, dated the 8th september 1982.*

[35] *হারুন অর রশীদ পূর্বোল্লিখিত, পৃ: ৮-৯।*

[36] প্রাগুক্ত পৃ: ৯

Dhaka University Institutional Repository

নতুন কার্যপদ্ধতি বাংলাদেশের এনজিও সমূহের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল রাখছে বিভিন্ন ভাবে যেমনঃ প্রথমতঃ প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘ সুচিতা কমে আসে। দ্বিতীয়ত ঃ ব্যুরোর অফিসারগণের এনজিওদের সাথে সহজে যোগাযোগ হয় এবং তারা প্রয়োজনে দাতাসংস্থার সাথে ও যোগাযোগ রক্ষা করেন। মাঠপর্যায়ে ব্যুরোর লোকজন পর্যবেক্ষণ করে প্রজেক্টের মানউন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন। তৃতীয়তঃ দাতাসংস্থা এবং এনজিওদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে সুবিধা হয় । যার প্রেক্ষিতে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প নেয়া সহজ হয়। বেসরকারী-সাহায্য সংস্থা সমূহের নিবন্ধণ ও প্রকল্প অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা সমূহ কাজ করতে চাইলে সেই সংস্থাকে সমাজ সেবা বিভাগ থেকে নিবন্ধণ সংগ্রহ করতে হয়। বিদেশী সাহায্য নির্ভর দেশীও বিদেশী এনজিও সমূহও একইভাবে সমাজ সেবা বিভাগের নিবন্ধণ গ্রহণ করতে হয়। তবে এই নিবন্ধণ ব্যবহার বিষয়টি বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণকারী সংস্থা সমূহের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণকারী এনজিও সমূহকে নিবন্ধণের জন্য সংস্থার গঠনতন্ত্র, নির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকা, কর্মকান্ডের রূপরেখা, কর্মক্ষেত্রের অবস্থান , অর্থাৎ সহায়তা প্রদানকারী দাতা সংস্থার প্রতিশ্রুতিপত্র সহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নির্ধারিতফরমে মহাপরিচালকের কাছে দরখাস্ত জমা দিতে হয়। দরখাস্তের সাথে দেশী এনজিও দের ৫,০০০.০০ টাকা ও বিদেশী এনজিওদের ১,০০০ ডলারের সমপরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রা নিবন্ধণ ফি হিসেবে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হয়। নিবন্ধণের আবেদন পাওয়ার পর এনজিও ব্যুরো সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রযোজনীয় মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া গেলে অথবা না পাওয়া গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সংস্থার নিবন্ধণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে । [৩৬]

একইভাবে কোনো প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিওকে নির্ধারিত ফরমে এনজিও ব্যুরোয় প্রস্তাব দাখিল করতে হয়। প্রকল্প প্রাপ্তির পর ব্যুরো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের মতামত গ্রহণের পর বা মতামত সময়মত না পাওয়া গেলে মতামত ছাড়াই প্রকল্প অনুমোদন গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি কার্যক্রমের জন্য পৃথক পৃথক নির্ধারিত ফরমে প্রস্তাব দাখিল করে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অনুমোদন নিতে হয়। এ ছাড়া প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত অর্থও এনজিও ব্যুরো থেকে প্রতি বছর আলাদা আলাদাভাবে ছাড় করতে হয়। [৩৭]

---

[৩৬] প্রাগুক্ত পৃঃ ৯

[৩৭] প্রাগুক্ত পৃঃ ৯ ১০

Dhaka University Institutional Repository

এসব কাজ ছাড়াও সংস্থায় কোনো বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে চাইলে বা সংস্থার কোনো কর্মী বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার , ভিজিট ইত্যাদি কারণে যেতে চাইলে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। কোনো এনজিও'র নিবন্ধণ প্রকল্প অনুমোদন, অর্থছাড়, বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, ত্রাণ কর্মসূচি অনুমোদন প্রভৃতি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য সরকারি নির্দেশে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে সময় বেধে দেয়া আছে। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার সেটি হলো প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনো এনজিও সরকার অর্থাৎ এনজিও বিষয় ব্যুরোর অনুমোদন ছাড়া কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে না। [৩৮]

এনজিও কার্যক্রমে সরকারী নীতি:

এনজিও কার্যক্রমে সরকার সবসময় সহযোগিতা করতে চায়। এনজিও কার্যক্রমে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রধানত সঞ্চয় ধর্মী এবং 'প্রমোশনাল'। তবে বাংলাদেশের মত অনুন্নত একটি দেশে কোনো প্রকার বৈদেশিক সাহায্যই জাতীয় পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্চনীয় নয় বলে সরকার মনে করে। এনজিও সমূহের কার্যক্রমের প্রতি নজর রাখা সরকারের দায়িত্ব। আর এজন্যই সরকার এনজিও সমূহের নিবন্ধণ, প্রকল্প অনুমোদনের ব্যবস্থা সম্বলিত আইন প্রণয়ন করেছেন। এইসব আইনের মাধ্যমে সরকার এনজিও সমূহের কার্যক্রমের একটি যথাযথ চিত্র সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং সার্বিক রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কার্যক্রম এইসব কার্যক্রমকে বিবেচনায় রেখে বিন্যাস করা সরকারের পক্ষে সহজতর হয়। এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো: [৩৯]

ক) সরকারী বা জাতীয় নিরাপত্তা পরিপন্থী না হলে উন্নয়ন কর্ম কান্ডে এনজিও সমূহের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

খ) কোনো ধর্মাবলম্বীর অনুভূতিতে আঘাত করবে বা দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম ভিত্তিক কোনো কার্যক্রম এনজিও সমূহ গ্রহণ করতে পারবে না।

গ) এনজিও সমূহ সরকারী নীতিমালা ও আইনের গন্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করবে।

ঘ) সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প অথবা তার সুনির্দিষ্ট অংশ এনজিওর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে। সরকার মনে করে যে, এনজিও সমূহ জাতীয় উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্যসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সরকারী প্রচেষ্টার সম্পূরক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

ঙ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে এনজিওসমূহের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। [৪০]

---

[৩৮] প্রাগুক্ত পৃ: ১০

[৩৯] প্রাগুক্ত পৃ: ১০

[৪০] প্রাগুক্ত পৃ: ১১

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও'র কার্যক্ষেত্রঃ

বাংলাদেশে এনজিও গুলো দেশের এবং মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্যে সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতাতেই এনজিওরা কাজ করে থাকে। অর্থাৎ উন্নয়নের জন্যে সরকার যে সব বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে এনজিওরাও সেসব বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এনজিও সমূহের কার্যক্রমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক। সাধারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন

খ। পুর্নবাসন কার্যক্রম

গ। জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম । [৪১]

ক। সাধারণ প্রকল্প ঃ সাধারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের আওতায় উল্লেখযোগ্য কাজ গুলো হলোঃ

১) জনগণকে সংগঠিতকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নঃ এর আওতায় এনজিওরা লক্ষ্য ভুক্ত পরুষ ও মহিলাদের সংগঠিত করে থাকে। তাদেরকে আইন, অধিকার, নারী- পুরুষ সম্পর্ক, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে থাকে। এনজিও'র কার্যক্রম তৃণমুল পর্যন্ত ছাড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং উপকার ভোগীদের সাথে একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে তোলার জন্যে এনজিও সমূহ শুরুতেই এসব কাজ করে থাকে। এই পর্যায়ে এনজিওদের কাজ গুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

i) পুরুষ ও মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের নিয়ে দল গঠন

ii) সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

iii) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য

iv) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। [৪২]

২) কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমঃ বাংলাদেশের এনজিও গুলোর মধ্যে বৃহৎ সংখ্যক এনজিও কৃষি উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কৃষি উন্নয়নে এনজিও গুলো ১৬ ভাগ অবদান রাখছে । [৪৩] এনজিও গুলো কৃষি উন্নয়নের জন্যে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

---

[৪১] প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬

[৪২] প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬-১৭

[৪৩] প্রাগুক্ত পৃঃ Bina Yak Sen NGO's in Bangladesh Agriculture: An Exploratory Study (UNDP, Bangladesh Agriculture Sector Review 1988) P-233.

i) বীজ ও সারের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা ।

ii) বীজ ও সার বিতরণ

iii) লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার নিশ্চিত করণ

iv) প্রশিক্ষণ প্রদান

v) গবেষণা ।[৪৪]

৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম : যে সমস্ত এনজিও গুলো অনেক আগের থেকেই কাজ করছে তারা গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা মূলক কাজ করে থাকে।[৪৫] স্বাস্থ্য অধিকার হচ্ছে মানুষের একটি মৌলিক মানবিক অধিকার । কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও একথা সত্যি যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। [৪৬] স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে বাংলাদেশে এনজিওদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য । স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেক্টরে এনজিও'রা সেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছেঃ

i) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম
ii) মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা
iii) প্রসূতি পরিচর্যা ও মাতৃসেবা কেন্দ্র পরিচালনা
iv) টিকাদান কার্যক্রম
v) ভিটামিন- এ ক্যাপসুল বিতরণ
vi) ধাত্রী প্রশিক্ষণ
vii) হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিচালনা
viii) অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা
ix) পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম
x) গল গন্ড রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম
xi) কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম
xii) এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম
xiii) চক্ষু শিবির ও অন্ধত্ব নিবারণ কার্যক্রম
xiv) জন্ম নিয়ন্ত্রন সামগ্রী বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করণ
xv) জন্ম নিয়ন্ত্রনের জন্যে ক্লিনিকাল সুবিধা প্রদান
xvi) কৈশর জীবনে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
xvii) খাবার সেলাইন তৈরী
xviii) ওষুধ ও পথ্য বিতরণ। [৪৭]

---

[৪৪] হারুন-অর রশীদ পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ১৭

[45] Md. Fazhul Haq. Towards Sustainable Development : Rural Development NGO Activities in Bangldesh, Bangldesh Agrecultural Research Council, Dhaka, 1991 P-25.

[46] Mr. Salahuddin Ahmed opcit. P- 378.

[৪৭] হারুন অর রশীদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

যে সমস্ত এনজিও গুলো উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সে গুলো হচ্ছে ঃ- BRAC, CARE, CHCP, Radda Baren, RDRS, CCDB, SCF-UK, Worldview International foundation, Helen Keller International, NGO Forum, ADAB, VHSS, Caritas, Concern, Gono Unnayan Prochesta (GUP), Proshika, CWFP, BAVS, Asia Foundation, Pathfirder Funds, Population Crisis Committee, ইত্যাদি ।[৪৮]

৪। গ্রাম ও শহর উন্নয়ন ঃ এনজিওদের সকল কর্মকান্ডের লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রাম ও শহরের উন্নয়ন । বিশেষ করে এনজিওগুলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং মানুষের উপার্জন বৃদ্ধির বিষয়গুলোর উপর বেশিমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। গ্রাম ও শহর উন্নয়নের জন্যে এনজিওদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হলোঃ-

i) মানব সম্পদ উন্নয়ন
ii) উপার্জনমুখী নানা কাযক্রম গ্রহণ
iii) কর্মসংস্থান
iv) অবকাঠোমোগত উন্নয়ন
v) লো কষ্ট হাউজিং
vi) বস্তি উন্নয়ন
vii) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী
viii) সড়ক, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার
ix) খালকাটা ও পুকুর সংস্কার
x) ভূমি সংস্কার কার্যক্রম
xi) গুচ্ছ গ্রাম সৃজন
xii) ভূমিহীনদের পুর্নবাসন।[৪৯]

৫। শিক্ষা কার্যক্রম ঃ গনতন্ত্র এবং উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের একটি প্রধান মৌলিক অধিকার । কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষার হার অন্যন্ত কম। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। [৫০] প্রায় চারশত এনজিও সরাসরি শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত। এনজিও গুলো সরকারের সমন্বিত উপআনুস্ঠানিক শিক্ষা এবং খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ও কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। [৫১] এনজিও গুলো উপানুস্ঠানিক শিক্ষার প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। আনুস্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের কাজ গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

---

[48] *Rasheda K Choudhury (ed), An ADAB Quarterly GRASSROOT's, Alternative development journal NGO's for better Bangaldesh, 20 years of ADAB Vol-Iv, ISSUE xiii-xiv, (July -December 1994), P-16.*

[৪৯] হারুন অর-রশীদ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ১৮।

[50] *Mr. Salahuddin Ahmed, (Convener),Op, cit, P-377*

[51] *Choudhury, Rasheda, K Choudhury (ed) 1994, Op, cit, P-19*

Dhaka University Institutional Repository

ক) আনুস্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমঃ

i) প্রাতিস্ঠানিক স্কুল ও কলেজ পরিচালনা
ii) ছাত্রবৃত্তি প্রদান
iii) বই ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ

খ) উপানুস্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমঃ

i) বয়স্ক শিক্ষা
ii) স্কুল বহিভূর্ত শিশুদের শিক্ষাদান
iii) স্বাক্ষরতা কর্মসূচী
iv) ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান ।[৫২]

৬। স্যানিটেশন ও খাবার পানি কার্যক্রম ঃ প্রায় ৩৫০ টি এনজিও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গত একদশকে একশত ত্রিশহাজার নলকূপ স্থাপন এবং দুইলক্ষ ল্যাট্রিন ১৮৬ টি সেনিটেশন সেন্টারের মাধ্যমে ২১টি জেলায় তৈরী করেছে। এই প্রকল্পের আইনে ১১ মিলিয়ন লোক বিশুদ্ধ খাবার পানিও স্যানিটেশন সুবিধা পেয়েছে।[৫৩] স্যানিটেশন ও খাবার পানি সাথে যে সমস্ত এনজিও গুলো জড়িত তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক, আর ,ডি, আর,এস, কারিতাস, প্রশিকা, ব্র্যাক, কনসার্ন, এমসিসি, ভিইআরসি, এবং এনজিও ফোরাম ।[৫৪] স্যানিটেশন ও খাবার পানির জন্য এনজিও গুলো যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেগুলো হলোঃ -

i) গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন
ii) স্বল্পব্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন
iii) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিজেরা তৈরী করার জন্য প্রযোজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
iv) স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ
v) দৈনন্দিন সকল কাজে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
vi) স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সম্পর্কে জনগণকে সচেতনকরা।

৭। লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহারঃ পরীক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে এনজিওগুলো লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আর'/ডি/অর/এস (RDRS) treadle পাম্প এবং বাঁশের নলকূপ, এমসিসি(MCC), এম এ ডব্লিউ টি এস (MAWTS) পাম্প উন্নত করেছে। ব্র্যাক এবং সিএমইএস (CMES) চুলাথেকে সর্বাধিক উপযোগীতা পাওয়ার জন্য চুলাকে উন্নত করেছে।[৫৫] তাছাড়াও এনজিও গুলো লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব গুরুত্ব পূর্ণ কাজ করে থাকে তা হচ্ছে ঃ-

---

[৫২] হাকিম আর-রশীদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮-১৯
[53] *Rasheda, K Choudhury (ed) 1994, op,cit, P- 19.*
[54] *Md. Fazlul, Haque 1991, op, cit, P-26*
55. I bid, p.17-18

Dhaka University Institutional Repository

i) কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার বিস্তার

ii) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে সহায়তা

iii) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা

iv) জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্যে ওম চূলা, সৌরচূলা তৈরী ও বিতরণ

v) বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন।[৫৬]

৮। **ঋণ কার্যক্রম :** এনজিও গুলো বাংলাদেশে যেসমস্ত কাজ করে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক এনজিও এই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৫৭] গ্রামীণ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য এনজিও গুলো এই ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। যার ফলে অনিবার্যভাবে তাদের কাছ থেকে ঋণ পেয়ে থাকে দরিদ্র নারীও পুরুষ । এনজিও গুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই ঋণের পরিমান ৪০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা । আর গ্রুপভিত্তিক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ঋনের পরিমান যখন ক্রমে ৩,০০০ টাকা থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দিয়ে থাকে । এনজিও গুলো এই ঋণের উপর ৫% থেকে ২০% পর্যন্ত নিয়ে থাকে।[৫৮] এনজিও গুলো যে সব ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলোঃ

i) ক্ষুদ্র ব্যবসা

ii) কৃষি কাজ

iii) গবাদি পশু পালন ও পরিচর্যা

iv) হাঁস মুরগির খামার

v) ক্ষুদ্র শিল্প

vi) রেশম চাষ

vii) সবজি বাগান

viii) মৎস্য চাষ ইত্যাদি।[৫৯]

৯। **শিশু উন্নয়ন :** শিশুদের উন্নয়দের জন্য এনজিও সমূহ ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বিশেষতঃ শিশু উন্নয়নের জন্য তারা যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

i) শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

ii) মাতৃদুগ্ধ পানে উদ্বুদ্ধকরণ

iii) ছিন্নমূল শিশুদের পুনর্বাসন

iv) স্কুল ও এতিমখানা পরিচালনা

v) পুষ্টি কার্যক্রম

vi) শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা।[৬০]

---

[৫৬] হারুন অর রশীদ প্রাগুক্ত' পৃঃ ১৯

[57] *Rasheda, K Choudhury (ed) 1994, op-cit, P-16*

[58] *হারুন অর রশীদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ : ২০-২১*

[59] *Rasheda K Choudhury (ed), op-cit, P-16*

[৬০] *হারুন অর রশীদ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ২০*

Dhaka University Institutional Repository

১০। পরিবেশও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমঃ এই বিষয়টি এখন জাতীয় গুরুত্বের অন্যতম শীর্ষে অবস্থান করছে। এনজিও সমূহ এ ব্যাপারে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে এনজিও সমূহ যেসব কাজ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ-

i) পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ
ii) বৃক্ষ রোপন
iii) সামাজিক বনায়ন
iv) নদী ও জলাভূমি সংরক্ষণ।[৬১]

৩৭০টি দেশীও বিদেশী এনজিও পরিবেশ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীতে এবং আরও ৯০ টি এনজিও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এনজিও গুলো ৪০,০০০ গ্রামে পরিবেশ সচেনততা এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ৪৩১২ টি গ্রামে ৩৮৮০০০ টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪৪০০০ জনলোক সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ব্র্যাক সারা বাংলাদেশে ৫০,০০০ টি নার্সারী প্রকল্প তৈরী করেছে।[৬২]

১১। নারী -পুরুষ সম্পর্ক ঃ বাংলাদেশ পুরুষ শাসিত সমাজ। জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। কিন্তু নারীকে চারদেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের অবস্থা হচ্ছে খাচায়-বন্দী পাখির মত। পর্দা প্রথার কারণে নারীর চলাফেরাও সীমিত । নারীদের কাজ হচ্ছে সন্তান ধারণ, সন্তান লালন পালন, রান্নাবান্না, গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ করা। নারীদের কাজের মূল্যও পুরুষের চেয়ে অনেক কম। নারীদের প্রায়ই শারিরীক নির্যাতন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং যৌন নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়।[৬৩] এনজিও গুলো হলো বাংলাদেশের এই নির্যাতিত নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ হিসাবে নারীর অধিকার প্রতিস্ঠা এবং পুরুষের পাশাপাশি সকল কাজে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীব্যাপী যে আন্দোলন শুরু হয়েছে বাংলাদেশও তার অংশীদার। এই বিষয়ে এনজিওরা যে সব কাজ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ হচ্ছেঃ-

i) নারীর ক্ষমতায়ন
ii) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ
iii) নারী অধিকার প্রতিস্ঠার জন্য নারী- পুরুষ উভয়ের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম।

---

[৬১] প্রাগুক্ত' পৃঃ ২০
[62] *Choudhury, op, cit, P-18*
[63] *I bid p-18*

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর ভূমিকা ফলপ্রসু করা ।[৬৪]

i) যৌতুক দেয়া ও নেওয়া বন্ধ করা।

ii) বিভিন্ন আইন সম্পর্কে সচেতন করা।

১২। মানবাধিকার ও আইনী সহায়তাঃ এক্ষেত্রে এনজিওরা যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সে সবের মধ্যে রয়েছে ঃ-

i) মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা

ii) বিভিন্ন আইন সম্পর্কে সচেতন করা

iii) আইনগত অধিকার লংঘিত হলে আইনী আশ্রয় গ্রহণে সহায়তা করা

iv) দুঃস্থ্য ব্যক্তিদের প্রয়োজনে আইনী সহায়তা প্রদান

v) ঘুষ, দূনীর্তি ও যৌতুকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা

vi) জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনগণের ইতিবাচক অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

vii) দ্রব্যমূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রনের জন্য আন্দোলন গড়েতোলা।[৬৫]

খ। পুর্নবাসন প্রকল্পঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের উন্নয়নের জন্য এনজিওরা বিভিন্ন রকম পুর্নবাসন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। এ ধরনের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ-

i) গৃহ নির্মাণ

ii) রাস্তাঘাট মেরামত ও নির্মাণ

iii) সার ও বীজ বিতরণ

iv) আপাতঃ কর্ম সংস্থান

v) গৃহ, স্কুল সহ বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার

vi) আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। [৬৬]

গ। জরুরী ত্রাণ প্রকল্পঃ রোগ,শোক, দুর্ভিক্ষ, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, জলোচ্ছাস, ঝড়, সংক্রামিত ব্যাধি প্রভৃতি উপদ্রুত এলাকায় এনজিওরা জনগণের আপদ কালীন সময় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে ত্রাণ কার্যক্রম প্রদান করে থাকে। জরুরী ত্রাণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছেঃ

---

[৬৪] হারুন অর রশীদ, পূর্বোল্লিখিত পৃঃ ২১

[৬৫] প্রাগুক্ত পৃঃ ২১

[৬৬] প্রাগুক্ত' পৃঃ ২১-২২

i) খাবার বিতরণ

ii) ঔষধ ও কাপড়-চোপড় বিতরণ

iii) অস্থায়ী আবাসন

iv) চিকিৎসা

v) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

vi) শরনার্থীদের কল্যাণ।[৬৭]

উপরে বর্ণিত কার্যাবলী ছাড়াও এনজিও সমূহ কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের বাইরেও কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে এবং এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থার কাছ থেকে এককালীন অনুদান হিসেবে অর্থগ্রহণ করে থাকে। এনজিও সমূহের প্রকল্প গুলো দীর্ঘমেয়াদী এবং সময়ের ফলাফলও সদূর প্রসারী । কিন্তু এককালীন কার্যক্রমগুলোর কার্যকাল স্বল্পমেয়াদী এবং এসবের ফলাফল দীর্ঘমেয়াদী কাজের সাথে সম্পর্কিত। এই ধরনের এককালীন কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে।

i) বই পুস্তক ও লাইব্রেরী- সামগ্রী ক্রয়

ii) অফিস সামগ্রী ক্রয়

iii) বিদেশ ভ্রমণ

iv) সেমিনার, কর্মশালা ও সভাঅনুষ্ঠান

v) বিশেষ প্রকাশনা

vi) জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম। [৬৮]

---

[৬৭] প্রাগুক্ত পৃঃ ২২

[৬৮] প্রাগুক্ত পৃঃ ২২

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- চতুর্থ

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দশ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল । ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ ভারতে উদ্বাস্তুদের রিলিফের কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ।[১] স্বাধীনতার পর লক্ষলক্ষ উদ্বাস্তু দেশে ফিরে আসতে শুরু করে।[২] তাদের আশ্রয় খাদ্য,বাড়ী কিছুই ছিল না। জনাব ফজলে হাসান আবেদ ও বাংলাদেশে ফিরে এসে উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্য দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হলেন।[৩] তিনি দেখলেন একদল নিবেদিত প্রাণ তরুণ এই পুনর্বাসন কাজে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত। তাদের নিয়ে তিনি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিলেটের সাল্লা এলাকায় গড়ে তুলেন "Bangladesh Rehabilitation Assistance Committe"যা পরবর্তীতে ব্র্যাক (BRAC-Bangladesh Rural Development Advancement committee) নামে পরিচিত।[৪] উদ্বাস্তুদের জন্য ভারত থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে তৈরী করা হল শত শত নৌকা এবং মাছ ধরার জাল।[৫] ব্র্যাক সাল্লাতে স্থাপন করল চিকিৎসা কেন্দ্র, নিশ্চিত করা হল প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা।

এক বৎসর পর ফজলে হাসান আবেদ ও তার সহকর্মীরা উপলব্ধি করলেন রিলিফ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম সাময়িক ভাবে মানুষের অভাব পূরণ করতে পারছে কিন্তু স্থায়ী ভাবে মানুষের অবস্থার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারছে না। এই উপলব্ধি থেকেই ব্র্যাক গ্রামীণ মানুষের স্থায়ী ভাবে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ শুরু করে।[৬] ত্রাণ ও পুনর্বাসন তৎপরতার মধ্য দিয়ে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল সে ব্র্যাক আজ বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রদূত হিসেবে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে।

<u>ব্র্যাকের কার্যক্রমঃ</u> দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষমতাবান করার লক্ষ্যে ব্র্যাক বিভিন্ন কার্যক্রম (চিত্র৪.১,৪.২,৪.৩)পরিচালনা করছে। ব্র্যাকের কার্যক্রমকে প্রধানত দুইভাবে ভাগ করা যায় যথাঃ

---

[1] Martha Alterchen, 'A Quite Revolution' Women in Transition in Rural Bangladesh, (Dhaka, BRAC Prokashana, 1993) p. 1

[2] Catherine H. Lovell, Breaking the Cycle of Poverty, The BRAC Strategy, (Dhaka, University press limited, 1992) P - 23,

[3] Martha Alter Chen, op cit p -1.

[4] I an Smillie, Words And Deeds, BRAC At 25, (Dhaka BRAC Center 1997), P - 11

[5] Catherine H. Lovell, Op, cit. P -23

[6] I bid , p-23

Dhaka University Institutional Repository

ক)উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম

খ) বাণিজ্যিক কার্যক্রম

(ক) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম : ব্র্যাকের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

যথা: (১) মূলকার্যক্রম

(২) সহায়ক কার্যক্রম

১) মূল কার্যক্রম : ব্র্যাকের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:-

(ক) পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (RDP)

(খ) উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (NFPE)

(গ) স্বাস্থ্য কার্যক্রম (শিশু ও মহিলাদের) (WHDP)[৭]

২) সহায়ক কার্যক্রম : ব্র্যাকের সহায়ক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে :

ক) প্রশিক্ষণ (Training)

(I) গবেষণা (Research)

(II) মনিটরিং (Monitoring)

(III)Public Affairs and communication

(IV) প্রকাশনা (Publications)

খ) বাণিজ্যিক কার্যক্রম : ব্র্যাক স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যথা :

(ক) ব্র্যাক প্রিন্টিং (BRAC Printing)

(খ) কোল্ড ষ্টোরেজ (Cold Storage)

(গ) গার্মেন্টস (Garments)

(ঘ) আড়ং (Arong)

(ক) পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (RDP) : গ্রামীণ অর্থনীতির অবকাঠামোগত বিপর্যয়ের মোকাবেলা করে দরিদ্র মানুষদেরকে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর সূচনা।[৮] ব্র্যাকের কর্মসূচীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী

---

[7] Noveb, Going, to Scale the BRAC Experience 1972-1992 / Canada Aga Khan Foundation 1993) P -11

[৮] এক নজরে ব্র্যাক, (ঢাকা : ব্র্যাক প্রকাশনা, তারিখ বিহীন) পৃ: ২

Dhaka University Institutional Repository

Figure : 4.1

BRAC PROGRAMME AREAS

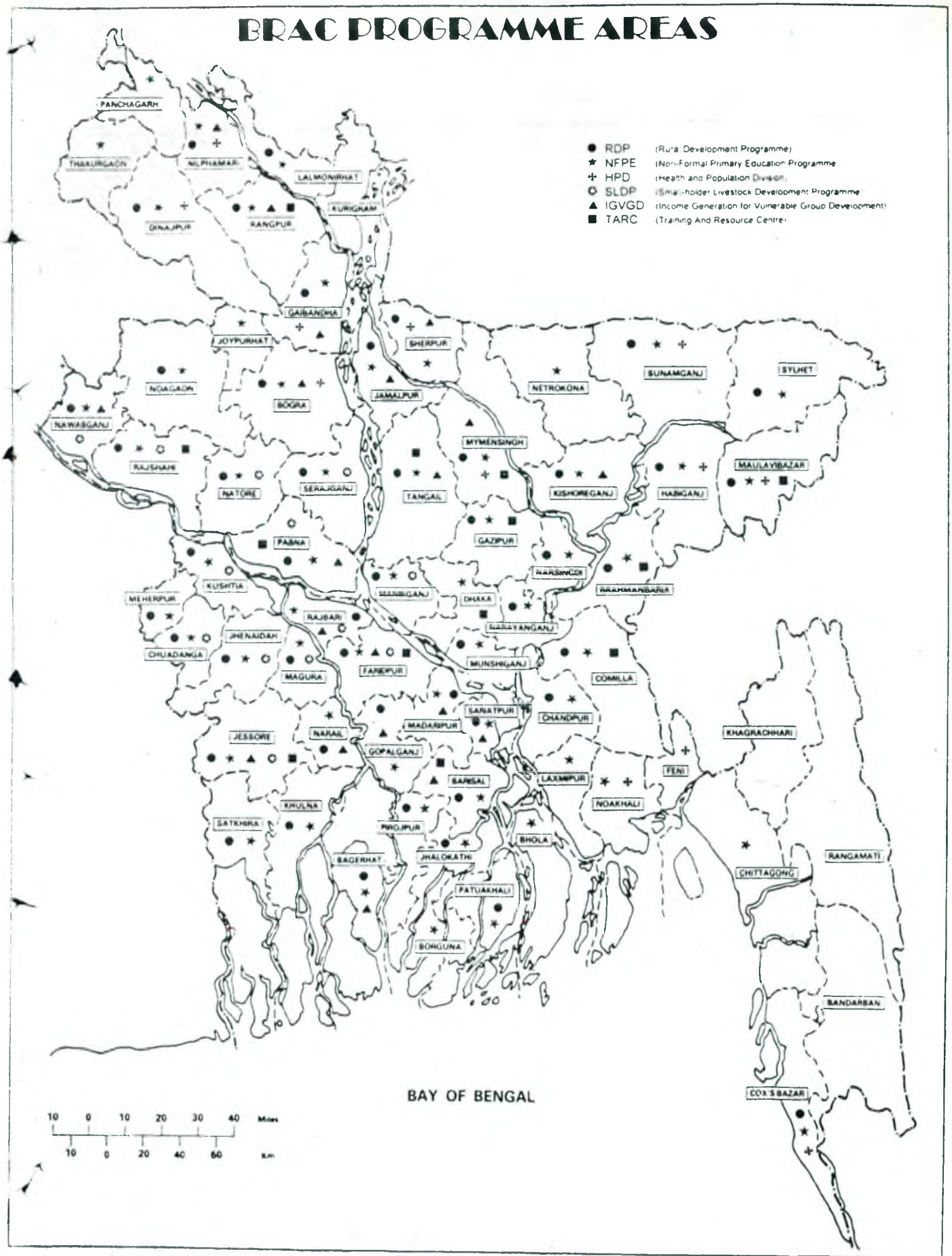

Source : BRAC Organizational Records 1996.

Figure : 4.2

THE BRAC TREE

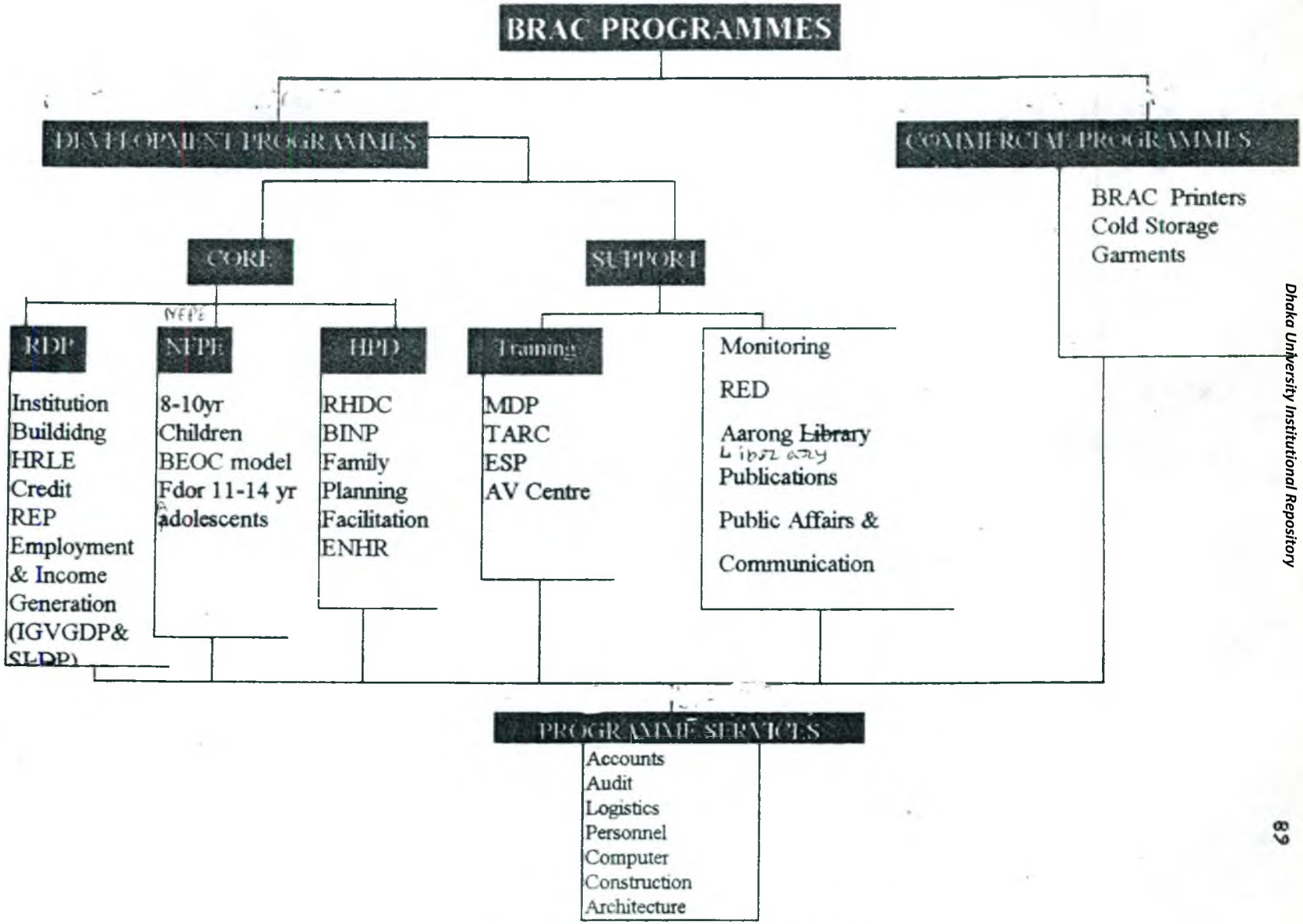

Source : BRAC Organizational Records, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

Figure : 4.3 BRAC ORGANOGRAM

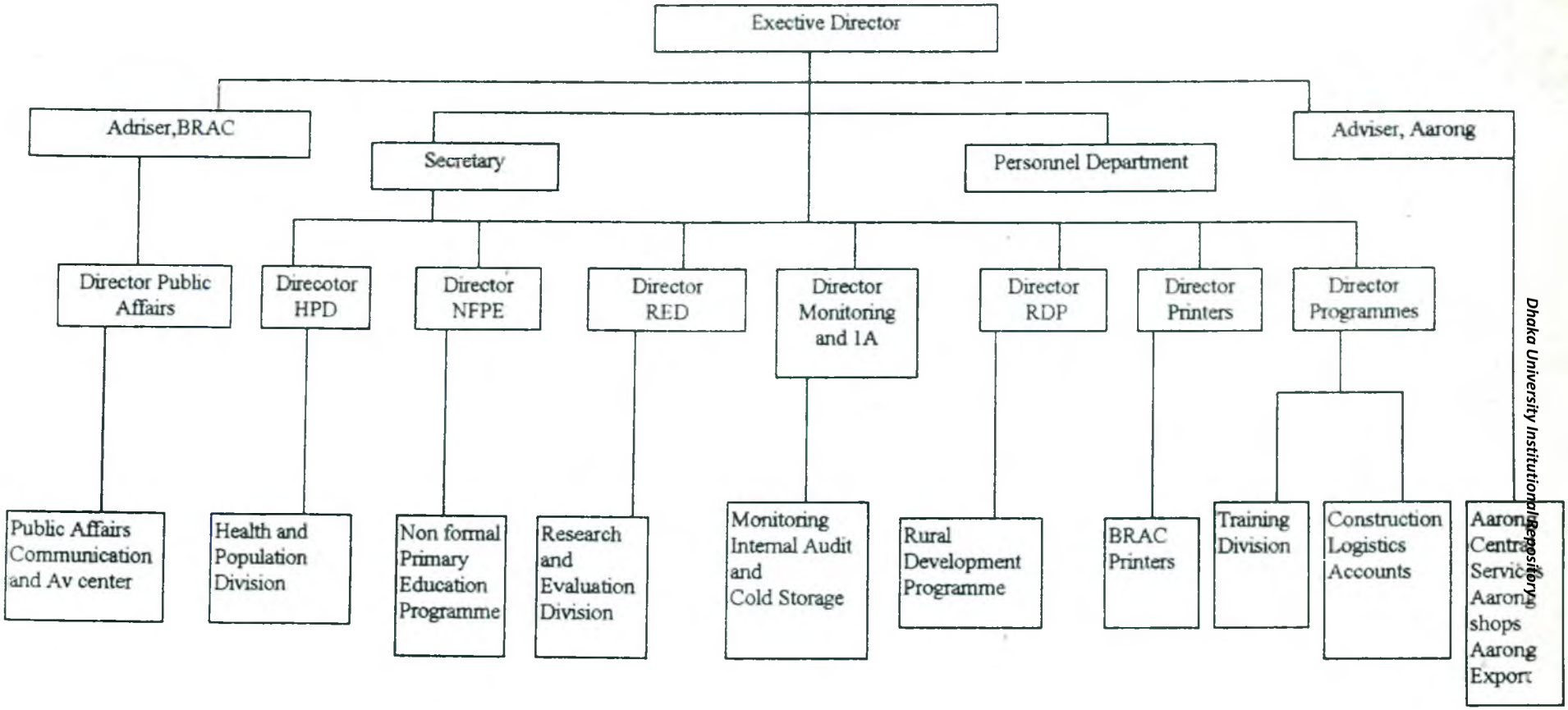

Source : BRAC Organizational Records , 1996.

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী। এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী হচ্ছে অন্যান্য কর্মসূচীর মূলভিত্তি।[৯] (চিত্র ৪.৪.পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর সংগঠনিক কাঠামো দেখানো হলো)।[১০] বর্তমানে ব্র্যাক এর গ্রাম সংগঠনের সংখ্যা হচ্ছে ৫৪, ২৩৮। এসব সাংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১.৮৪ মিলিয়ন এবং তারা ১৪,৭২৮ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করেছেন।[১১] ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী গুলো হচ্ছে :

১) <u>গ্রামীণ সংগঠন (VO)</u> : গ্রামীণ সংগঠনগুলোর মুল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।[১২] পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রামীন সংগঠনের ভিত্তিতে গঠন করা হয়। গ্রামীণ সংগঠনের মাধ্যমে ব্র্যাক গ্রামীণ ভূমিহীন, দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করে তাদেরকে ঋণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা যেমন, টেকনিকেল প্রশিক্ষণ, উপকরণ, সরবরাহ করে। একটি গ্রামীণ সংগঠনে ৩৫-৪০ জন সদস্য থাকে। সদস্যদেরকে সপ্তাহের প্রতিটি মিটিংএ উপস্থিত থাকতে হয়। সদস্যরা ব্র্যাক থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পর আয় বৃদ্ধির জন্য ঋণ নিতে পারে। ব্র্যাকের সদস্যরা প্রত্যেকটি মিটিংএ ১৭টি প্রতিজ্ঞা পুনরাবৃত্তি করে সেগুলো হচ্ছে-

1. We shall not do malpractice and injustice.
2. We shall work hard and bring prosperity to our family.
3. We shall send our children to school.
4. We shall adopt family planning and keep our family size small.
5. We shall try to be clean and keep our house tidy.
6. We shall always drink pure water.
7. We shall not keep our food uncovered and will wash our hands and face before we take our meal.
8. We shall construct latrines and shall not leave our stool where it doesn't belong.
9. We shall cultivate vegetables and trees in and around our house.

---

[9] Catherine H. Lovell, op cit;P-37
[10] I bid p - 38
[11] BRAC, Annual Report-1996, (Dhaka BRAC printers, 1997) p -3
[12] Rehman Sobhan, (ed), Experiences with Economic Reform, A Review of Bangladesh Development, (Dhaka : University press limited ,1995). P- 438.

Figure : 4.4 Organogram of the Rural Development Program (RDP)

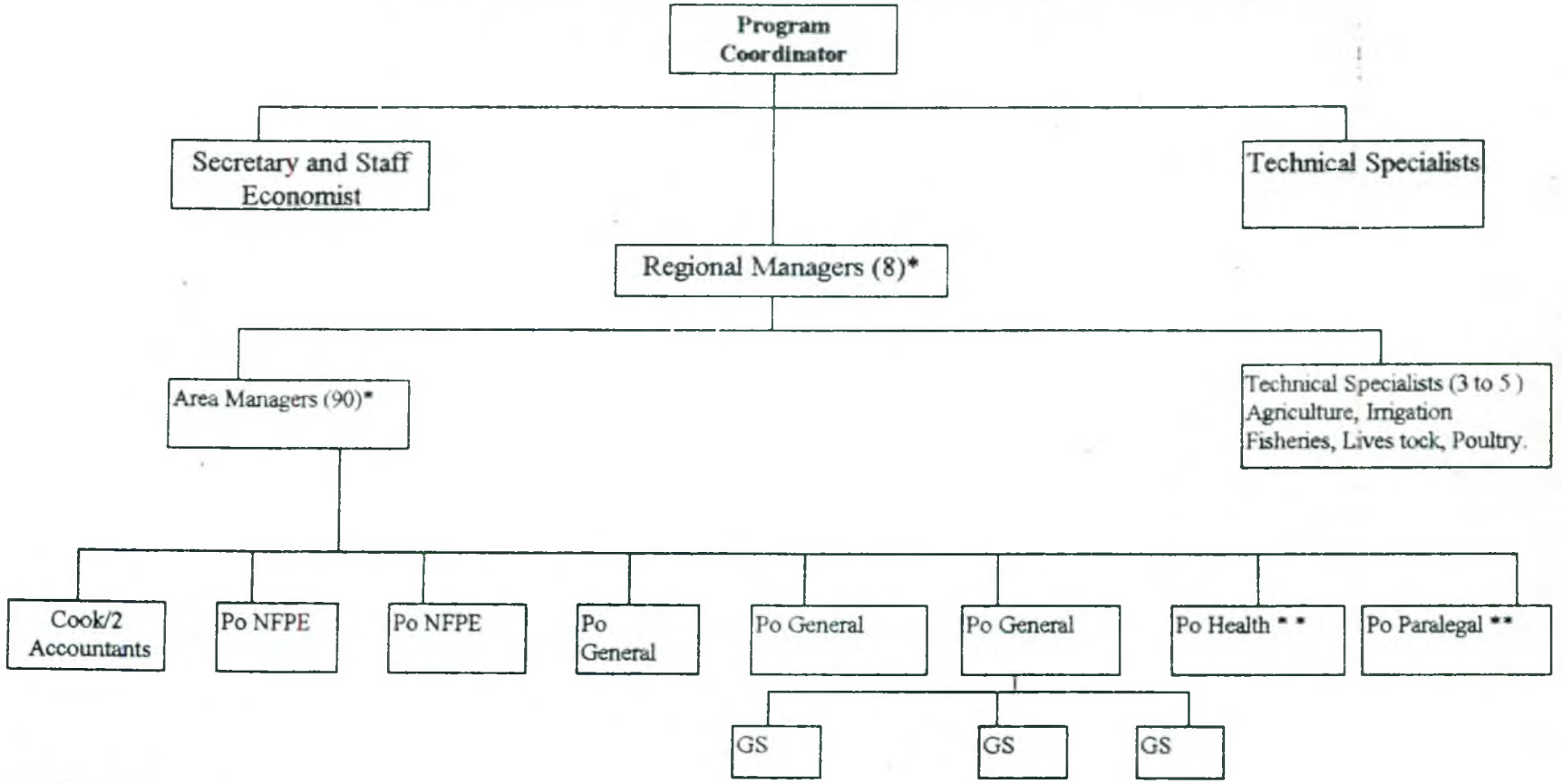

Po= Program Organizer
NFPE= Non-Formal Primary Education
Gs=Gram Shebok (village Assistant)
* Each regional manager looks after approximately 10 area offices , Each area office covers 100 village organizations with 6,000 to 7,000 members
** 20 of the area offices have health pos and 15 have paralegal pos . These numbers are growing.

Source: Rural Development Program Records, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

10. We shall try to help others under all circumstances.
11. We shall fight against polygamy and injustices to our wives and all women.
12. We shall be loyal to the organization and abide by its rules and regulations.
13. We shall not sign any thing without having a good understanding of what it means (we will look carefully be fore we act)
14. We shall attend weekly meetings regularly and on time.
15. We shall always abide by the decisions of the weekly group meetings.
16. We shall regularly deposit our weekly savings.
17. If we recdive a loan we will repay it on time. [13]

382826

গ্রামীণ সংগঠনের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি গ্রামে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী আছেন। স্বাস্থ্যকর্মীকে স্বাস্থ্যসেবিকা বলা হয়। [১৪] প্রতিটি গ্রামে মহিলা ও পুরুষদের আলাদা গ্রামীণ সংগঠন থাকে। একই গ্রামে মহিলাদের সংগঠন ব্যতিত পুরুষদের সংগঠন গঠন করা হয় না। [১৫]

(II) ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম : একটি গ্রাম সংগঠনে কয়েকমাস কাজ করার পর সদস্যদের ৫জনের এক একটি ছোট দল গঠন করা হয় ঋণসেবা প্রদানের জন্য। সদস্যদের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রাপ্তি, সাপ্তাহিক সভাতে নিয়মিত উপস্থিতি, সঞ্চয় অর্থাৎ প্রথম ঋণের জন্য ৫%, দ্বিতীয়টির জন্য ১০% এবং তৃতীয় দফা ও পরবর্তী ঋণের জন্য ১৫%। ব্র্যাকের একজন সদস্য সর্বনিম্ন ৫০০ ও ৭০০০টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তবে একটি পরিবারের সর্বোচ্চ দু'জন মিলে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়ে থাকেন। একটি যৌথ একাউন্টে প্রত্যেক সদস্যকে প্রতিমাসে ২ (দুই) টাকা করে জমা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

---

[13] Catherine H. Lovell, Breaking the Cycle of Poverty. The BRAC Strategy, (Dhaka University press limited, 1992) P -84.

[14] BRAC, Rural Development Programme IV. Project Proposal for 1990-2000, (Dhaka ; BRAC printers) P-

[15] Lovell, opicit, p -39

Figure : 4.5 Organogram of the Rural Credit Project (Rep)

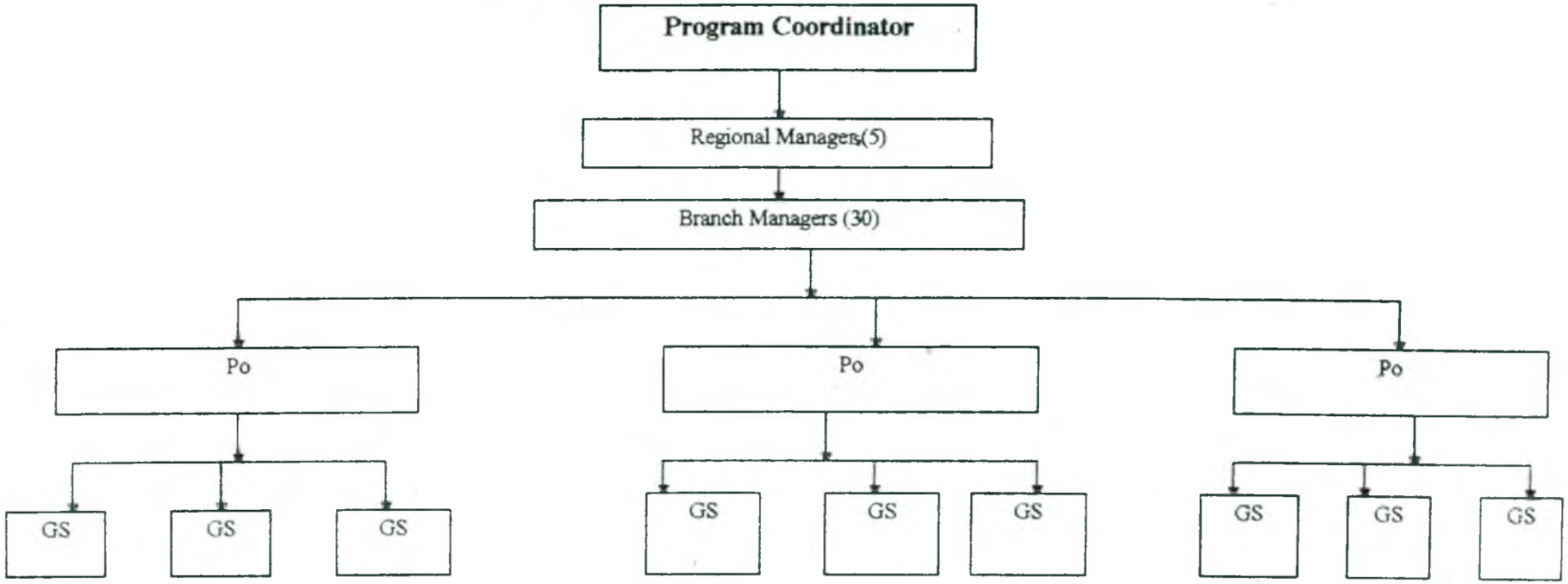

Po = Program Organizer
GS= Gram Shebok (Village Assistant)
Source: BRAC RCP Project records

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে হয়। [১৬] ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ব্র্যাকের সদস্যরা ১৪.৭২ মিলিয়ন টাকা জমা করেছেন। ব্র্যাকের ১.৮৪ মিলিয়ন লোক ১৪,৭২৪ মিলিয়ন টাকা জমা করেছেন। ব্র্যাকের ১.৮৪মিলিয়ন লোক ১৪,৭২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ নিয়েছে।(চিত্র : ৪.৫এ গ্রামীণ ঋণ কর্মসূচীর সাংগঠনিক কাঠামো দেখানো হলো)।

(III) আয়বৃদ্ধি কার্যক্রম : ব্র্যাকের সদস্যরা ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেচ, মৎস্যচাষ, হাঁসমুরগী ও গবাদি পশুপালন, হস্তশিল্প, পরিবহন, বনায়ন, কৃষি প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ব্র্যাক প্রতিটি কর্মসূচীর জন্য, ঋণ প্রদান করে থাকে যাতে সদস্যরা নিজেদের আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। জুন ১৯৯৫ পর্যন্ত ৫০০০,০০০ জন লোক এই কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে হাঁসমুরগী পালনে ক্ষেত্রে।[১৭]

(IV) মানবাধিকার ও আইনীশিক্ষা কার্যক্রম : ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইনীশিক্ষা কার্যক্রম গ্রামীণ মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা দারিদ্র্যতা এবং নারী বৈষম্যের স্বীকার হয় এবং আইন সম্পর্কে তাদের ধারণা না থাকায় তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়। ব্র্যাক এইসব সমস্যা দূরকরার চেষ্টা করছে মানবাধিকার ও আইনী শিক্ষার মাধ্যমে। ব্র্যাক মানবাধিকার ও আইনীশিক্ষার মাধ্যমে নারী নির্যাতন, বেআইনী তালাক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের বিয়ে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। [১৮] ১৯৯৬ সালে ২৬৮৯৪১ জন গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যকে ব্র্যাক 'Human Rights and Legal Education' সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ব্র্যাকের ৫০টি RDP এরিয়াতে।প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষা নিয়েছে action against illegal divorce, advocating registered marriage and pursuing claims of rightful inheritance সম্পর্কে। [১৯]

নির্দিষ্টভাবে ব্র্যাকের **HRLE** কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

1. to give vo members access to information about law.
2. to demystify the law through legal literacy classes.
3. to raise their awareness about their legal rights.

---

[16] I bid, p - 39
[17] BRAC, Rural Development Programme iv, Project Proposal for 1990-2000 op.cit, p-9
[18] I bid, p -9
[19] BRAC, Annual Report 1996, OP. Cit, P - 27.

Dhaka University Institutional Repository

4. to empower the rural poor legally and socially. [20]

V. Rural Enterprise Project (REP) : REP - এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা, নিরীক্ষার মাধ্যমে ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানের জন্য উৎপাদন কার্যাবলীর উন্নতিবিধান। REP কার্যক্রম পরিচালিত হয় একজন প্রোগ্রাম ম্যানেজার, দুইজন স্পেশালিষ্ট ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন টেকনিকেল স্পেসালিষ্ট যেমন, মৎস্য চাষ, রেশম এবং মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা।[২১] গতানুগতিক প্রকল্পের বাইরে REP-এর কার্যক্রম হচ্চে মহিলা মালিকানাধীন রেস্তরা যাকে 'সুরুচি' (Goode teste) এবং মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত মুদিদোকান সুপণ্য (Quality Goods) উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ১০৬৭ টি রেস্তরা এবং ৪৪৫১টি মুদিদোকান চালু হয়েছে। [২২] REP প্রজেক্ট এর অর্ন্তভূক্ত অন্যান্য কার্যক্রম গুলো হচ্ছে মধুসংগ্রহ, ইটতৈরী, রাইসমিল, চিংড়ি চাষ, সুতা এবং কাপড় ডাইং, সুতা পাকানো হেন্ডলুম এবং পরীক্ষামূলকভাবে কার্পোটের ওয়ার্কশপ। [২৩] ১৯৯৬ সাল থেকে লন্ড্রি, টেইলারিং দোকান এবং Biodigester ও তেল পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়। [২৪]

(VI) অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে দু:স্থ মহিলাদের উন্নয়ন (আইজিভিজিডি): ব্র্যাক আইজিভিডি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় তিনটি সংস্থা World Food Programme (WFP)'/Directorate of Relief and Rehabitation (DRP) এবং Department of livestock services (DLS) of the goverment of Bangladesh এর সাথে যৌথভাবে। [২৫] এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীণ সমাজের অনগ্রসর মহিলারা। এই কর্মসূচারী ১০% মহিলাকে কভার করে যাদের কোন জমিনেই সামান্য আয় আছে অথবা কোন আয় নেই এবং যাদের স্বামীরা তাদের কে পরিত্যাগ করেছে অথবা তালাক দিয়েছে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা নিখোঁজ রযেছে। ভিজিডি (VGD) কার্ডহোল্ডারদেরকে প্রাথমিক নির্বাচন করেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণ। সিলেকশন চুড়ান্ত করেন Department of Relief and Rehabitment (DRP), Peparation of livestock services (DLS), Local Union Parishad এবং ব্র্যাক এর প্রতিনিধিরা। ভিজিডি কার্ডে মাসে সোয়া ৩১ কেজি করে গম

---

[20] I bid, P -27

[21] NGO Strategic Management in Asia, Focus on Bangladesh, Indonesia and the Philipines, Asian, NGO colition for Agrerian Reform and Rural Development, (Philippines, 1988) P -41.

[22] BRAC, Annual Report, 1996, op; cit , p - 3

[23] BRAC, Annual Report, 1995, (Dhaka; BRAC printers) p - 9

[24] BRAC, Annual Report, 1996, op; cit, p -23.

[25] BRAC, Annual Report, 1995, OPCit, p - 6

Dhaka University Institutional Repository

পায় বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহযোগিতায় সরকারের তরফ থেকে দু'বছর মেয়াদের জন্য । প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ১৫০-২০০ ভিজিডি কার্ডহোল্ডার রয়েছে। ভিজিডি কার্ড প্রাপ্ত পল্লীর দু:স্থ মহিলাদেরকে হাঁসমুরগী পালনের জন্য বাছাই করা হয় এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৯৯৪-৯৫ বৎসরে ১৭৮৯৩৩ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্য ৫২৪ মিলিয়ন ঋণনিয়েছে বিভিন্ন আয় বর্ধিতকরণ কার্যক্রমের জন্য।[২৬]

The Small Holder livestock Development Programme (SLDP): ব্র্যাক ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি থেকে সরকারের সাথে যৌথভাবে এই কর্মসূচী চালু করেছে। (SLDP) কর্মসূচী ৬৬টি থানাতে খোলা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২১৩১১৯ জনমহিলাকে SLDP এর অধীনে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার প্রদান করে FAD ঋণপ্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কৃষিব্যাংক করে থাকে এবং D A NIDA কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যায়ভার নির্বাহ করে।[২৭]

খ) উপআনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (NFPE) : শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে শিক্ষালাভের অধিকার এবং শিক্ষা হবে কমপক্ষে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই নিরক্ষর। বর্তমান স্বাক্ষরতার হার শতকরা ৩৩ (১৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের)। [২৮] মহিলাদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার সর্বনিম্ন। মহিলাদের মধ্যে শতকরা ১৬ ভাগ লিখতেও পড়তে পারেন। গ্রামে এই হার আরো কম। শতকরা ৭০ ভাগ শিশু প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হলেও তাদের তিন ভাগের দুইভাগ শিশু পাঁচ বৎসরের প্রাইমারী স্কুল শেষ করতে পারেনা। যারা প্রাইমারী স্কুলের লেখা ও পড়া শেষ করতে পারে তারা শিক্ষার একটি স্তর অতিক্রম করে। [২৯] (চিত্র : ৪.৬ এ NFPE এর সাংগঠনিক কাঠামো দেখানো হলো।)

'২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা অর্থাৎ সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দানে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারী কার্যক্রমের অগ্রগতি আদৌ আশাপ্রদ নয়। প্রতিবছর প্রায় ১কোটি ১৫লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়। এই সংখ্যা দেশের স্কুলে-ভর্তি উপযোগী ছেলেমেয়েদের ৭৮ ভাগ মাত্র। এরপরও দেখা যায় প্রাইমারী স্কুলের

[26] BRAC, Annual Report ,1996 opcit, p - 21
[27] I bid, P - 22
[২৮] আহমেদ সালেহউদ্দীন ও অন্যান্য (সম্পাদক) নির্যাস, ব্র্যাকের গবেষণা তথ্য বিচিত্রা, (ঢাকা: ব্র্যাক প্রকাশনা; ১৯৯৫) খন্ড, ১ পৃ - ৮০
[29] C.H. Lovell, and, K. Fatema, The BRAC non-formal primary education programme in Bangladesh (New York, UNICEF, 1989) p - 8

Figure: 4.6 Organogram of the N on - Formal Primary Education Program (NFPE)

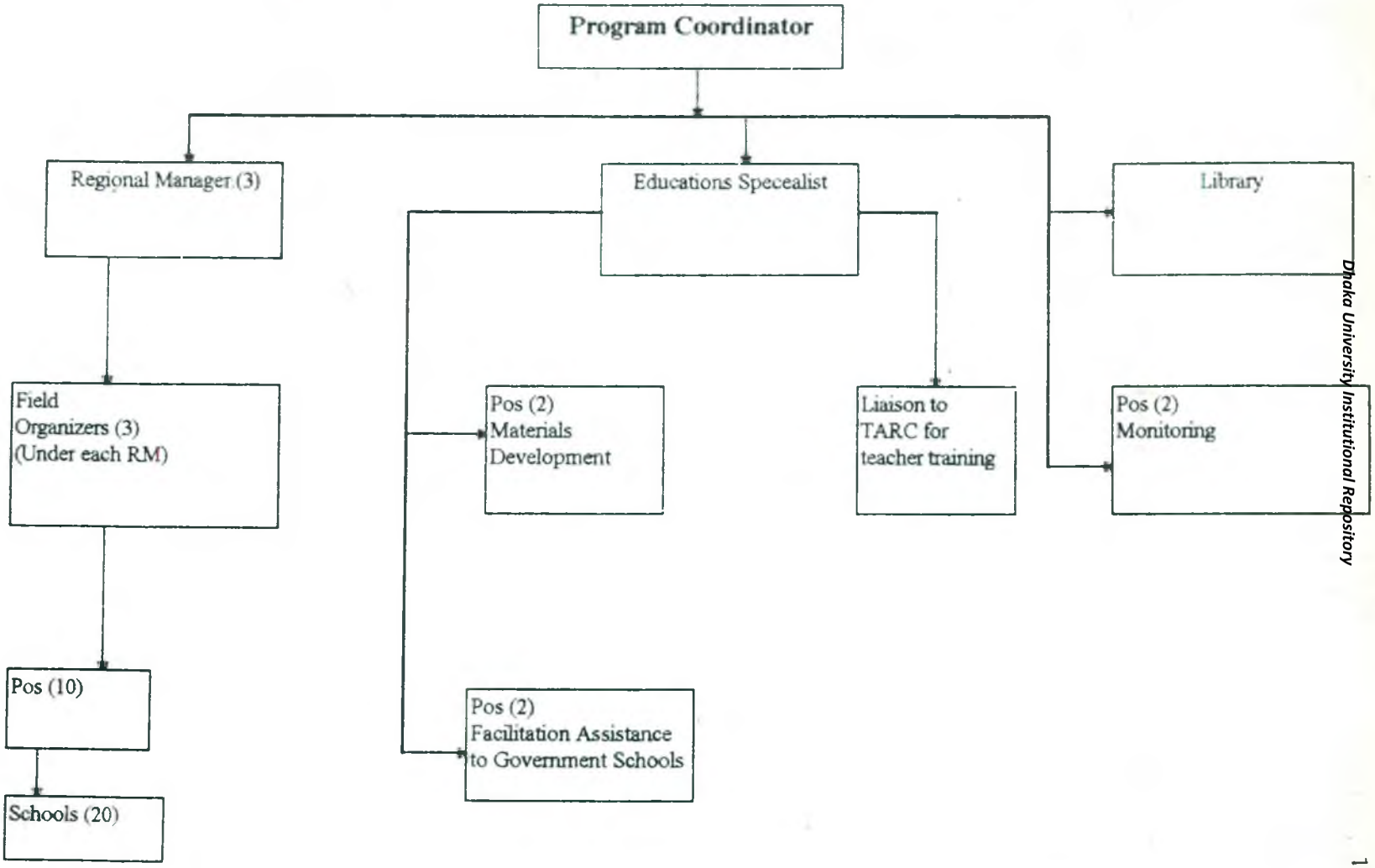

Source: BRAC , NFPE Program 1991

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৬৬জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই স্কুল ছেড়ে চলে যায়। এর পেছনে যে সব কারণ রয়েছে তা দুর করার সঠিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলে স্বাক্ষরতা বা প্রাথমিক শিক্ষা আশানুরূপ প্রসার ঘটছে না। [৩০]

বাংলাদেশের মোট জাতীয় প্রবৃদ্ধির (GDP) মাত্র শতকরা ২.২ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। কিন্তু এ অর্থের ৭০ ভাগই ব্যয় হয় শহর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য। বিশেষত উচ্চ শিক্ষার জন্য। অথচ দেশের ৮০ভাগ মানুষই বাস করে পল্লী অঞ্চলে। ফলে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হার বাড়ছে না এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে একটা বড় রকমের ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। তেমনি বৈষম্য রয়েছে পুরুষ ও মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে। ১৯৮১ সালের এক সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পল্লী এলাকার শতকরা ২৭.৩ ভাগ পুরুষ এবং ১৩.৭ ভাগ মহিলা (৫ বা তদুর্ধ্ব বয়সের) অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। তুলনামূলক ভাবে শহর এলাকায় শতকরা ৪৮.৬ ভাগ পুরুষ এবং ৩০.৩ ভাগ মহিলা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। শিক্ষার এই সংকট প্রাথমিক স্তরেই বেশী ঘূর্ণীভূত। [৩১]

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিত বৈষম্য দুর এবং দরিদ্র জনগনকে জীবনমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে ব্র্যাক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় এবং মেয়েদের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। মা তার শিশুর প্রথম শিক্ষক, কাজেই মেয়েদের শিক্ষার উপরই জোর দেয়া হয়। কারণ আজকের মেয়ে ভবিষ্যতের মা। এই লক্ষ্যে ব্র্যাক ১৯৮৪ সালে স্বল্প ব্যয়ের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। [৩২] এই কর্মসূচিটি ১৯৮৫ সালে ২২টি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের মাধ্যমে চালু করা হয়। ১৯৯২ সালের মাঝামাঝিতে ৮৭০০ স্কুল খোলা হয়। ব্র্যাকের স্কুলে ৭০% মহিলা লেখাপড়া করে এবং শিক্ষকদের মধ্যে ৮২% হচ্ছে মহিলা। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের হার ছিল ১৮%। [৩৩] ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনচারভাগে ভাগ করা যায়।যথা:-

i) উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা : বাংলাদেশে শিক্ষা বঞ্চিত ও স্কুল ত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক। এমনি সব ছেলেমেয়ে বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে

---

[30] আহমেদ সালেহউদ্দিন পূর্বোল্লিখিত, পৃ: ৮০

[31] প্রাগুক্ত, পৃ: ৮০ -৮১

[32] প্রাগুক্ত, পৃ: ৮১

[33] *S. Anis led Together for Education : New Horizons in Bangladesh, (Dhaka : BRAC printers 1992) Page-4*

Dhaka University Institutional Repository

ব্র্যাক শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করেছে। স্কুল গুলি তিন বৎসর মেয়াদী। ৮থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এ-স্কুলে লেখাপড়া শিখে। একটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০।এতে প্রত্যেকটি ছাত্রীকে বিশেষভাবে যত্নকরা যায়। সরকারী ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭০-৮০জন হয়[৩৪] একজন মাত্র শিক্ষক, যার বেশির ভাগই শিক্ষয়িত্রী। বাংলা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি এই তিনটি বিষয় স্কুলে পড়িয়ে থাকেন। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দেশ ও পৃথিবী সম্পর্কিত প্রাথমিকজ্ঞান পরিবেশ পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত। স্কুলের জন্য বই স্লেট, পেন্সিল, ব্লাক বোর্ড ও প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং শিক্ষকের বেতন ব্র্যাক দিয়ে থাকে। পড়ুয়াদের ৭০ভাগই মেয়ে এবং স্কুল ছেড়ে যাওয়া ছেলেমেয়ের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগের ও কম।

ii) কিশোর কিশোরীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা : শুধুমাত্র অল্পবয়সীদের জন্যই নয় ১১ থেকে ১৪ বছর ছেলেমেয়েদের জন্য ব্র্যাক আরেকটি স্কুল খুলেছে। এই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ৭০% হচ্ছে বালিকা এবং ৯৭% শিক্ষক হচ্ছেন মহিলা। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীতে ব্র্যাক বাংলা, অংক, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান করে প্রথম বৎসর। দ্বিতীয় বৎসর ইংরেজী পাঠ দান করা হয়। এবং তৃতীয় বৎসর ধর্মীয় শিক্ষা দেখা হয়। কিশোর কিশোরীদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে পাঁচটি বিষয় ছাড়াও স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে শিক্ষা দেয়া হয়।[৩৫] প্রত্যেকটি স্কুলে৩০-৩৩ জন ছাত্রের জন্য এক জন শিক্ষক রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা তিন বৎসর একই শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করে।[৩৬]

iii) বয়স্কদের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা: মৌলিক ৬০টি অনুশীলনীর মাধ্যমে গ্রামের দারিদ্র্যদের ব্র্যাক শিক্ষা দিয়ে থাকে। ব্র্যাক এর গ্রাম সংগঠনের সকল সদস্যদের জন্য এই শিক্ষা আবশ্যক । প্রতিটি ক্লাসে অনধিক ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকে। তাদের সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষাদেয়া হয় সেখানে। এ শিক্ষা মানবিকতা বিকাশের একান্ত সহায়ক।

iv) **Continuing Education** : ব্র্যাক যাদেরকে লেখাপড়া শিক্ষাদেয় তারা যাতে লেখাপড়া ভুলে না যায় সেই জন্য ব্র্যাক Continuing Education -এর কার্যক্রম চালু করেছে। Continuing Education এর জন্য তিনটি অপরিহার্য কর্মসূচী ব্র্যাক চালু করেছে। সেগুলো হলো :-

(a) School Libraries,

(b) Reading Cirecles,

---

[34] 6. Gustarsson, Primary Education in Bangladesh; for whom ?

35. BRAC Annual Reports 1996. Op.cit.p.31. (Dhaka : University Press Limited. 1991) Page 26-132.

[36] I bid P - 12

Dhaka University Institutional Repository

(c) Union Libraries. [37]

গ) স্বাস্থ্য কার্যক্রম (WHDP) : ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সাল থেকে। ব্র্যাকের প্রথম কর্মসূচী সাল্লায় চালু করা হয় 'কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প' হিসাবে। যুদ্ধের অব্যহিত পরে ব্র্যাকের কর্মীরা সাল্লা এলাকায় এসে দেখতে পেলেন রোগের বিস্তার ঘটছে। আর এই জন্য ব্র্যাক প্রয়োজনীয় ডাক্তারসহ চারটি ক্লিনিক স্থাপন করে। এক বৎসর শেষে ব্র্যাক স্থায়ীভাবে প্যারামেডিক ডাক্তার নিয়োগের সিদ্ধান্তনিয়েছিল। প্যারামেডিক ডাক্তারদেরকে কয়েকমাস প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ শেষে নিয়োগ করা হয়। প্যারামেডিক ডাক্তাররা সাধারণ রোগীর চিকিৎসা নিজেরাই করে এবং জটিল রোগীদেরকে ব্র্যাকের ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।[৩৮] ব্র্যাকের প্রতিটি কর্মসূচী এলাকায় মাহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার জন্য একজন করে স্বাস্থ্য সেবিকা রয়েছেন। স্বাস্থ্য সেবিকাদেরকেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ব্র্যাকের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা গ্রহণ করেছেন ১০.৭ মিলিয়ন লোক [৩৯]। (চিত্রঃ৪.৭ মহিলা স্বাস্থ্য উন্নয়নের সাংগঠনিক কাঠামো দেখানো হলো)। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় ব্র্যাকের উল্লেখ যোগ্য কর্মসূচী গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(i) ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী (ORT): ব্র্যাক ১৯৭৯ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে ডাযরিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী হাতে নেয়। অনুন্নত বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ রোগ ডায়রিয়া প্রতি বৎসর বাংলাদেশে তিনলক্ষ মানুষ ডায়রিয়ায় মারা যায়। ডায়রিয়া প্রতিষোধক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল ব্র্যাক কর্মীদের উদ্ভাবিত সহজলভ্য খাবার স্যালাইন [৪০] ব্যবহারের শিক্ষা দেয়া। এজন্য সারা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘরে ঘরে গিয়ে খাবার স্যালাইন* প্রস্তুত প্রক্রিয়া শেখানো হয়। খাবার স্যালাইন প্রস্তুত এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় CDDRB সহযোগিতা প্রদান করে। ১৯৯০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১৩ মিলিয়ন গ্রামীণ হাউজ হোল্ড প্রধান খাবার স্যালাইন তৈরী করা শিখেছে । রেডিও, টেলিভিশন , পোস্টার' বুলেটিন এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে খাবার স্যালাইন সম্পর্কে ব্র্যাক ব্যাপক প্রচারণা চালায়।[৪১]

---

[37] BRAC Annual Report 1995, op. Cit. P -3
[38] BRAC Annual Report, 1995 op. Cit . p -13
[39] BRAC Report, 1996 op; crt. 3
[40] I bid p-41
* আধাসের পানিতে এক চিমটি লবন , একমুঠো গুড় দিয়ে খাবার স্যালাইন তৈরী করা হয়।
[41] Lovell op; cit p61

Figure : 4.7 Organogram of women's Health and Development Program (WHDP)

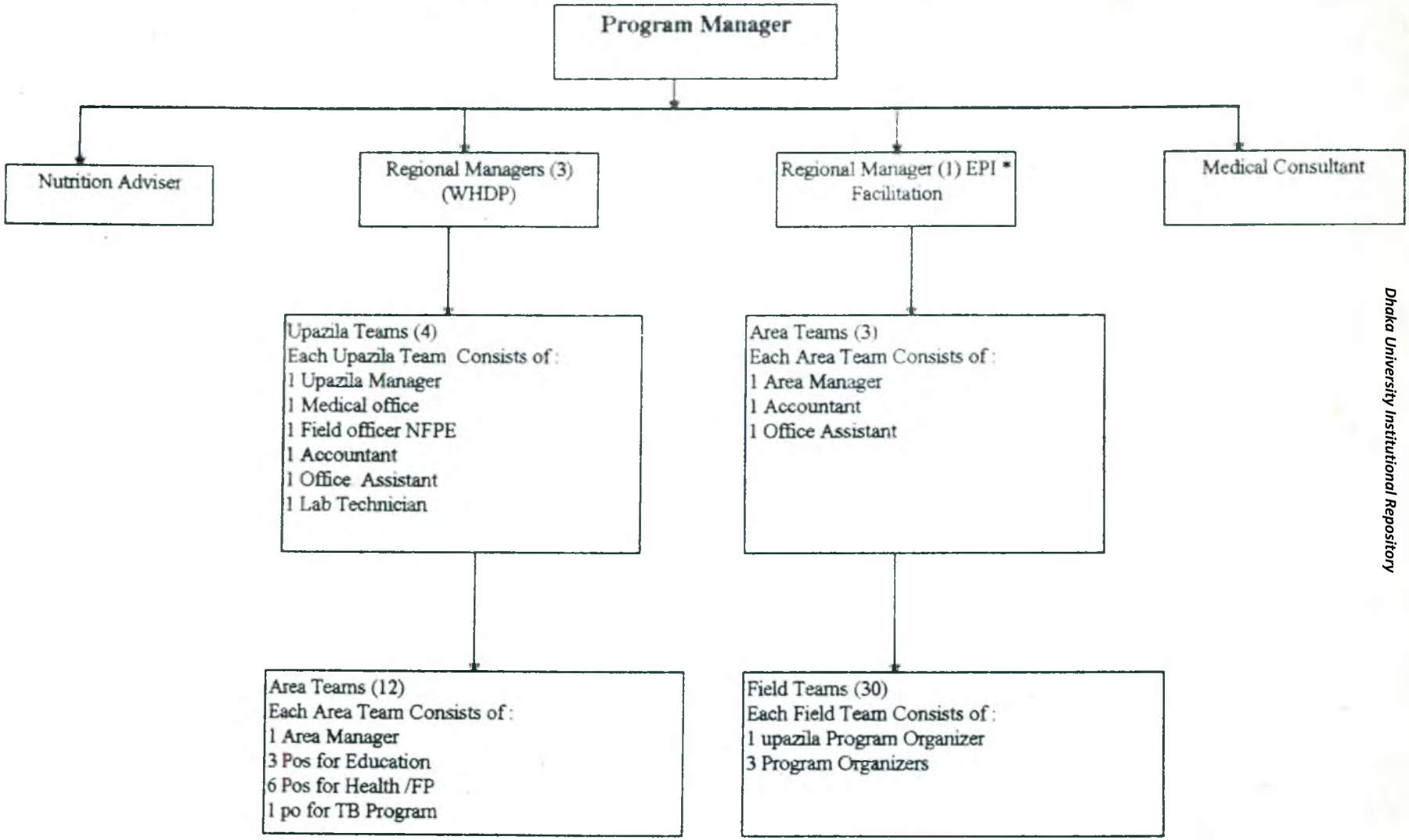

* Extended Program on Immunization Assistance to Goverment of Bangladesh .
Source: BRAC, WHDP records, 1991.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

II) Child survival programme (CSP): প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মধ্যে অন্যতম কর্মসূচী হচ্ছে CPS কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদেরকে শিশু বয়সের অসুস্থতা যেমন, ডায়রিয়া, ভিটামিন 'এ' এর অভাব, এবং ছয়টি শিশুরোগ থেকে মুক্তি দেয়া। ১৯৮৬-৯০ সালে ব্র্যাক শিশু মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। এই কর্মসূচীর আওতায় ব্র্যাক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করে। [৪২]

III) মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচী (WHDP) : ১৯৯১ সালের জুন মাসে চালু হয় ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচী । মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকৃতপক্ষে সরকার, জনসাধারণ ও ব্র্যাকের একটি সম্মিলিত প্রয়াস । এই কার্যক্রমের উপাদান গুলো যথাক্রমে, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রসবপূর্ব পরিচর্যা, টিকাদান, পুষ্টি , ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মা চিহ্নিতকরণ , কার্যকর রেফারেল পদ্ধতি, নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা । প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা , যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা। এই কর্মসূচীর মূল কথাঃ স্বাস্থ্য - মায়ের, মায়ের জন্য এবং মায়ের দ্বারা । [৪৩]

(IV) The Reproductive Health and Disease Control (RHDC) : ১.৯ মিলিয়ন লোক Reproductive Health and Discase Control Programme এর অন্তরভূক্ত হয়েছে। ব্র্যাক গ্রামীণ পর্যায়ে শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্র্যাক সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে থাকে।[৪৪]

(V) The Family Planning Facilitations Programme (FP-FP): ৫.৩ মিলিয়ন লোক FP-FP আওতাভূক্ত হয়েছে এবং জাতীয় পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করছে [৪৫] ।

(VI) The Bangladesh Integrated Nutrition programme (BINP): ভিআইএনপি কর্মসূচীর আওতাভূক্ত লোক সংখ্যা হচ্ছে ১.২ মিলিয়ন এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে

---

[42] Brac, Annual Report 1996- Op. cit P4.

[43] Ibid, P-42

[44] I bid , P-42

[45] I bid, p-42-43

Dhaka University Institutional Repository

অপুষ্টি দূরকরা। এই কর্মসূচীর সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পুষ্টির উন্নতি বিশেষ করে ৫ বৎসরের নিচের শিশু মহিলা এবং কিশোর-কিশোরী।[৪৬]

(VII) অপরিহার্য্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা (EHC) : অপরিহার্য্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচীকে অপরিহার্য্য পেকেজ স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই কর্মসূচীতে ১৭ মিলিয়ন লোক সংস্পৃক্ত হয়েছে। ই.এইচ.সি কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত কর্মসূচী হচ্ছে-

a) Temporary family planning
b) Basic Curative care
c) Latrines and tubewells for safe water and sanitation
d) Health and Nutrition education
e) Mobilization for immnization [47]

(২) সহায়ক কার্যক্রম : (ক) প্রশিক্ষণ : ব্র্যাক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্র্যাকে কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে । ব্র্যাক প্রশিক্ষণের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তা হলো :

(I) উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র : ঢাকা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে রাজেন্দ্রপুরে ব্র্যাক একটি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিডিএম) স্থাপন করেছে। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন এই কেন্দ্রে ব্র্যাক এর ব্যবস্থাপকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেই সঙ্গে সরকারী কর্মকতা এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। সিডিএম এর উদ্দেশ্য :

(ক) গবেষণা , তথ্য সংরক্ষণ এবং শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন।
(খ) পরীক্ষামুলক মাঠ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা
(গ) পেশাগত ধারাবাহিক শিক্ষা
(ঘ) কর্মক্ষেত্র থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা বিনিময়
(ঙ) অপরাপর প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ সহায়তা দেয়া [৪৮]

---

[46] I bid, P-43
[47] I bid , P-43
[48] lovell op .ct ; p. 143

Dhaka University Institutional Repository

II) প্রশিক্ষণঃ সারাদেশে ব্র্যাকের ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্র গুলির নাম ট্রেনিং , এন্ড রিসোর্স সেন্টার সংক্ষেপে টার্ক (TARC) সাভার, মধুপুর, যশোর , পাবনা, রংপুর, কুমিল্লা এবং ফরিদপুরে এই টার্কগুলি অবস্থিত এবং বছরে গড়ে তিরিশ হাজার মানুষ এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। দুই হাজার সালের মধ্যে ক্রমান্বয়ে আরো ১৪টি টার্ক স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। টার্ক গুলিতে দুটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ঃ

(ক) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন

(খ) মানব উন্নয়ন

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে কৃষি , মৎস, হাঁস মুরগী, পশুপালন এবং কারিগরীশিক্ষা।[৪৯] টার্ক গুলিতে ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের এবং গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

iii) Education Support Programme (ESP) : ব্র্যাক ESP কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের দক্ষতা ও উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য প্রায়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

iv) Audio Visual Centre (Av centre):

Audio ভিওজাল সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য' প্রশিক্ষণ এবং সচিত্র প্রতিবেদন তুলেধরে থাকে ।

(খ) (i) গবেষণাঃ ব্র্যাকের কার্যক্রমের জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। গ্রামীণ সমাজকে বুঝতে এবং তাদের জন্য প্রণীত কর্মসূচীর সাফল্য এবং ব্যর্থতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় কর্মসূচীনিতে গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান। ব্র্যাক তাঁদের প্রকল্পের গবেষণা এবং মূল্যায়নের জন্য ১৯৭৫ সালে RED স্থাপন করে । ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ব্র্যাক ৩০০ টি বিভিন্ন গবেষণা সম্পন্ন করেছে, যা দেশী এবং আর্ন্তরজাতিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে । RED এর অধীনে ব্র্যাক অন্যান্য সংস্থা, এনজিও সরকারী সংস্থা, আর্ন্তরজাতিক উন্নয়ন মূলক সংস্থা' বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ ভাবে কাজ করছে।[৫০]

---

[49] I bid, P- 138-139

[50] BRAC , Annual Report , 1995 op.ct pp, 22-23

Dhaka University Institutional Repository

(ii) মনিটরিং : ব্র্যাক তার কর্মসূচী গুলো মনিটরিং করে তার অসুবিধাগুলো দূরকরে। মনিটরিং এর মাধ্যমে ব্র্যাক তার কর্মসূচীর সাফল্য লাভ করে থাকে ।

(iii) Public Affairs and Communication: ব্র্যাকের যে কোন কর্মসূচীর বিরুদ্ধে ভুলতথ্য প্রদান করে প্রচারনা যাতে না হয় সেই জন্য ব্র্যাক Public Affairs and Communication বিভাগ গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই লক্ষ্যে ব্র্যাক ১৯৭৩ সাল থেকে গণাকেন্দ্র নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছে। গ্রামের তরুণ সমাজও ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থীরা এর পাঠক। গনকেন্দ্র পত্রিকা সম্প্রতি শিশুকিশোরদের জন্য 'আলো' নামে একটি বিভাগ চালু করেছে। পত্রিকার এই অংশটি ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে পায়। ব্র্যাক এর নানা বিষয়ে খবর নিয়ে 'সেতু' নামে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ব্র্যাক কর্মীদের জন্য Access নামে ইংরেজীতে একটি পত্রিকা বেরুচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ।[৫১]

(iv) প্রকাশণা: গ্রাম সমীক্ষা পুস্তিকামালায় ব্র্যাক গত দু'দশকে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ১০-১২ টি পুস্তিকা প্রকাশকরেছে। পুস্তিকাগুলি দেশেও বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে ব্র্যাক প্রকাশ করেছে তিনটি পুস্তিকা: স্বাস্থ্য শিক্ষা পুস্তিকা, পুষ্টি সম্পর্কে জানার কথা এবং ধাত্রীদের জানার কথা এছাড়াও ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য পাঠ্য পুস্তক এবং শিশুকিশোরদের জন্য ইতিমধ্যে অনেক সাহিত্য গ্রন্থও প্রকাশ করেছে।

৬) বাণিজ্যিক কার্যক্রম: ব্র্যাক ক্রমান্বয়ে নিজস্ব তহবিল বাড়িয়ে বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদানের পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এই গুলো হচ্ছেঃ-

(ক) **ব্র্যাক প্রিন্টিং :** ব্র্যাক এর প্রিন্টিং কার্যক্রম হচ্ছে সবচেয়ে বেশী লাভজনক কার্যক্রমে। ব্রাক নিজস্ব প্রকাশনা করেও বিভিন্ন, সরকারী, বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন প্রকাশনার কাজ করে থাকে।

(খ) কোল্ড ষ্টোরেজ: ব্র্যাকের কোল্ড ষ্টোরেজের মাধ্যমে ব্র্যাক গ্রামীণ কৃষকদের অর্থ উপার্জনে সহায়তা করে থাকে । গ্রামীণ কৃষকরা আলু এবং অন্যান্য শষ্য কোল্ডষ্টোরে রেখে

---

[৫১] Ibid, P- 23

Dhaka University Institutional Repository

অধিক মুনাফা লাভ করে। অপর দিকে ব্র্যাক ও অর্থনৈতিক ভাবে একই কর্মসূচী থেকে অনেক অর্থ আয় করে। [৫২]

(গ) আড়ং : আড়ং বিপনন কেন্দ্র উন্নয়ন কর্মসূচীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ । মহিলা সংগঠনের সদস্যদের তৈরী কাপড় ও হস্তশিল্প দ্রব্যাদি বাজরজাতকরনের লক্ষ্যে আড়ং স্থাপনকরা হয়। এতে করে দরিদ্র মহিলা ও গ্রামীণ কারুশিল্পীরা তাদের ন্যায্য মজুরী ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা পাচ্ছেন । ৫০% আড়ং এর দ্রব্যাদি উৎপন্নকারী ব্যাকের গ্রামীণ সংস্থার সদস্য । ঢাকায় তিনটি এবং চট্রগ্রামে ও সিলেটে একটি করে মোট পাঁচটি আড়ং এর দোকান আছে। [৫৩]

(ঘ) গার্মেন্টসঃ বাংলাদেশের উৎপন্ন উপকরণের সাহায্যে ব্র্যাক গার্মেন্টস স্থাপনকরেছে। গার্মেন্টস আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য[৫৪] তুলেধরার জন্য সুতা এবং সিল্কের সাহায্যে শাড়ীও প্রস্তুত করে থাকে ।

ব্র্যাংক সেন্টার এবং আড়ং হাউজ নামে দুইটি ২০ তলা বিল্ডিং ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয় হিসাবে চালু হয়েছে । ব্যাকের আরো কয়েটি লাভজনক প্রকল্প খুব শীঘ্রই চালুহতে যাচ্ছে সেগুলো হলো- ব্র্যাক ব্যাংক, ব্র্যাক ডেইরী প্লান্ট এবং ব্র্যাক ইউনির্ভাসিটি।

---

[52] Ibid, P-50
[53] Ibid, P-50
[54] Ibid, P- 50

পঞ্চম অধ্যায়

নবগ্রাম : ভৌগলিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থার বিবরণ :

(ক) গ্রামের অবস্থান : বাংলাদেশের মধ্য সমতল ভূমি ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থানায় নবগ্রামটি অবস্থিত।[১] মানিকগঞ্জ সদর হতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তিন কিলোমিটার দূরে মানিকগঞ্জ ঝিটকা সড়কের পাশে গ্রামটি অবস্থিত। নবগ্রাম থেকে ঢাকা যেতে বাসে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় লাগে। মানিকগঞ্জ শহর যেখানে থানা এবং মহকুমা প্রশাসনের প্রধান দফতর অবস্থিত সেখান থেকে মাত্র দেড়ঘন্টা পায়ে হাটার পথ। মাকিগঞ্জ শহর থেকে ভেওথা গোদরাঘাটা [২] নৌকা অথবা ইঞ্জিন চালিত নৌকার সাহায্যে নদী পার হয়ে রিক্সায় যাওয়া যায়। অথবা মানিকগঞ্জ শহর থেকে রিক্সা, টেম্পো, অথবা মাইক্রোবাসে যাওয়া যায় । ঢাকা ঝিটকা বাসে কড়াইতলা নেমে ডানদিকে এগিয়ে গেলে নবগ্রাম হাইস্কুল।হাইস্কুলের পার্শ্বে নবগ্রাম বাজার । কড়াই তলা থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তাটি ইট বিছানো । প্রতিদিন সকালে বাজার বসে। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সব পাওয়া যায়। বাজার থেকে পশ্চিম দিকে একটি রাস্তা নবগ্রামের শেষ সীমা নবগ্রাম খাল পর্যন্ত চলে গেছে। বাজার থেকে দক্ষিণ দিকে আরও একটি রাস্তা মানিকগঞ্জ ঝিটকা সড়কের সাথে মিলিত হয়েছে। নবগ্রাম খালটি গ্রামের পূর্ব দিক থেকে কালিগঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। কালীগঙ্গা নদীটি যমুনা নদীর একটি শাখা নদী। কালীগঙ্গা পাবনার কাছাকাছি থেকে একটি শাখা নদী হিসেবে অগ্রসর হয়েছে। কালীবাড়ী খালথেকে গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে একটি শাখা খাল ভিতরে প্রবেশ করেছে মূলত এই খাল দিয়ে গ্রামের মাঠের জমি থেকে পানি অপসারিত হয়। অপর একটি খাল দক্ষিণ দিক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। গ্রামের(মানচিত্রঃ ৫.১) গ্রামের এবং এর আশে পাশের প্রধান রাস্তা সবই মাটির তৈরী। রাস্তাগুলো খুবএকটা প্রশস্ত নয়। কোন মতে রিক্সা চলাচল করতে পারে।

নবগ্রামের বসতির ধরণ গুচ্ছ। বর্ষায় গ্রামের চাষাবাদের জমি পানির নীচে ডুবে যায়। বাড়ী এবং বাসগৃহ পানির স্তরের উপরে রাখার জন্য সাধারনতঃ কৃষি জমির স্তর হতে ৬-৮ ফুট উপরে কোথাও কোথাও ৮-১০ ফুট উচুতে বাড়ী তৈরী করা হয়। বাড়ী তৈরীর জন্য মাটি প্রধানত বাড়ীর আশে পাশের জমি থেকে নেয়া হয়। এই গ্রামটি নীচু বলে বাড়ী তৈরীতে প্রচুর মাটি লাগে । জমি থেকে মাটি কেটে বাড়ী তৈরী করলে সেখানে একটি পুকুর হয়ে

---

[১] এরিক,জি, জানসেন, গ্রামীণ বাংলাদেশঃ সীমিত সম্পদের প্রতিযোগীতা , অনুবাদ তালেম চন্দ্র বর্মণ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা -পৃষ্ঠা

[২] নদ-নদী, খাল এর এক পার থেকে অন্য পাড়ে লোক আনানেয়ার স্থান। যা বার্ষিক ইজারার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লোক পারাপারের দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

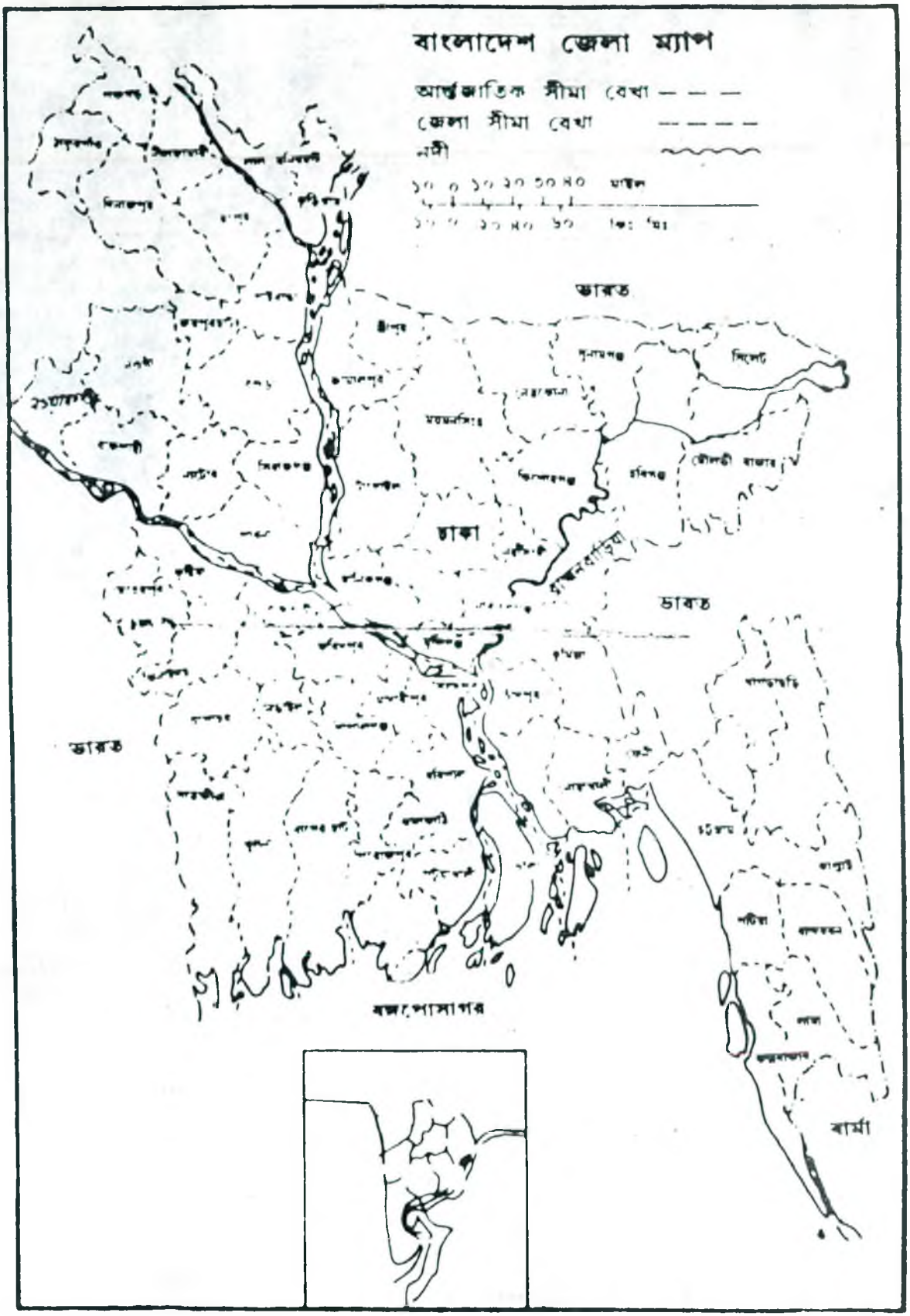

Dhaka University Institutional Repository

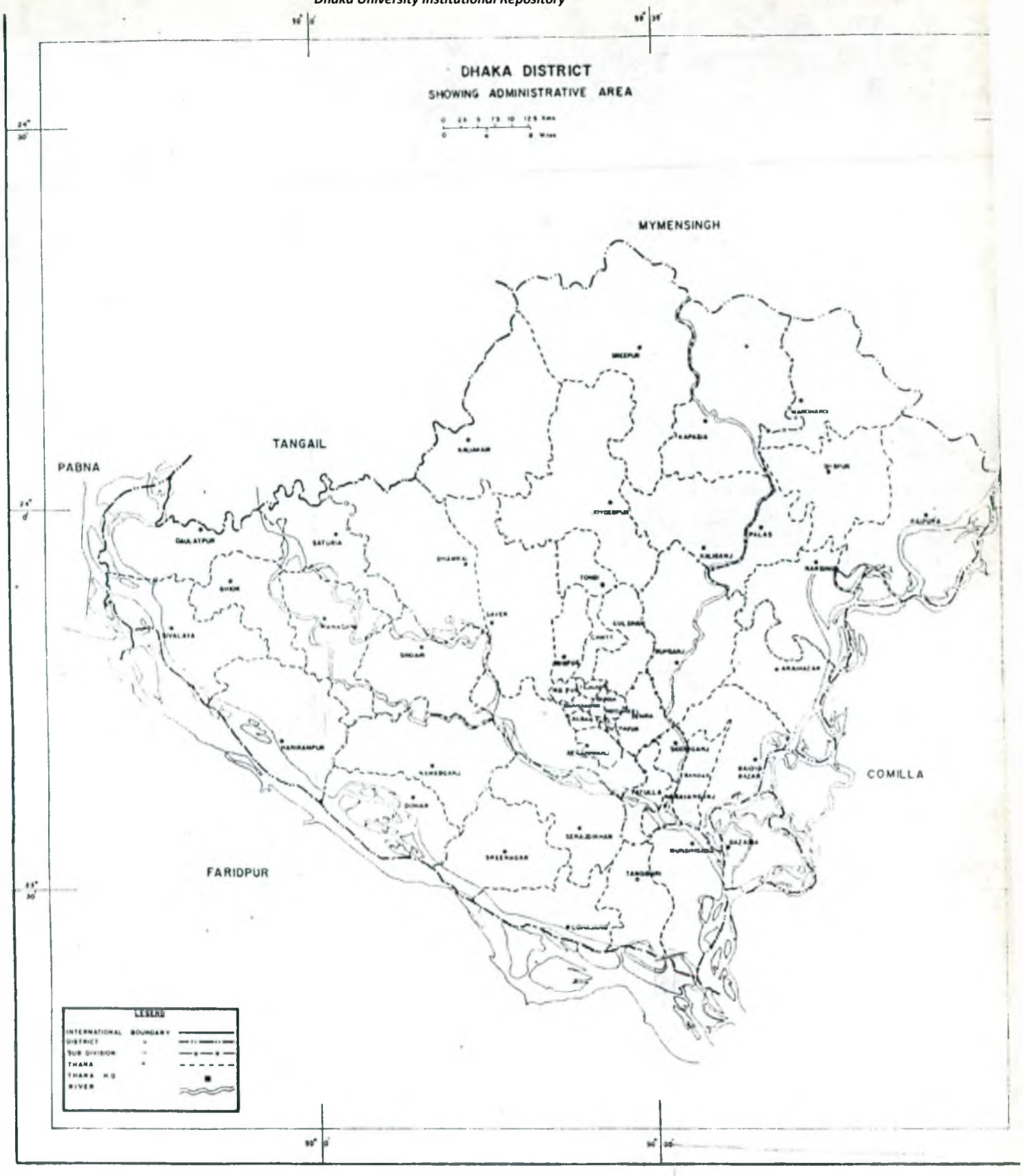

Dhaka University Institutional Repository

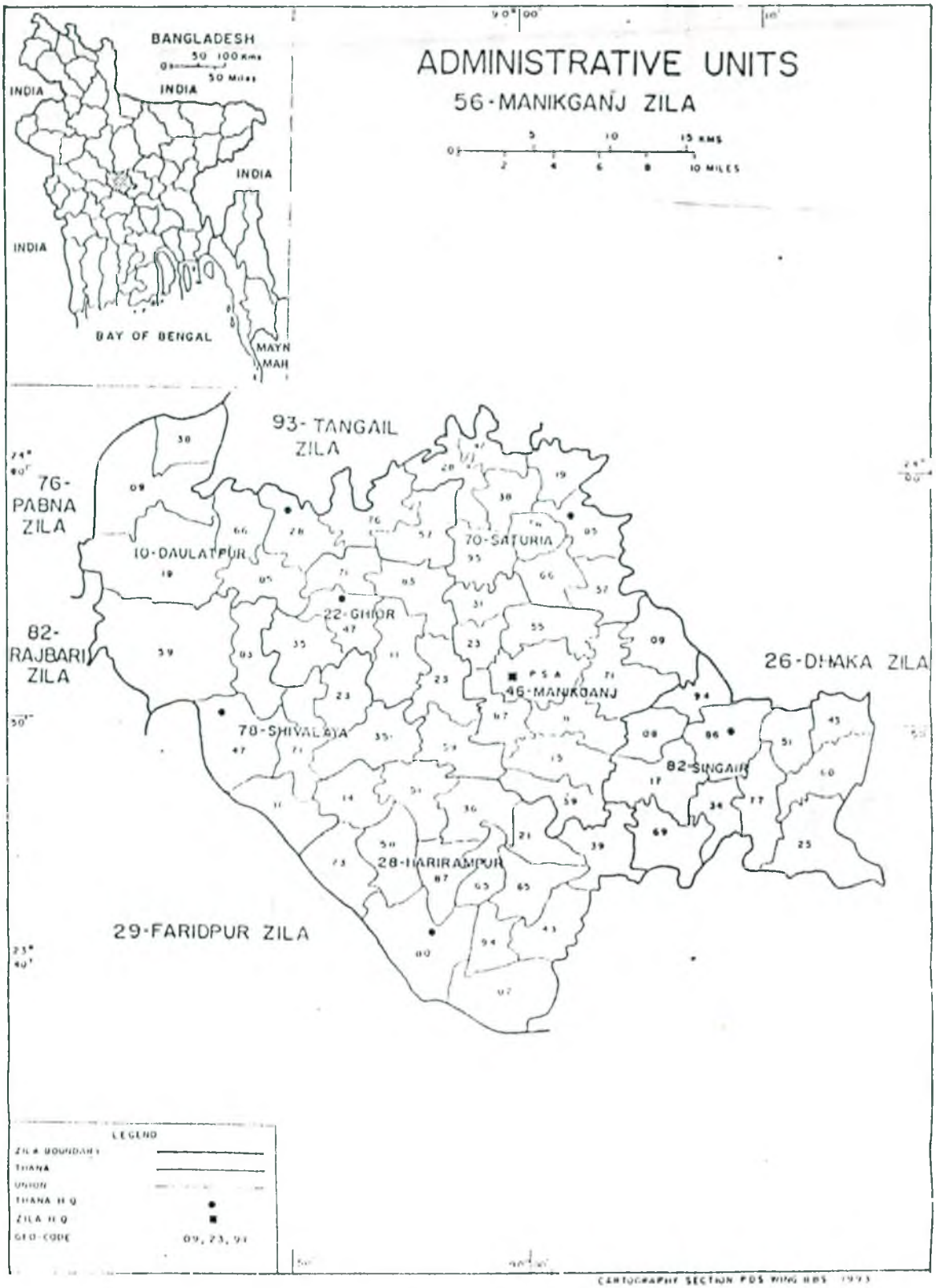

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র : নবগ্রাম

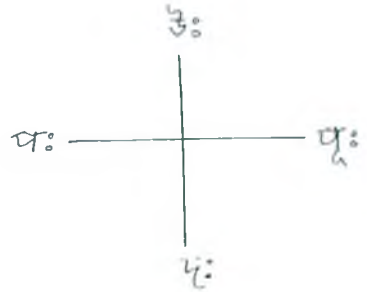

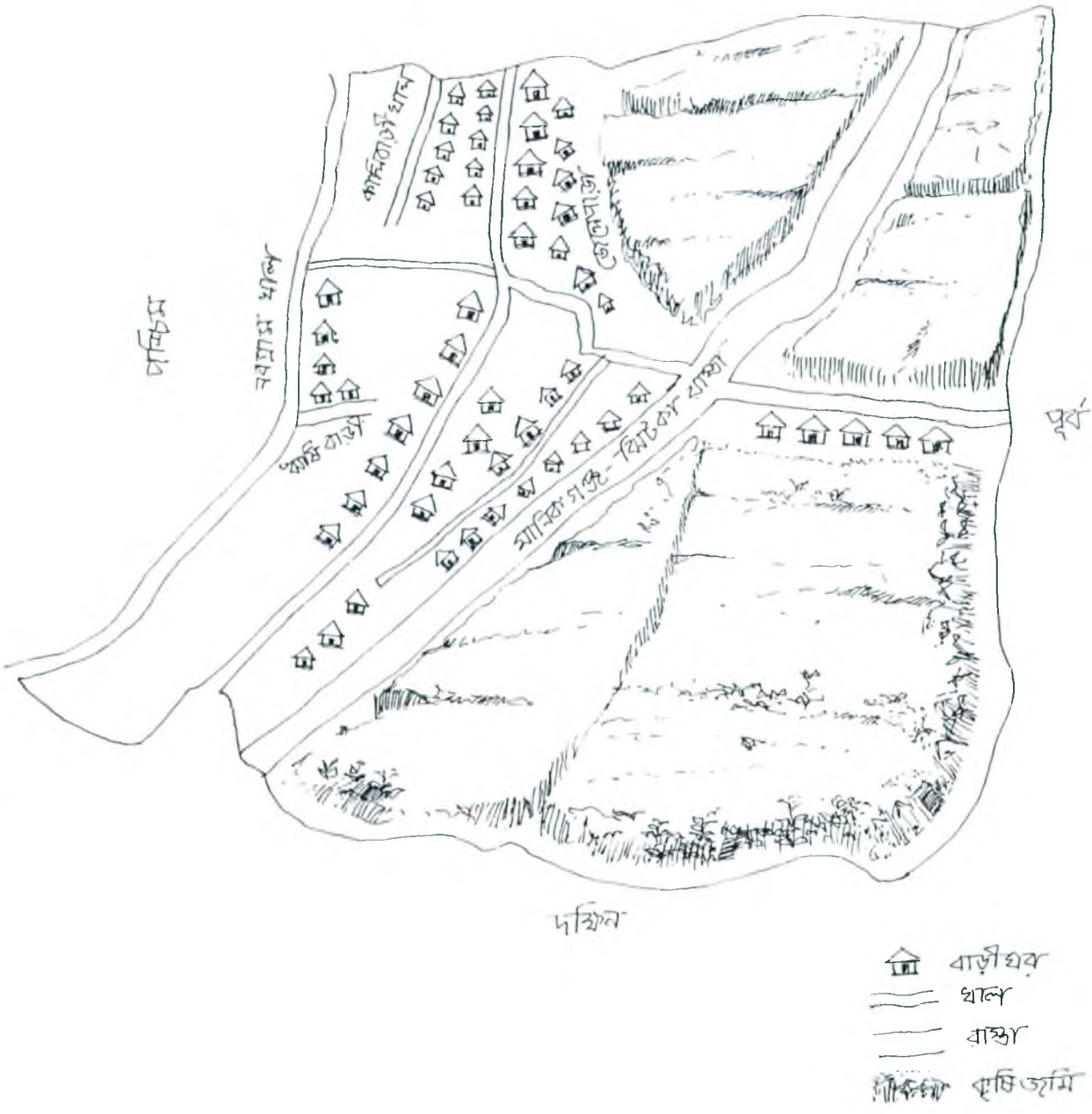

Dhaka University Institutional Repository

ছবি- ১

সদস্য/সদস্যাদের মিটিং এ অংশ গ্রহনের ছবি ।

ছবি- ২

ব্র্যাকের সদস্যাদের ছেলে মেয়েদের উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ।

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-৩

ব্র্যাকের সদস্য/সদস্যাদের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ।

ছবি-৪

ব্র্যাকের সদস্যার সুতা দিয়ে জাল বুনার দৃশ্য ।

Dhaka University Institutional Repository

যায়। যার কারণে এই গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীর আশে পাশে এবং রাস্তার পার্শে অনেক পুকুর আছে। বর্ষা মৌসুমে উঁচু রাস্তা দিয়ে সহজে যাতায়াত করা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হলেও গ্রামটিকে অন্য গ্রাম হতে সহজেই পৃথক করা যায়। এই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবাইকে আকৃষ্ট করে। এক বাড়ী হতে অন্য বাড়ীর সংযোগ রাস্তা আছে। তবে বৌদ্ধ পাড়ার সাথে অন্য পাড়ার যে রাস্তা আছে তা নীচু বর্ষাকালে ডুবে যায়। বর্ষা কালে চলাফেরার জন্য এই পাড়ার লোকদের বেশঅসুবিধা হয়। সবুজ-পাহপালা গ্রামটির আলাদা সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। এককালে এই গ্রামটি ঐতিহ্য বাহী ছিল। এক সময় এই গ্রামটি হিন্দু প্রধান গ্রাম হিসেবে পরিচিত ছিল। শিক্ষা এবং অর্থসম্পদের দিক দিয়ে হিন্দুরা ছিল প্রভাবশালী । এই গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে একই বাড়ীতে ছিলেন ১১জন ব্যারিষ্টার। হিন্দুরা স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এই গ্রাম ত্যাগ করে ভারত চলে যেতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ও অনেক হিন্দু পরিবার ভারত চলে গেলে গ্রামটিতে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যায়। হিন্দুদের ঐতিহ্যবাহী ঘরবাড়ীতে ভারত থেকে অনেক মুসলমান মাইগ্রেড করে এই গ্রামে এসেছে। আবার এই গ্রামে অথবা এর আশে পাশের গ্রাম থেকে অনেকে হিন্দুদের জমি কিনেছে। ফলে গ্রামের ঘরবাড়ী গুলো আগের মতোই আছে। চলচিত্রের অনেক ছবির সুটিং এই গ্রামে হয়েছে। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এই গ্রামে এসে গ্রামটিকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে ঘোষণা দেন। বিভিন্ন সময়ে অনেক সরকার প্রধান এই গ্রামে এসেছেন। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এই গ্রামে বিদ্যুৎ আছে।

খ) গ্রাম বিন্যাসঃ- ৫০ একর জমির উপর নবগ্রামের অবস্থান। এটাও একটি মৌজা। গ্রামের বাড়ীঘর গুলো খুব একটা বিচ্ছিন্ন নয় । দুই একটি নতুন বাড়ী কিছুটা পুরানো বসত বাড়ী থেকে দূরে কৃষি জমি উঁচু করে তৈরী করা হয়েছে। ছোট ছোট রাস্তার সাহয্যে প্রতিটি বাড়ীর সাথে সংযোগ আছে । বর্ষা কালে চলাচলের জন্য কেও কেও নৌকা ও ব্যবহার করে। গ্রামের মানুষের কৃষি জমি গুলো গ্রামের ভিতরেই অবস্থিত। অন্য গ্রামে এই গ্রামের কোন কৃষকের জমি নেই । তবে আশে পাশের কিছু লোকের জমি এই গ্রামে আছে। নয়টি পাড়া নিয়ে নবগ্রামটি গঠিত । গ্রামের বসতি এলাকাকে অবস্থান অনুযায়ী কয়েকটি পাড়ায় ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো - (১) মাঝি পাড়া, (২) পালপাড়া,(৩) চকপাড়া, (৪) বৌদ্ধ পাড়া, (৫) গুপ্ত পাড়া, (৬) সরকার পাড়া, (৭) গাঙ্গী পাড়া, (৮)মিত্র পাড়া, (৯) গুহ পাড়া, । এলাকা চিহ্নিত করতে গ্রামবাসীরা এই নামগুলো ব্যবহার করে।

Dhaka University Institutional Repository

নবগ্রামে হিন্দু- মুসলমানদের বসতির ঘনত্ব পাড়া থেকে পাড়ায় ভিন্ন । যেমন, মাঝিপাড়া, পালপাড়া, গুপ্তপাড়া, বৌদ্ধপাড়া, সরকার পাড়া, গাজী পাড়া এবং মিত্র পাড়ায় মুসলমানদের আধিক্য দেখা যায়। স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হিন্দুরা ভারতে চলে যাওয়ায় বর্তমানে হিন্দু এলাকায় কিছু কিছু মুসলমান বাস করছে। এতে করে হিন্দু প্রধান এলাকায় হিন্দু কমে গেছে এবং মুসলমানদের অনুপ্রবেশ বেড়েছে।

গ) প্রতিষ্ঠান:

নবগ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, (২টি ব্র্যাক চালিত, ১টি প্রশিকা চালিত) , একটি মাত্র মসজিদ গাজী পাড়ায় অবস্থিত। গ্রামের মানুষেরা এই মসজিদে এসে নামাজ পড়ে। ছেলে মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদেয়ার জন্য গ্রামে একটি মক্তব আছে। হিন্দুদের একটি মন্দির একটি পূজামন্ডব আছে। একটি ডাকঘর, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি শিশুসদন ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, একটি বাজার, একটি শিশুপার্ক এবং উত্তরা ব্যাংকের একটি শাখা এই গ্রামে আছে। একটি খেলার মাঠ এবং ছোট বড় ৯০ টি পুকুর আছে। নবগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বেশ পুরানো যা ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে নবগ্রাম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়টি নির্মিত হয় ১৯৬৭ সালে । বিদ্যালয় দুইটির অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই নবগ্রামের । আশে পাশের গ্রামের কিছু ছাত্র- ছাত্রীও আছে।

ঘ) ঐতিহাসিক পটভূমি:

বর্তমানে গ্রামটির যে নাম আছে আগে গ্রামটির সেই নাম ছিল না। গ্রামের নামকরণের একটি প্রেক্ষাপট আছে। আগে গ্রামটির নামছিল গাজী নগাঁও এবং নগাঁও একটি ইউনিয়নও। নগাঁও ইউনিয়নটি নয়টি মৌজা নিয়ে গঠিত ছিল (১) ন-গাঁও (২) দিঘলীয়া (৩) বেরীরচড়, (৪) বরন্দখোলা (৫) বড়বারুইল (৬) পাঁচ বারুইল (৭) ঘিওর (৮) বাবটিয়া (৯) ছোট বারুইল । এই গ্রামটির নবগ্রাম নাম করন করা হয় ১৯৭৭ সালে। গাজী নগাঁও সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, গাজী, কালু দুই ভাই ছিলেন। [৪] গাজী বাঘের পিঠে চড়ে এই গ্রামে এসেছিল। গাজীর আশেদা এখনো এই গ্রামে আছে। জানা যায় যে ৪০০-৫০০ বৎসর আগের থেকে এই আসনটি ছিল। লোকজন এখনোও গাজীর আশেদাকে শ্রদ্ধা করে । লোকজন কোন

[৪] আবদুর রহিম, গাজী ও কালুর কাহিনী,
গাজী ধর্মীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী চিহ্নিত সৈন্যদেরকে গাজী উপাধিদেয়া হতো।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু মানত করলে সেখানে নিয়ে যায় । গাজীর আশেদা দেখাশুনা করছে একজন গরীব লোক। হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মালম্বী মানুষ গাজীর আসনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে । গাজীর আসন আবির্ভূত হওয়ার পর থেকেই এই গ্রামের নাম গাজী নওগাঁও হিসাবে পরিচিত লাভ করে। কাগজ পত্রে অবশ্য গাজী নওগাঁও হিসেবেই এ নামকরন ছিল। গাজীর বংশধর এখনোও এই গ্রামে বসবাস করছে। গাজী বংশের লোকজনের কাছে এর সত্যতা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রচলিত তথ্যকে তারা সত্য বলে মনে করেন । গাজী পরিবারের সদস্য গাজী হাবিবুর রহমান মনু যিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রায় বিশবছর। গাজীমনু সাহেব চেয়ারম্যান থাকা কালীন অনেকটা নিজের প্রচেষ্টায় তার বংশের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত গ্রামের নাম গাজী নগাঁও পরিবর্তন করে নবগ্রাম নামকরণ করেন। এই সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে মনুসাহেবের বংশধরদের জন্য একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এই ব্যাপারে মনুসাহেব বলেন, " আমাদের বংশের ঐতিহ্যের সাথে এই গ্রামের নামকরণ জড়িত আছে ঠিকই । তবে নতুন প্রজন্ম অবশ্য সেই ইতিহাস জানে না। তারা জানে আমি দীর্ঘদিন এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলাম সেই কারণে আমি এর নামকরণ গাজী নওগাঁও রেখেছি।" এখনো এই গ্রামের সাথে অন্য জায়গা থেকে চিঠি পত্র আদান প্রদান করার সময় গাজী নবগ্রাম উল্লেখ করতে হয়। তা না হলে চিঠিপত্র ঠিকভাবে পাওয়া যায় না । কারণ নবগ্রাম নামে মানিকগঞ্জ জেলাতেই একাধিক গ্রাম আছে।

এই গ্রামের জমিদার ছিলেন গাজীরা । গাজীরা বৃটিশ সরকারকে কোন কর দিয়ে জমিদারী চালাতেন না। গাজীরা ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া বেশী লেখাপড়া করতেন না। গাজীরা মনে প্রাণে বৃটিশ বিরোধী ছিলেন। গাজী বংশের গাজী আবদুল মোতালেব ১৯১০ সালের দিকে বাড়ী থেকে রাগ করে বার্মা চলে গিয়েছিলেন। তিনি যাতে বৃটিশদের অধীনে চাকুরী করতে না পারেন সেই জন্য এই বংশের ছয় জন লোককে পাঠানো হয়েছিল বার্মা থেকে তাকে ধরে আনার জন্য ।

গাজী বংশের ইসলামগাজী ঢাকার নবাবদের অধীনে নায়েবের চাকুরী করেছিলেন বলে তাকে একঘরে করা হয়।

কর না দেয়ার কারণে বৃটিশরা গাজীদের জমিদারীটি নিলামে তুলে ছিলেন। জমিদারদের অধীনে যে সমস্ত নায়েব চাকুরী করতেন তারা ষড়যন্ত্র করে জমিদারী কিনেনেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাহাদুর গাজীর জমিদারীর নাম পরিবর্তন করে রায় বাহাদুর করা হয়। গাজী বাহাদুরের ছেলের অনেক মুরীদ ছিল। গাজী বাহাদুরের অনেক নিস্কর; নাখারাজ সম্পত্তি ছিল। ফলে ১৯৬২ সালে সরকার জমি অধীগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত গাজীদের সম্পত্তির কোন কর দিতে হতো না । ১৯৭৭ সালের ১৯ শে মে ঢাকার ডি,সি,এস, এম শওকত আলী এই গ্রামকে (সমস্ত ইউনিয়ন) করমুক্ত হিসাবে উদ্বোধন করেন। ঐ বৎসরেই তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নবগ্রামে এসে এই গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করেন।

বনগ্রামের আরো একটি প্রচলিত কথা হচ্ছে, বার ভূইয়াদের একভূঞা এই গ্রামে এসে বসবাস করেছিলেন। গাজীরা ছিলেন মোঘলদের বংশধর । গাজীরা যে মোঘলদের বংশধর ছিলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বাহাদুর গাজী যে জমিদার ছিলেন সে সম্পর্কেও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঙ) জলবায়ু ও আবহাওয়াঃ

মানিকগঞ্জ ২৩°-৫২'N এবং ৯০°-০০'E এ অবস্থিত। মানিকগঞ্জের নবগ্রামে আবহাওয়া ও জলবায়ু ঢাকা শহরের মতই । বছরের বেশীর ভাগ সময় উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্র আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০৮° ফারেনহাইট এবংসর্বনিম্নতাপমাত্রা ৪১° ফারেনহাইট এবং গড় তাপমাত্রা ৭৮.২° ফারেনহাইট। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ১০৩.৬৮ ইঞ্চি সর্বনিম্ন ৪৭.১৩ ইঞ্চি এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান হচ্ছে ৭৩.৩৬ ইঞ্চি। [৬]

চ) ঋতুমালাঃ

নবগ্রামের মুসলমানেরা বাংলাবর্ষ -পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করে এবং শুধুমাত্র আচার অনুস্ঠানের ক্ষেত্রে ইসলামিক চন্দ্র মাসকে অনুসরণ করেন। মিল-শ্রমিক, শহরের শ্রমজীবি মানুষ, ছাত্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা পশ্চিমা বর্ষপঞ্জী অনুসরণ করে থাকে। পর্যায়ক্রমে একই ব্যক্তিকে তিন ধরনের বর্ষপঞ্জী ব্যবহার করতেও দেখা যায়। হিন্দুরাও বাংলা পুঞ্জিকার ব্যবহার করে থাকেন।

---

[৬] S.N.H.A Rizvi (ed)' East Pakistan District Gazetteers Dacca, East Pakistan Govt, Press Dacca, 1969. p– 16

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ হয় ঋতুর দেশ। প্রত্যেক দুই মাসে একটি ঋতু । বাংলাবর্ষ পঞ্জীর প্রথম ঋতু হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। বাংলা মাসের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস নিয়ে গ্রীষ্মকাল। প্রচন্ড গরম ও আদ্রতাপূর্ণ এ ঋতুতে তাপমাত্রা একশত ডিগ্রীর উপরে উঠে যায়। এ সময়ে ঝড় ও প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা হয় থাকে। যখন তাপমাত্রা অসহ্য হয়ে পড়ে ও বায়ু মন্ডলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় তার পর পরই বৃষ্টিসহ প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা শুরু হয়। যাকে কালবৈশাখী বলা হয়। এ ধরনের বিপর্যয়ের পর গ্রামবাসীগণ অসহ্য গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পায়। এই ঋতু হলো আমের মৌসুম। প্রতিটি পরিবারে একটি বা দুটো আম গাছ আছে, আবার তারা বাজার থেকে কিনেও আম খায় । নবগ্রামের বছরের ব্যস্ততম ঋতুর মধ্যে একটি হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের প্রথম দিকে বোরো ধান কাটা হয় যা হেমন্তের শেষেও শীতের শুরুতে বোনা হয়ে থাকে। আর গ্রীষ্মের শেষের দিকে কৃষকেরা জমিতে আউশ ধান লাগিয়ে থাকে।[৭]

খরাতপ্ত গ্রীষ্মকালের পর স্বস্তির প্রতীক হিসেবে বর্ষাকালের আগমন। আষাঢ় ও শ্রাবন এই দু'মাস নিয়ে বর্ষাকাল। এ ঋতুতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের কারণে জমি গুলো ডুবে যায়। বর্ষাকালে নবগ্রামের মাটি কর্দমাক্ত, আঠালো ও পিছল থাকে। এ সময়ে খুব সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতে হয়। নয়তো সামান্য অসাবধানতা বশতঃ পা পিছলে পড়ে যাওযার সম্ভাবনা থাকে। বর্ষাকালে গ্রামের পুকুরগুলো পরিপূর্ণ থাকে এবং পানি খুব স্বচ্ছ হয়। পুরো এলাকাকে সবুজ ও সজীব মনে হয়। বর্ষাকালের আগমনের সাথে সাথে তাপমাত্রা সামান্য কমে যায় কিন্তু আর্দ্রতা বেড়ে যায়, ফলে আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে থাকে। বর্ষার প্রথম দিকে লোকজনের কাজকর্ম কম থাকলেও শেষ দিকে নবগ্রামের কৃষকেরা খুব ব্যস্ত সময় কাটায় কারণ, তখন তারা আমন এববং আউশ লাগানো শুরু করে এবং পরে এসব ফসল কেটে ঘরে তোলে।

বর্ষাকালের শেষে আসে শরৎকাল । যা ভাদ্র ও আশ্বিন এই দু,মাস ব্যাপী থাকে। এই সময়টায় আকাশ পরিস্কার থাকে । যদিও এই সময়ে বৃষ্টিপাত হয় তবে তা বর্ষাকালের মত অবিরাম নয়। শরৎকালের প্রথম মাস হচ্ছে ভাদ্র শরৎকালে কৃষকেরা আমন ধান বোনেও আউশ ধান কাটে।[৮]

---

[৭] হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন, 'শিমুলিয়া' বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল কৃষি কাঠামো, (সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭) পৃঃ ১৬

[৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

শরৎকালের পরে আসে হেমন্তকাল । এই ঋতু অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা। বাংলা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস মিলে এই ঋতুর সৃষ্টি। সামান্য বৃষ্টিপাত বা একেবারেই বৃষ্টিহীন এই ঋতুতে আবহাওয়া শুস্ক থাকে। গ্রামের রাস্তাঘাট এই সময়ে শুকনো থাকে এবং গ্রামের কোথাও কাদার চিহ্নদেখা যায় না। নবগ্রামের অধিবাসীদের হেমন্তের শুরুটা ব্যস্ততায় কাটে না। এই সময়ে ধান পাকতে শুরু করে এবং কৃষকেরা ধান কাটার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। কিন্তু হেমন্তের শেষ ভাগে আমন ধান পুরোপুরি পেকে যায় এবং কৃষকরা তখনি ধান কেটে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করে।

হেমন্তের পরে শীত কালের আবির্ভাব হয়। এ ঋতুটি হচ্ছে বছরের শুকানোও ঠান্ডা সময় । পৌষ ও মাঘ এই দু'মাস হচ্ছে শীতকাল। পৌষ মাস নবগ্রামের ব্যস্ত মাস । পৌষ মাসে গ্রামবাসী আমন ধান কাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। একই সময়ে আউশ ধানের বীজও বপন করতে হয়। তবুও এ সময়ে গ্রামবাসীর মধ্যে এক ধরনের অবসর যাপনের মনোভাব দেখা যায়। দরিদ্রদের এই সময়ে খাদ্য সংস্থানের চিন্তা করতে হয় না। যার জন্যে তারা ও এই সময়টা ভাল কাটায়। এমন কি যারা সাধারনত দিনে এক বেলার আহার ও জোটাতে পারেনা তারাও এ সময়ে দু'বেলা খেতে পারে। গ্রামের মহিলারা এ সময়ে নানা ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার ও পিঠা তৈরী করে। শীতের পরে বসন্ত কালের আগমনের সাথে সাথে নবগ্রামের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এই ঋতুতে কাজ কর্ম কম থাকে। বিশেষ করে মাঠে কৃষকদের খুব কমই কাজ থাকে। এই ঋতুর শেষ দিকে অবশ্য গ্রামবাসীরা রবিশস্য কাটার ফলে কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বসন্তকালের বিদায়ের সাথে সাথে ঋতুচক্রের অবসান ঘটে।[১]

ছ) জনসংখ্যাঃ

নবগ্রামে মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্মের লোকই বসবাস করছে। এক সময়ে নবগ্রামটি হিন্দু প্রধান গ্রাম ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ১৯৪৭ সালে ভারতপাকিস্তান বিভক্তিও ১৯৬০ সালে এই গ্রামের দাঙ্গার ফলে হিন্দুরা ভারতে চলে যাওয়ার কারণে হিন্দুদের সংখ্যা অর্ধেকের ও বেশী কমে গেছে। এই গ্রামের হিন্দুরা এক সময়ে প্রভাবশালী হিন্দু হিসেবে বিবেচিত ছিল। এই গ্রামের হিন্দুরা ছিল শিক্ষিত, বিত্তশালী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের। নবগ্রামের হিন্দুরা বর্তমানে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন । ভারতের বিজেপির সেক্রেটারী রবিরায় ছিলেন এই গ্রামের অধিবাসী । বম্বেটকিজের প্রতিস্ঠাতা ও পরিচালক হিমাংশুরায়ও ছিলেন নবগ্রামের অধিবাসী। বর্তমানে গ্রামের মোট

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যার ৭৫% মুসলমান এবং ২৫% হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বাসকরেণ। নবগ্রামের মোট জনসংখ্যা ২১৫০জন । পুরুষ ১১৩৩জন, মহিলা ১০১৭জন । নবগ্রামের মোট ভোটার সংখ্যা ১৩৮০জন। হিন্দু মোট জনসংখ্যা ৫৩৮জন মুসলমান ১৬১২জন । মোট খানার সংখ্যা ৪৫০টি। মুসলমান খানার সংখ্যা ৩৫০টি। হিন্দু খানার সংখ্যা ১০০টি।

সারণী-৫.২

নবগ্রামের জনসংখ্যার বিন্যাস

১৯৯৭

জন সংখ্যার একক	পরুষ	মহিলা	মোট	পরিবার শতকরা	খানা
মুসলমান	৮২৬	৭৮৬	১৬১২	৩৫০	
হিন্দু	২৭৮	২৬০	৫৩৮	১০০	

জ) পেশাঃ

নবগ্রামের অধিকাংশ জনগণই দরিদ্র । সনাতনী কৃষি ব্যবস্থায় গোটা বৎসরের কর্মসংস্থান হয় না বলে জনগোস্ঠিকে বাইরের কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিতে হয়। তাই ধীরে ধীরে নবগ্রামবাসীদের বেঁচে থাকার জন্য বাইরের কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাচ্ছে। নবগ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষ কৃষি কাজ থেকে সরে গিয়ে অ-কৃষি পেশায় নিয়োজিত (সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)।অকৃষি পেশায় নিয়োজিত হওয়ার কারণ হচ্ছে জনসংখ্যাবৃদ্ধি। দিন দিন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে কৃষি জমিগুলিতে বসতি গড়ে উঠছে। কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে। মানুষের দারিদ্র্যতা প্রতিনিয়ত তাকে আরো নিঃস্ব করছে।

নবগ্রামে কিছু লোক আছে যারা আগের থেকেই ধনী। বর্তমানে কেউ কেউ ব্যবসা করে প্রতিস্ঠিত হয়েছে। নবগ্রামে দুইজন ঠিকাদার আছেন যারা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন। গ্রামের বাজারে অনেক গুলো দোকান আছে। এইসব দোকানের মালিক সবাই নবগ্রামেরই লোক। গ্রামের লোকজন নগদ অর্থ দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা চাল, ডাল, সিগারেট, কেরোসিন, তৈল, লবণ,চিনি,দেশলাই ইত্যাদি ক্রয় করেন। নবগ্রামে বাজারের অনেক ছোট

[illegible] নারায়ণগঞ্জ অথবা ঢাকা থেকে তাদের ব্যবসায়ী দ্রব্যাদি কিনে এনে এই বাজারে বিক্রি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নবগ্রামের যে সব লোক চাকুরী করে তাদের পরিবার মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল। তবে এই গ্রামে চাকুরীজীবির সংখ্যা খুব কম। কেউ কেউ বিদেশে গিয়ে ভাল টাকাপয়সা উপার্জন করছে। চাকুরী, বা ব্যবসার পাশাপাশি যারা চাষাবাদ করে তাদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল।

সারণী-৫.৩

নবগ্রামের হিন্দু ও মুসলমানদের পেশা

পেশার ধরণ	সংখ্যা
কৃষি মজুর	১১০
মজুর শ্রমিক	৮০
মিল শ্রমিক	২
ছুতার	৬
ঠিকাদার	২
বস্ত্র ব্যবসা	৪
রাজ-মিস্ত্রী	৪
বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী	৪
মুদ্রাক্ষর	৪
মিলকারিগর	২
শিক্ষক	৬
ফেরিওয়ালা	৩
কাঠ ব্যবসায়ী	
দুধ বিক্রেতা	৬০
মুদী দোকান	৫
রিক্সা চালক	৩০
গরুবিক্রেতা	১
মসজিদের ঈমাম	১
পুলিশ	৪

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামপাহারাদার	২
চাকর	১০
গৃহপরিচারিকা	১৫
সাপুড়িয়া	৩
ঝাড়ফুক	১০
পীর	২
জেলে	৬৫
কুমার	৭৫

ক) গ্রামের অর্থনীতিঃ

নবগ্রামের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এর অর্থনীতি ক্রমবর্ধমানভাবে বাজার অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। পেশাগত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, অনেক গ্রামবাসীই গ্রাম বহির্ভূত আয়-যেমন, ব্যবসা, বাণিজ্য বা বেতনের উপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীদের আয়ের মূল উৎস হচ্ছে কৃষি। কৃষি কাজ করেই গ্রামের অধিকাংশ লোক বেঁচে আছেন।[১০]

খ) কৃষি :

নবগ্রামের মাটি এটেল, দোঁ-আশ। মাঝারিছু জমির পরিমাণ ৫ শতাংশের কম হবে। নবগ্রামে জমি খুব উর্বর। নবগ্রামে পাঁচটি সেলো মেশিন আছে। সেলো মেশিনের সাহায্যে কৃষি কাজ ভাল ভাবে করা যায়। আবার অনেকে ইরি ধান আবাদ করেন। নবগ্রামে আউশ, আমন বোরো এবং ইরি ফসল ফলে। তাছাড়া সরিষা, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, পম, ডাল, কালাই, ভাল জন্মে। শ্রাবন ভাদ্র, আশ্বিন, মাসে কৃষি জীবিরা বেকার হয়ে পড়েন । কারণ এই সময়ে কৃষকদের হাতে কোন কাজ থাকে না। আবার যারা কৃষি মজুর তারা বিকল্প হিসাবে অনেকে রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি অথবা অন্য পেশা গ্রহণ করে থাকে।

---

[১০] আরেফিন, হেলাল উদ্দিন খান পূর্বোল্লিখিত - পৃঃ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

ট) শিক্ষা:

শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামের সাফল্য সর্বাধিক। নবগ্রামে শতকরা ৭৮ জন লোক শিক্ষিত (স্বাক্ষর জ্ঞান সহ) । পুরুষের শিক্ষার চেয়ে মেয়েদের শিক্ষা অনেক কম। এই গ্রামে ছয়জনলোক এম,এ পাশ। বি,এ পাশ ৩০জন, ডাক্তারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে চার জন। এস,এস,সি এবং এইচ এস,সি পাশের সংখ্যা অনেক বেশী । এই গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা যারা লেখা পড়া আগে জানতেন না তারা এখন বিভিন্ন এনজিওর কাছ থেকে নিজেরা স্বাক্ষর জ্ঞান শিখছে।

ঠ) আয়ের উৎস:

নবগ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল। যাদের জমি নেই তারা অন্যের জমি চাষাবাদ করে। ৭০-৮৩ জন লোক আছে যারা অন্যের জমিতে কাজ করে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি শিল্প কারখানা ও শহরের নৈকট্য নবগ্রামের অর্থনীতির উপর অনেক প্রভাব ফেলেছে। ব্যবসা, চাকুরীর মাধ্যমে মানুষ আয় করে থাকে। কৃষি কাজের সাথে সংযুক্ত শ্রমিকরা যখন কৃষি কাজ থাকে না তখন তারা রিক্সা, ভ্যান , মাটি কাটা ইত্যাদি কাজ করে থাকে। দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ এখন গ্রামে বসে উপার্জন করতে পারে না তাই শহরে গিয়ে অনেকে ঠেলাগাড়ী, লেবার, কারখানার শ্রমিক, এবং গার্মেন্টস্ শিল্পে গিয়ে কাজ করে।

ড) কৃষকদের শ্রেণীবিভাগ:

এই গ্রামের কৃষকদের জমির পরিমাণ খুব কম । জমির মালিকানার ভিত্তিতে নবগ্রামেও পাঁচ শ্রেণীর কৃষক রয়েছে। জমি হচ্ছে নবগ্রামের প্রধান সম্পদ, কাজেই এর মালিকানা এবং অমালিকানা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির শ্রেণী অবস্থানই নয় বরং তার শ্রেণী আচরণ ও নির্দেশ করে।[১১] সারণী ৫.৪-এ জমির পরিমান, একটি শ্রেণীভুক্ত পরিবারের ভূ-মালিকানা তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রামে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা পাঁচটি, ১-১০ ডিসেমেল জমি আছে এই রকম পরিবারের সংখ্যা ২০০টি, ২.৫ একর জমি আছে ২২ টি পরিবারের , ০.১-১.৯৯ একর জমি আছে ১০টি পরিবারের, ২.০০-৫.৯৯ একর জমি আছে ৪ টি পরিবারের, ৬.০০ একর এর উর্দ্ধে জমি আছে ৩টি পরিবারের।

[১১] প্রাগুক্ত - পৃ: ৩০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৫.৪
নবগ্রামের শ্রেণী সমূহ

জমি	শ্রেণী সমূহ	পরিবারের সংখ্যা	শতকরা
০০	ভূমিহীন	২৫	
০.১-১.৯৯	প্রান্তিক	২৭৫	
২.০০-৫.৯৯	মাধ্যম	০৪	
৬.০০ এর উর্দ্ধে	ধনী	০৩	
	মোট	৩১২	

ভ) বিবাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কঃ

বিবাহ বাংলাদেশে সার্বজনীন। পরিবারের সদস্যদের দ্বারা বিবাহ ঠিক হয় যদিও অনেক সময় স্ত্রীপছন্দের ব্যাপারে পুরুষদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিবাহের জন্য শুধু স্বামী-স্ত্রীর পরিবার বর্গই নয় অন্য মানুষকেও জড়িত হতে হয়। চূড়ান্তভাবে বর বা কণে নির্বাচনের আগে, নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি এবং গোস্ঠীর বয়োজ্যেস্ঠ মানুষের মধ্যে ঐক্যমতে পৌঁছানোর প্রয়োজন হয় ।[১২] হিন্দু ও মুসলমানের বিয়ে প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিয়েতে যৌতুক ও দেয়া নেয়া হয়।

এই গ্রামের লোকজন সবাই কোন না কোন আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ। নিজের বংশের লোকজনের সাথেই শুধু রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্কই নয় অন্যদের সাথেও পাতানো আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। আত্মীয়তার মধ্যে কারো বিপদ আপদ হলে সকলেই এগিয়ে আসে।

[১২] এরিক,জি, জানসেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৬ষ্ঠ

(ক) তথ্যের বিশ্লেষণ

(ক) অর্থ সামাজিক অবস্থা ঃ আমার গবেষণা এলাকা মানিকগঞ্জের নবগ্রামের আর্থসামাজিক বর্ণনা অধ্যায় ৫.১ এ উল্লেখ্য করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য সমূহ গবেষণা এলাকার মহিলাদের কাছে থেকে নেয়া হয়েছে। নিম্নে উত্তর দাতার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

(১) **জমির মালিকানা ঃ** উত্তর দাতার মধ্যে দেখা যায় যে, ব্র্যাকের যারা সদস্য (সারণী-৬ক.১) তাদের মধ্যে ৮৭.৩০% লোকের অর্ধ একরের ও কম জমি রয়েছে। ১১.১১% সদস্যের অর্ধ একর থেকে এক একরের মধ্যে জমি রয়েছে। এবং ১.৫৯% সদস্যের এক একরের যে চেয়ে কিছু বেশী জমি রয়েছে।

সারণী -৬ক.১ উত্তর দাতার জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ (একরে)	ব্র্যাকের সদস্য	সদস্য নয়
.৪৯	৫৫ (৮৭.৩০)	৪৬ (৯২)
.৫০-১.০০	০৭ (১১.১১)	০২ (৪)
১.০১+	০১ ((১.৫৯)	০২ (৮)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস ঃ ফিল্ড সার্ভে

যারা ব্র্যাকের সদস্য নয় তাদের মধ্যে ৯২% উত্তর দাতার অর্ধ একরের কম জমি রয়েছে। ৪% উত্তরদাতার অর্ধ একর থেকে এক একরের মধ্যে জমি রয়েছে এবং ৪% উত্তরদাতার এক একরের চেয়ে কিছু বেশী জমি রয়েছে। উভয় উত্তরদাতার বেশী সংখ্যকের শুধু ভিটেমাটি অধীনেই জমি আছে। খুব কম সংখ্যক উত্তরদাতার চাষের অধীনে জমি আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.২ ব্র্যাকের সদস্য পদে স্থায়ীত্ব অনুসারে ঋণের পরিমাণ

ঋণের পরিমান (টাকা)	সদস্য পদে সময় (মাস)			মোট
	২৪-৪৮	৪৯-৭২	৭+	
নেয়নি	৩ (৪২.৪৬)	২ (২৮.৫৭)	২ (২৮.৫৭)	৯ (১১.১১)
২০০০	৫ (১০০)	-	-	৫ (৭.৯৪)
৩০০০	-	-	-	-
৪০০০	১ (৮.৩৩)	৩ (২৫)	৮ (৩৬.৬৭)	১২ (১৯.০৪)
৫০০০	-	১ (২০)	৫ (৮৩.৩৩)	৬ (৯.৫২)
৬০০০	-	১ (২০)	৪ (৮০)	৫ (৭.৯৪)
৭০০০	-	৫ (৬২.৫)	৩ (৩৭.৫)	৮ (১২.৭০)
৮০০০	১ (৯.০৯)	৫ (৪৫.৪৫)	৫ (৪৫.৪৫)	১১ (১৭.৪৬)
৯০০০	-	-	১ (১০০)	১ (১৪.২৯)
১০০০০	-	-	-	-
মোট	১০ (১৫.৮৭)	১৭ (২৬.৯৮)	৩৬ (৫৭.১৪)	৬৩ (১০০)

বিশ্লেষণ : ব্র্যাকের পুরানো সদস্যদের মধ্যেই ঋণ নেয়ার পরিমাণ বেশী। অর্থাৎ ৫৭.১৪% উত্তরদাতা (৭-১২) বৎসরে পূর্বে ব্র্যাকের সদস্য হয়েছেন। ২৬.৯৮% উত্তর দাতা (৫-৬) বৎসর পূর্বে সদস্য হয়েছেন এবং ১৫.৮৭% উত্তরদাতা (২-৪) বৎসর পূর্বে সদস্য হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.৩ ব্র্যাকের সদস্য পদের স্থায়ীত্ব অনুসারে জমির পরিমাণ :

সদস্য পদে বয়স সীমা (মাস)	ব্র্যাকের অংশগ্রহনকারী সদস্যদের পরিমান (একরে)			সকল
	২৪-৪৮	৪৯-৭২	৭+	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
২৪-৪৮	৮ (৮০)	২ (২০)	-	১০ (১০০)
৪৯-৭২	৮ (৮২.৩৫)	৩ (১৭.৬৫)	-	১৭ (১০০)
৭৩+	৩৩ (৯১.৬৭)	২ (৫.৫৬)	১ (২.৭৮)	৩৬ (১০০)
সকল	৫৫ (৮৭.৩০)	০৭ (১১.১১)	০১ (১.৫৯)	৬৩ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী ৬ক.৩) এ দেখা যায়, ব্র্যাকের সদস্য যারা হয়েছেন তাদের মধ্যে কম যাদের জমির পরিমাণ তারাই বেশী সংখ্যক (৮৭.৩৪%) সদস্য হয়েছে। এদের প্রায় সকলেরই নিজের বসতভিটা ছাড়া কৃষির জন্য সামান্য জমি আছে।আবার অর্ধ একরের উর্ধে এবং এক একরের মধ্যে যাদের জমি (১১.১১%) আছে তাদের বসতভিটা ছাড়াও কিছু কৃষি জমি আছে এবং এক একরের বেশী (১.০৯%) যাদের জমি আছে তাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটিভাবে ভাল। তার নিজেরা জমিতে ফসল ফলায় এতে তাদের সাড়া বৎসর চলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.৪ বিভিন্ন খাত অনুসারে ঋণ

খাত	সংখ্যা
কৃষি ও ইরিগেশন	* ১৭ (৩০.৩৬)
গ্রামীণ ব্যবসা	* ৮ (১৪.২৯)
মৎস্য	* ০২ (৩.৫৭)
খাদ্য প্রসেসিং	-
যানবাহন (রিক্সা/ভ্যান)	* ০৩ (৫.৩৬)
হাঁস মুরগী পালন	-
গবাদি পশুপালন	০৪ (৭.১৪)
গ্রামীণ শিল্প	০২ (৩.৫৭)
হাউজিং	০৫ (৮.৯৩)
অন্যান্য	১৫ (২৬.৭৯)
মোট	৫৬ (১০০)

* ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে মহিলাদের স্বামী অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে টাকা দেয় ঐসব খাতে লাগানোর জন্য।

বিশ্লেষণ : ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে অনেকেই নির্দিষ্টখাতে সম্পূর্ণ টাকা কাজে লাগান না। কিছু টাকা সংসারের অভাব দুর করার জন্য ব্যয় করেন। ব্র্যাক থেকে মহিলারা ঋণ নিয়ে স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে টাকা দেন কাজে লাগানোর জন্য (সারণী ৬ক.৪) । উত্তরদাতাদের ৩০.৩৬% কৃষি কাজে ঋণের টাকা লাগিয়েছেন, ১৪.২৯% গ্রামীন ব্যবসা যেমন, শাকসবজি বিক্রি, তৈল বিক্রি ইত্যাদিতে, ৩.৫৭% সদস্য মৎস ধরে বিক্রিকরার জন্য জাল বানানোর কাজে ৫.৩৬% রিক্সা/ভ্যান ক্রয় করতে। ৭.১৪% গবাদিপশু পালনে। ৩.৫৭% গ্রামীন শিল্প খাতে, ৮.৯৩% নিজের ঘরতৈরী অথবা মেরামত করার জন্য। ২৬.৭৯% অন্যান্য কাজে ব্র্যাকের ঋণের টাকা লাগিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) পেশার ধরণ ঃ

সারণী ঃ ৬ ক.৫ উত্তর দাতার পেশা ।

পেশা	ব্র্যাকের সদস্য	ব্র্যাকের সদস্য নয়
কৃষি	-	-
ব্যবসা	-	-
চাকুরী	-	-
দিনমজুর	-	-
গৃহিনী	৬১ (৯৬.৮৩)	৪৭ (৯৬)
অন্যান্য	০২ (৩.১৭)	০৩ (৬)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ ঃ উত্তরদাতার সকলেই মহিলা। সারনীঃ ৬ক.৫ এ দেখা যায়, যারা ব্র্যাকের সদস্যদের ৯৬.৬৩% হচ্ছে গৃহিনী এবং বাকী ৩.১৭ % সদস্য সংখ্যাকের কাজের পাশা পাশি হস্তশিল্পর সামগ্রী তৈরী করে বিক্রি করে। ব্র্যাকের সদস্য ছাড়া অন্য উত্তর দাতার ৯৬ % হচ্ছে গৃহিনী এবং ৬% হলো গৃহকর্ম ছাড়াও অন্য পেশার যেমনঃ হাসমুরগী পালন, গবাদিপশু পালন, কৃষিকাজের সাথে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬ক.৬ ঋণ গ্রহণকারীর কর্মসংস্থানের উন্নতি ।

পেশা	ব্র্যাকের সদস্য	পরিবারের অন্যান্য সদস্য	মোট
কৃষি	-	-	-
গ্রামীন ব্যবসা	-	০৪	০৪ (৭.১৪)
মৎষ্য	-	০২	০২ (৩.৫৭)
খাদ্য প্রসেসিং	-	-	-
হাঁস মুরগী পালন	-	-	-
গবাদিপশু পালন	০৩ (৫.৩৬)	০১	০৪ (৭.১৪)
গ্রামীন শিল্প	০২ (৩.৫৭)	-	০২ (৩.৫৭)
দোকানদার	-	০৩	০৩ (৩.৫৭)
যানবাহন (রিক্সা/ভ্যান)	-	০৩	০৩ (৫.৩৬)
অন্যান্য	-	০১	০১ (১.৭৯)
মোট	০৫ (৮.৯৩)	১১ (১৯.৬৪)	১৬ (২৮.৫৭)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ ঃ (সারণীঃ ৬ক.৬) উত্তরদাতার মধ্যে ৮.৯% মহিলা আংশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের মধ্যে সবাই গৃহকর্মের পাশাপাশি অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত। ঋণ গ্রহিতা পারিবারের অন্যান্য সদস্যরা ১৯৬৪% লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

সারণী ঃ ৬ক. ৭ পরিবারের মাসিক আয়।

আয়ের উৎস	ব্র্যাকের সদস্য মাসিক আয় গড়ে (টাকা)	সদস্য নয় মাসিক আয় গড়ে (টাকা)
কৃষি	৩১৪.৪ (১৮.৮৭)	৩৩১.৪৮ (২১.০১)
চাকুরী	৩২৮.৭২ (১৮.১৭)	১৭৩.১২ (১০.৯৭)
ব্যবসা	৩৪৬.৩২ (১৯.১৪)	৩১৬.৮৪ (২০.০৯)
দৈনিক মজুরী	৪১১ (২২.৭২)	৪৪২.১২ (২৮.০৩)
যানবাহন (রিক্সা/ভ্যান)	৩৬৯.৮৮ (২০.৪৫)	৩১১.৮৪ (১৯.৭৭)
অন্যান্য	১১.৭৬ (০.৬৫)	২.০৪ (০.১৩)
মোট	১৮০৯.০৮ (১০০)	১৫৭৭.৪৪ (১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ ।

বিশ্লেষণ ঃ (সারণী ঃ ৬ক.৭) এ ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে ১৮.৮৭% টাকা কৃষি থেকে আসে ১৮.১৭% টাকা চাকুরী থেকে ১৯.১৪% টাকা ব্যবসা থেকে আসে ২২.৭২% টাকা দৈনিক মজুরী থেকে আসে, ২০.৪৫% টাকা রিক্সা/ভ্যান থেকে আয় করে থাকেন এবং ০০.৬৫% অন্যান্য খাত থেকে আয় আসে। ব্র্যাকের যারা সদস্য নয় তাদের মধ্যে ২১.০১% টাকা আসে কৃষি থেকে , ১০.৯৭% টাকা আসে চাকুরী থেকে, ২০.০৯% টাকা আসে ব্যবসা থেকে, ২৮.০৩% টাকা আসে দৈনিক মজুরী থেকে ১৯.৭৭% টাকা আসে রিক্সা/ভ্যান থেকে ০.১৩% টাকা আয় হয় অন্যান্য উৎস থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.৮ পরিবারের মাসিক খরচ ।

খরচের খাত	ব্র্যাকের সদস্য সংখ্যা =৬৩	ব্র্যাকের সদস্য নয় সংখ্যা =৫০
খাদ্য শষ্য	৭৪৬.২৮ (৪৫.২৮)	৭২৬.৪৮ (৪৬.০৪)
অন্যান্য খাদ্য	৫২৪.৯৬ (৩১.৮৫)	৫১৫.৯২ (৩২.৭০)
দৈনিক খরচ	৮৭.২৮ (৫.৩০)	৮১.১৬ (৫.১৪)
কাপড়/জুতা	৫২.৭২ (৩.২০)	৪৯.০৪ (৩.১১)
স্বাস্থ্য/কিচিৎসা	২৭ (১.৬৪)	২৫.২৮ (০.০৬)
শিক্ষা	৭১.৪৮ (৪.৩৪)	৬০.৬৮ (৩.৮৫)
সম্পদ এবং জমা	৮ (০.৪৯)	-
অন্যান্য	১৩০.৬ (৭.৯২)	১১৯.৩২ (৭.৫৬)
মোট	১৬৪৮.৩২ (১০০)	১৫৭৭.৮৮ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারনী ৬ক.৮) এ ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে ৪৫.২৮% খাদ্যশষ্যের জন্য খরচ করে। ৩১.৮৫% অন্যান্য খাদ্য যেমন : লবন, তৈল, মাস,ডিম প্রভৃতি বাবদ খরচ করে। শতকরা ৫.৩০% টাকা দৈনিক খরচ বাবদ খরচ করেন। শতকরা ৩.২০ টাকা কাপড়/জুতা কেনার জন্য খরচ করেন। শতকরা ১.৬৪ টাকা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য খরচ করেন। শতকরা ৪.৩৪ টাকা শিক্ষার জন্য খরচ করেন। শতকরা .৪৯ টাকা সম্পদ হিসাবে অথবা ব্র্যাকের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত চাঁদার মাধ্যমে জমা করেন। শতকরা ৭.৯২ টাকা অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচ করেন। শতকরা ২.৭০ টাকা অন্যান্য খাদ্যের জন্য খরচ করেন। শতকরা ৫.১৪ টাকা দৈনিক খরচের জন্য খরচ করেন। শতকরা ৩.১১ টাকা কাপড়/জুতার জন্য খরচ করেন। শতকরা .০৬ টাকা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য খরচ করেন। শতকরা ৩.৮৫ টাকা পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার জন্য খরচ করেন। শতকার ৭.৫৬ টাকা অন্যান্য কাজের জন্য খরচ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) শিক্ষা ঃ

সারণী ঃ ৬ক. ৯ শিক্ষাগত যোগ্যতা ।

শিক্ষার ধরণ	ব্র্যাকের সদস্য	সদস্য নয়
নিরক্ষর	০৮ (১২.৭০)	১৩ (২৬)
স্বাক্ষর জ্ঞান	৫১ (৮০.৯৫)	৩২ (৬৪)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৪ (৬.৩৫)	০৫ (১০.৩)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ ঃ (সারণী ঃ ৬ক. ৯) ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে নিরক্ষর হচ্ছেন ১২.৭০% । ৮০.৯৫ % স্বাক্ষর জ্ঞান লাভ করেছেন এবং ৬.৩৫% সদস্য প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছেন। ব্র্যাকের সদস্য নয় তাদের মধ্যে নিরক্ষর হচ্ছেন ২৬% এবং ৬৪% হচ্ছেন স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এবং ১০% প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক. ১০ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া।

লেখাপড়া	ব্র্যাকের সদস্য	সদস্য নয়
লেখাপড়া করছে	৪৪ (৬৯.৮৪)	২৮ (৫৬)
লেখাপড়া করছেনা	১১ (১৭.৪৬)	১৪ (২৮)
অন্যান্য	৮ (১২.৭০)	৮ (১৬)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ১০) ব্র্যাকের সদস্যদের ছেলেমেয়েরা ৬৯.৮৪% স্কুলে লেখাপড়া করছে। ১৭.৪৬% লেখাপড়া করছে না। এবং ৮% সদস্যের ছেলেমেয়ে নেই এবং এর মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত। সদস্য নয় এমন মহিলাদের ৫৬% ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। ২৮% ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছেনা এবং ১৬% উত্তরদাতার ছেলেমেয়েনেই এবং এর মধ্যেই অনেকেই অবিবাহিত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক. ১১ মানবাধীকার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা ।
পারিবারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা:
স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের জন্য স্ত্রীর অনুমিত :

অনুমতির প্রয়োজন	ব্র্যাকের সদস্য	ব্র্যাকের সদস্য নয়
হ্যাঁ	৬৩ (১০০)	৪৩ (৮৬)
না	০০	০৭ (১৪)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ১১) স্বামী দ্বিতীয় বিয়ের জন্য স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন সম্পর্কে ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে শতকরা ১০০ জনই বলেছেন অনুমতির প্রয়োজন। যারা ব্র্যাকের সদস্য নয় তাদের মধ্যে শতকরা ৮৬ জন বলেছেন স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন এবং শতকরা ১৪ জন বলেছেন স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন নেই।

সারণী : ৬ক. ১২ যৌতুকের শাস্তি।

শাস্তির ধরণ	ব্র্যাকের সদস্য	ব্র্যাকের সদস্য নয়
জেল	৩১ (৪৯.২১)	১৮ (৩৬)
জেল ও জরিমানা	১৭ (২৬.৯৮)	০৭ (১৪)
কিছুই হয় না	০৩ (৪.৭৬)	০৫ (১০)
জানিনা	১২ (১৯.০৫)	২০ (৪০)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ১২) ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৪৯.২১ জন বলেছেন যৌতুক দিলে বা নিলে জেল হয়। শতকরা ২৬.৯৮ জন বলেছেন জেলা ও জরিমানা হয়। শতকার ৪.৭৬ জন বলেছেন কোন কিছুই হয় না। শতকরা ১৯.০৫ জন বলেছেন তারা কিছুই জানেন না। ব্র্যাকের যারা সদস্য নয় তাদের মধ্যে শতকরা ৬ জন বলেছেন জেল হয়। শতকরা ২৪জন বলেছেন জেল ও জরিমানা হয়। শতকরা ১০ জন বলেছেন কিছুই হয় না। শতকরা ৪০ জন বলেছেন তারা কিছুই জানেন না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬ক. ১৩ গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে ধারনা ঃ
ভোট প্রদান করা ঃ

ভোটাধিকার প্রয়োগ	ব্র্যাকের সদস্য	ব্র্যাকের সদস্য নয়
নাগরিক অধিকার	২৯ (৪৬.০৩)	১১ (২২)
জানি না	২৬ (৪১.২৭)	৩২ (৬৪)
কিছুই বলেনি	০৮ (১২.৭০)	০৭ (১৪)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ ঃ (সারণী ঃ ৬ক. ১৩) ব্র্যাকের মহিলা সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৪৬.০৩ জন বলেছেন ভোট প্রদান করা নাগরিক অধিকার । শতকরা ৪১.২৭ জন বলেছেন তারা কিছুই জানেন না । শতকরা ১২.৭০ জন কিছুই বলেনি। ব্র্যাকের সদস্যদের বাহিরে শতকরা ২২ জন বলেছেন ভোট প্রদান করা নাগরিক অধিকার। শতকরা ৬৪ জন বলেছেন জানি না। শতকরা ১৪ জন কিছুই বলেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক. ১৪ উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা :
স্বামীর মৃত্যের পর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর অধিকার :

অধিকার	ব্র্যাকের সদস্য	ব্র্যাকের সদস্য নয়	
হ্যাঁ	৪৬ (৭৩.০২)	৩০ (৬০)	
না	১০ (১৫.৮৭)	০৮ (১৬)	
জানি না	০৭ (১১.১১)	১২ (১৪)	
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)	

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ১৪) ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৭৩.০২ জন বলেছেন স্বামীর মৃত্যের পর স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাবেন। শতকরা ১৫.৮৭ জন বলেছেন জমি স্ত্রীর নামে না লিখে দিয়ে থাকলে পাবেন না। শতকরা ১১.১১ জন বলেছেন তারা জানেন না। যারা ব্র্যাকের সদস্য নয় তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন বলেছেন স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর অধিকার আছে। শতকরা ১৬ জন বলেছেন অধিকার নেই। শতকরা ২৪ জন বলেছেন জানি না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক. ১৫ ফৌজদারী আইন সম্পর্কে সচেতনতা :
পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করে আটকিয়ে রাখতে পারে :

সময়	ব্র্যাকের সদস্য	ব্র্যাকের সদস্য নয়
১ দিন	৩০ (৪৭.৬২)	১৮ (৩৬)
২ দিন	১৩ (২০.৬৩)	০২ (৪)
জানি না	২০ (৩১.৭৫)	৩০ (৬০)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎসঃ মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী ৬.ক ১৫) ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৪৭.৬২ জন বলেছেন ২৪ ঘন্টা আটকিয়ে রাখতে পারেন। শতকরা ২০.৬৩ জন বলেছেন ৪৮ ঘন্টা আটকিয়ে রাখতে পারেন। শতকরা ৩১.৭৫ জন বলেছেন জানি না। ব্র্যাকের যারা সদস্য নয় তাদের মধ্যে শতকরা ৩৬ জন বলেছেন ২৪ ঘন্টা আটকিয়ে রাখতে পারেন। শতকরা ৪ জন বলেছেন ৪৮ ঘন্টা রাখতে পারেন। শতকরা ৬০ জন বলেছেন জানি না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.১৬ স্বাস্থ্য সচেতনতা :
খাবারের পানির উৎস :

উৎসের ধরণ	ব্র্যাকের সদস্য		ব্র্যাকের সদস্য নয়
	পূর্বে	পরে	
ফোটানো পানি	-	-	-
কর্পূর দ্বারা বিশুদ্ধকৃত পানি	-	-	-
টিউবওয়েলের পানি	৪৯ (৭৭.৭৮)	৫৪ (৮৫.৭১)	৩৯ (৭৮.০০)
খাল/নদী/পুকুরের পানি	১২ (১৯.০৫)	০৬ (৯.৫২)	১১ (২২.০০)
বাড়ীর তৈরী ফিল্টার পানি	০২ (৩.১৭)	০৩ (৪.৭৬)	-
মোট	৬৩ (১০০)	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ১৬) ব্র্যাকের সদস্য হওয়ার পর পানির ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে (৭.৯)। ব্র্যাক সদস্যদেরকে পানি ফুটিয়ে পান করার জন্য সচেতন করা হলেও কেউ পানি ফুটিয়ে পান করেন না । ব্র্যাকের সদস্য পদে অংশ গ্রহণ করার পরে খাল, নদী এবং পুকুর থেকে পানি এনে পান করার প্রবনতা কমে গেছে। ৪.৭৬% উত্তরদাতা ছাকুনি দিয়ে অথবা কাপড় দিয়ে ছেকে পানি ফিল্টার করে থাকেন। ব্র্যাকের যারা সদস্য নয় তাদের মধ্যে ৭৮% টিউবওয়েলের পানি পান করেন। এবং ২২% লোক খাল, নদী, পুকুর থেকে পানি পান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬ক.১৭ পরিবারের পায়খানা ঃ
পায়খানার ধরণ ঃ

উৎসের ধরণ	ব্র্যাকের সদস্য		ব্র্যাকের সদস্য নয়
	পূর্বে	পরে	
রিং /শ্রাব পায়খানা	১১ (১৭.৪৬)	২৭ (৪২.৮৬)	১৪ (২৮)
স্পেটিক টাংক পায়খানা	-	-	-
বাড়ীতে তৈরী পিটলেট্রিন	০২ (৩.১৭)	০২ (৩.১৭)	০৩ (৬)
কাঁচা/খোলা /ঝুলন্ত পায়খানা	৫০ (৭৯.৩৭)	৩৪ (৫৩.৯৭)	৩৩ (৬৬)
মোট	৬৩ (১০০)	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ ঃ (সারণী ঃ ৬ক. ১৭) ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে ৪২.৮৬% সদস্যের বাড়ীতে রিংশ্রাব পায়খানা রয়েছে। পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫.৪ এবং ৩.১৭% সদস্য বাড়ীতে তৈরী পিট লেট্রিন ব্যবহার করেন। ৫৩.৯৭% সদস্য এখনও উন্মুক্ত জায়গায়, ঝোপঝাড়ের আড়ালে কিংবা অস্বাস্থ্যকর পায়খানা যেমন, বেড়াদিয়ে মাটির গর্তকরে কাঁচা/খোলা পায়খানা এবং বাঁশ দিয়ে পুকুর ডোবা,নালা খালবিলের উপরে তৈরী পায়খানা ব্যবহার করে। উত্তর দাতার মধ্যে যারা ব্র্যাকের সদস্য নয় তাদের মধ্যে ২৮% রিংস্রাব পায়খানা ব্যবহার করে। ০৬% লোক বাড়ীতে তৈরী পিট লেট্রিন ব্যবহার করে। এবং ৬৬% সদস্য এখন ও কাঁচা/খোলা/ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.১৮ পায়খানার থেকে আসার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :

উৎসের ধরণ	ব্র্যাকের সদস্য		ব্র্যাকের সদস্য নয়
	পূর্বে	পরে	
শুধু পানি	২৪ (৩৮.১০)	১৩ (২০.৬৩)	০৮ (১৬)
পানি ও মাটি	২১ (৩৩.৩৩)	২৮ (৪৪.৪৪)	২৩ (৪৬)
পানি ও ছাই	১৮ (২৮.৫৭)	২০ (৩১.৭৫)	১৮ (৩৬)
পানি ও সাবান	-	০২ (৩.১৭)	০১ (০২)
মোট	৬৩ (১০০)	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ১৮) পায়খানা থেকে আসার পর হাত যদি পরিষ্কার করে না ধোয়া হয় তাহলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। কারণ পায়খানার জীবানুগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে। ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে রোগের বিস্তার সম্পর্কিত সচেতনা বৃদ্ধি পেলে ও যারা ব্র্যাকের সদস্য নয় তাদের চেয়ে কিছুটা কম।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.১৯ ভিটামিন "সি" এর অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে ধারণা :

রোগের নাম	ব্র্যাকের সদস্য	ব্র্যাকের সদস্য নয়
জ্বর	০৩ (৪.৭৬)	০১ (২.০০)
ডায়রিয়া	০২ (৩.১৭)	০৩ (৬.০০)
রাতকানা	১৬ (২৫.৪০)	১১ (২২.০০)
জিহবায় খাঁ	০৫ (৭.৯৪)	০৭ (১৪.০০)
রক্ত শূন্যতা	০২ (৩.১৭)	০১ (২.০০)
পেটের অসুখ	০৪ (৬.৩৫)	০২ (৪৬.০০)
জানি না	২৮ (৪৪.৪৪)	২৩ (৪৬.০০)
অন্যান্য	০৩ (৪.৭৬)	০২ (৪.০০)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ১৯) স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কিত বিষয়ে ধারণা লাভ করার জন্য তাদেরকে ভিটামিন "সি" এর অভাবে কোন রোগ হয় সেই সম্পর্কে উত্তর বলতে বলায় ব্র্যাকের সদস্যদরে মধ্যে ২৫.৪০% সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে এবং ৭৪.৬% উত্তর দাতা সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। ব্র্যাকের সদস্যের বাইরে প্রশ্ন করাতে ২২% উত্তর দাতা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন এবং ৭৮% উত্তর দাতা সঠিক উত্তর দিতে পারেননি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.২০ পরিবার পরিকল্পনা :
পরিবার সীমিত রাখার পদ্ধতি গ্রহণ :

ধরণ	ব্র্যাকের সদস্য	ব্র্যাকের সদস্য নয়
গ্রহণ করেছে	৩৩ (৫২.৩৮)	২৩ (৪৬)
গ্রহণ করেনি	১২ (১৯.০৫)	১০ (২০)
গ্রহণ করবেনা	০৯ (১৪.২৯)	০৮ (১৬)
কিছুই বলেনি	০৪ (৬.৩৫)	০৩ (৬)
কোন আগ্রহ নেই	০৫ (৭.৯৪)	০৬ (১২)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ২০) উত্তরদাতা ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে ৫২.৩৮% পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ১৯.০৫% কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। তারা একাধিক সন্তান লাভে আগ্রহী। ১৪.২৯% উত্তরদাতার মধ্যে কিছু সংখ্যক মহিলা আছেন যাদের বয়সের কারণে সন্তান হওয়ার সম্ভবনা নাই এবং বাকীরা বলেছেন সন্তান আল্লাহই দেন আমরা কোন পদ্ধতি গ্রহণ করব না। ৬.৩৫% উত্তর দাতা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে মতামতা দেননি । তবে এদের মধ্যে কিছু অবিবাহিত মহিলাও আছেন। ৭.৯৪% এর পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই। ব্র্যাকের সদস্য পদের বাইরের উত্তর দাতাদের মধ্যে ৪৬% পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.২১ সামাজিক বনায়ন :

বৃক্ষ রোপন :

উৎসের ধরণ	ব্র্যাকের সদস্য		ব্র্যাকের সদস্য নয়
	পূর্বে	পরে	
হ্যাঁ	৪২ (৬৬.৬৭)	৫৭ (৯০.৪৮)	৩২ (৬৪)
না	২১ (৩৩.৩৩)	০৬ (৯.৫২)	১৮ (৩৬)
মোট	৬৩ (১০০)	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ২১) ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে ৯০.৪৮% উত্তর দাতা বৃক্ষ রোপন করেছেন। এবং ৯.৫২% কোন বৃক্ষরোপন করেননি। যারা ব্র্যাকের সদস্য নয় তাদের মধ্যে ৬৪% উত্তরদাতা গাছ লাগিয়েছেন এবং ৩৬% উত্তরদাতা কোন গাছ লাগাননি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.২২ গাছের উপকার সম্পর্কিত ধারনা :

উপকারের ধরণ	ব্র্যাকের সদস্য	সদস্য নয়
ছায়া, ফল, বিক্রি	১০ (১৫.৮৭)	০৮ (১৬)
ফল, কাঠ	১২ (১৯.০৫)	০৯ (১৮)
শুধু ফল	০৫ (৭.৯৪)	০৭ (১৪)
ফল,কাঠ,বিক্রি	১২ (১৫.৮৭)	১০ (২০)
ছায়া, কাঠ	১০ (৩.১৭)	০৮ (১৬)
ফল. ছায়া	০২ (৩.১৭)	০১ (২)
অন্যান্য	০২ (৩.১৭)	-
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ২২) উত্তরদাতাদের সবাই গাছ থেকে আমরা যে সমস্ত বাহ্যিক উপকার পাচ্ছি সেই সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু গাছ যে শুধু ফল, কাঠ, বিক্রি করে অর্থ, ছায়া ইত্যাদি দেয় তাই নয় গাছ আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে অর্থাৎ আমাদেরকে অক্সিজেন সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রাখছেন এবং বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে, সেই সম্পর্কে কেউ সচেতন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক.২৩ প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের উপকারিতা :

প্রশিক্ষণের বিষয়	উপকারিতা				মোট
	টাকা আয়	সন্তুষ্টি এবং সম্মান (উপকার সরাসরি নয়)	কোন উপকার পাইনি	অন্যান্য	
সচেতনতা	০৩ (১৩.৬৪)	১৫ (৬৮.১৮)	০৩ (১৬.৬৪)	০১ (৪.৫৫)	২২ (১০০)
নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা	-	৬ (৩৫.২৭)	১১ (৬৪.৭১)	-	১০ (১০০)
কৃষি	-	০২	-	-	০২ (১০০)
শাকসবজি	০৪ (৮০)	-	০১ (২০)	-	০৫ (১০০)
মৎষ্য	-	০২ (৫০)	০২ (৫০)	-	০৪ (১০০)
হাঁসমুরগী	০৬ (১০০)	-	-	-	০৬ (১০০)
গবাদিপশু	০৫ (১০০)	-	-	-	০৫ (১০০)
স্বাস্থ্য	০১ (৫০)	০১ (৫০)	-	-	০২ (১০০)
মোট	১৯ (৩০.১৬)	২২ (৩৪.৯২)	১৫ (২৩.৮১)	০১ (১.৫৯)	৬৩ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ২৩) ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে যারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে প্রশিক্ষনের উপকার ভোগীদের মধ্যে সচেতনেতা প্রশিক্ষণ যারা গ্রহণ করেছেন তাদের ১৩.৬৪% টাকা আয় করতে পারছে, ৬৮.১৮% সদস্য সরাসরি উপকার পেয়েছে, ১৬.৬৪% সদস্যের কোন উপকার হয়নি। নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ যারা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ৩৫.২৯% সদস্য সরাসরি উপকার পেয়েছেন এবং ৬৪.৭১% সদস্যের কোন উপকার হয়নি। কৃষি প্রশিক্ষণ যারা নিয়েছেন তাদের মধ্যে ২ জন সদস্য সরাসরি উপকার পেয়েছেন। শাকসবজির প্রশিক্ষণ যারা নিয়েছেন তাদের মধ্যে ৮০% সদস্য টাকা উপার্জন করতে পেরেছে এবং ২০% সদস্য কোন উপকার পায়নি। মৎষ্য প্রশিক্ষণ যারা নিয়েছেন তাদের ৫০% প্রশিক্ষণ থেকে সরাসরি উপকার পেয়েছেন, ৫০% সদস্যের কোন উপকার হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬ক.২৪ ক্ষমতায়ন ঃ

গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত ঃ

ধরণ	ব্র্যাকের সদস্য	সদস্য নয়
নিজে একা	০৪ (৬.৩৫)	০২ (০৪)
যৌথভাবে (স্বামী+স্ত্রী) এবং পরিবারের অন্যদের সাথে	৩৩ (৫২.৩৮)	১৯ (৩৮)
পরিবারের প্রধান	২৫ (৩৯.৬৮)	২৮ (৫৬)
অন্যান্য	০২ (৩.১৭)	০১ (২)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ ঃ (সারণী ঃ ৬ক. ২৪) পারিবারিক কোন গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ৬.৩৫% লোক বলেছেন একা সিদ্ধান্ত নেন। ৫২.৩৮% লোক যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন। ৩৯.৬৮% লোক বলেছেন পরিবারের প্রধান সিদ্ধান্ত নেন। ৩.১৭% উত্তরদাতা বলেছেন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে বাড়ীর মুরবী, গ্রামের মুরবী অথবা শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক. ২৫ মহিলাদের সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণের ধারণা :

মহিলাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের ধারনা	ব্র্যাকের সদস্য	সদস্য নয়
অংশগ্রহণ প্রয়োজন	১৪ (২২.২২)	০৯ (১৪.২৯)
কিছু কাজে অংশ গ্রহণ প্রয়োজন	০৭ (১১.১১)	০৩ (৪.৭৬)
কোন প্রয়োজন নেই	১১ (১৭.৪৬)	১৫ (২৩.৮১)
কিছুই বলেনি	৩১ (৪৯.২১)	২৩ (৩৬.৫১)
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ২৫) ব্র্যাকের সদস্যদের ২২.২২% বলেছেন সামাজিক কাজে মহিলাদের অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। ১১.১১% উত্তরদাতা বলেছেন মহিলাদেরকে কিছু সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। ১৭.৪৬% উত্তরদাতা বলেছেন মহিলাদের সংসারের বাইরে গিয়ে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। ৪৯.২১ উত্তর দাতা সামাজিক কাজে মহিলাদের প্রয়োজন আছে কি তার উত্তর প্রদান করেননি। ব্র্যাক সদস্যের বাইরে ১৪.২৯% উত্তরদাতা প্রদান করেননি। ব্র্যাক সদস্যের বাইরে ১৪.২৯% উত্তরদাতা মহিলাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করেছেন। ৪.৭৬% উত্তর দাতা কিছু সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণের প্রয়োজন নাই বলে উত্তরদিয়েছেন। ৩৬.৮১% উত্তরদাতা কোন প্রয়োজন নাই বলে উত্তরদিয়েছেন। ৩৬.৫১% উত্তরদাতা মহিলাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের উত্তরে কোন কিছুই বলেননি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬ক. ২৬ পরিবারের বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি :

অনুমতি প্রয়োজন	ব্র্যাকের সদস্য	সদস্য নয়
স্বামীর	৫২ (৮২.৫৪)	৪৫ (৯০)
পিতার	০৩ (৪.৭৬)	০৩ (৬)
প্রয়োজন নেই	০৬ (৯.৫২)	০২ (৪)
অন্যান্য	০২ (৩.১৭)	০০
মোট	৬৩ (১০০)	৫০ (১০০)

উৎস : মাঠ জরিপ

বিশ্লেষণ : (সারণী : ৬ক. ২৬) পরিবারের বাহিরে গিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের জন্য ব্র্যাকের মহিলা সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৮২.৫৪% জনের স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন হয়। শতকরা ৪.৭ জনের পিতার অনুমতির প্রয়োজন হয় কারণ তাদের বিয়ে হয়নি। তাদের অভিভাবক হচ্ছে পিতা। শতকরা ৯.৫২ জনের পরিবারের পিতা অথবা স্বামী ছাড়াও অন্য সদস্যের অনুমতি প্রয়োজন হয়। যারা ব্র্যাকের সদস্য নয় তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হয়। শতকরা ৬ জনের পিতার অনুমতির প্রয়োজন হয়। শতকরা ৪ জনের কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই।

Dhaka University Institutional Repository

খ) Hypothesis Test.

সারণী ঃ ৬.খ-১. ব্র্যাকের ঋণ গ্রহণ এবং আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক ।

উত্তর দাতা	আয়ের ধরণ (টাকা)		মোট
	১০০০-১৪৯৯	১৫০০-২০০০	
ঋণ গ্রহীতা	১০ (১৭.৮৬)	৪৬ (৮২.১৪)	৫৬ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	১৫ (৩০.০০)	৩৫ (৭০)	৫০ (১০০)
মোট	২৫	৮১	১০৬

$$x^2 = 2.16,\ df = 1,\ x^2\ 0.05 = 3.841$$

সারণী ৬.খ.১. এ x^2 এর পরিগণিত মান ২,১৬, যা x^2 টেবিল মান ৩.৮৪১ অপেক্ষা ছোট। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য হয়ে ব্র্যাক থেকে ঋণ গ্রহণ করে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি পায় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৬.খ-২. ব্র্যাকের সদস্যদের ঋণ গ্রহণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ।

উত্তর দাতা	কর্মসংস্থান হয়েছে	কর্মসংস্থান হয়নি	মোট
ব্র্যাকের ঋণগ্রহীতা	০৫ (৮.৯৩)	৫১ (৯১.০৭)	৫৬ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	-	৫০ (১০০)	৫০ (১০০)
মোট	০৫	১০১	১০৬

$$x^2 = 4.69,\ df = 1,\ x^2\ 0.05 = 3.841$$

সারণী ৬.খ.১. এ x^2 এর পরিগণিত মান ৪.৬৯ যা x^2 টেবিল মান ৩.৮৪১ অপেক্ষা বড়। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য হয়ে ব্র্যাক থেকে ঋণ গ্রহণ করলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-৩. ব্র্যাকের সদস্য পদ লাভ ও শিক্ষা গ্রহণ।

উত্তর দাতা	শিক্ষার ধরণ			মোট
	নিরক্ষর	স্বাক্ষর জ্ঞান	প্রাথমিক বিদ্যালয়	
ব্র্যাকের সদস্য	০৮ (১২.৭০)	৫১ (৮০.৯৫)	০৪ (৬.৩৫)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	১৩ (২৬)	৩২ (৬৪)	০৫ (১০)	৫০ (১০০)
মোট	২১	৮৩	৯	১১৩

$$x^2 = 4.2182,\ df= 1,\ x^2\ 0.05=5.991$$

সারণী ৬.খ.৩. এ x^2 এর পরিগণিত মান ৪.২১৮২ যা x^2 টেবিল মান ৫.৯৯১ অপেক্ষা ছোট। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য পদ লাভ করে নিজেরা লেখাপড়া শিক্ষা গ্রহণ করে এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-৪. ব্র্যাকের সদস্য পদ লাভ ও লেখাপড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা।

উত্তর দাতা	পরিবারের সদস্য/সদস্যার লেখাপড়া			মোট
	লেখাপড়া করছে	লেখাপড়া করছেন	অন্যান্য	
ব্র্যাকের সদস্য	৪৪ (৬৯.৮৪)	১ (১৭.৪৬)	৮ (১২.৭০)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	২৮ (৫৬)	১৪ (২৮)	০৮ (১৬)	৫০ (১০০)
মোট	৭২	২৫	১৬	১১৩

$$x^2 = 137.25,\ df = 1,\ x^2\ 0.05 = 5.991$$

সারণী ৬.খ.৩. এ x^2 এর পরিগণিত মান ১৩৭.২৫ যা x^2 টেবিল মান ৫.৯৯১ অপেক্ষা বড়। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য হওয়ার সাথে লেখাপড়া গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-৫. ব্র্যাকের সদস্য পদ লাভ ও যৌতুকের শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা।

উত্তর দাতা	জেল	জেল ও জরিমান	কিছুই হয় না	জানি না	মোট
ব্র্যাকের সদস্য	৩১ (৪৯.২১)	১৭ (২৬.৯৮)	০৩ (৪.৭৬)	১২ (১৯.০৫)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	১৮ (৩৬)	০৭ (১৪)	০৫ (১০)	২০ (৪০)	৫০ (১০০)
মোট	৪৯	২৪	৮	৩২	১১৩

$$x^2 = 152.51,\ df = 3,\ x^2\ 0.05 = 7.815$$

সারণী ৬.খ.৫. এ x^2 এর পরিগণিত মান ১৫২.৫১ যা x^2 টেবিল মান ৭.৮১৫ অপেক্ষা বড়। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য হয়ে যৌতুকের শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা হয় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-৬. ব্র্যাকের সদস্য হওয়া ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা।

উত্তর দাতা	নাগরিক অধিকার	জানি না	কিছুই বলেনি	মোট
ব্র্যাকের সদস্য	২৯ (৪৬.০৩)	২৬ (৪১.২৭)	০৮ (১২.৭০)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	১১ (২২)	৩২ (৬৪)	০৭ (১৪)	৫০ (১০০)
মোট	৪০	৫৮	১৫	১১৩

$x^2 = 12.2315$, df= 3, x^2 0.05=5.991

সারণী ৬.খ.৬. এ x^2 এর পরিগণিত মান ১২.২৩১৫ যা x^2 টেবিল মান ৫.৯৯১ অপেক্ষা বড়। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য পদ লাভের সাথে গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার হয় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-৭. ব্র্যাকের সদস্য হওয়া ও উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

উত্তর দাতা	হ্যাঁ	না	জানি না	মোট
ব্র্যাকের সদস্য	৪৬ (৭৩.০২)	১০ (১৫.৮৭)	০৭ (১১.১১)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	৩০ (৬০)	০৮ (১৬)	১২ (২৪)	৫০ (১০০)
মোট	৭৬	১৮	১৯	১১৩

$x^2 = 7.8745$, df= 2, x^2 0.05=5.991

সারণী ৬.খ.৭. এ x^2 এর পরিগণিত মান ৭.৮৭৪৫ যা x^2 টেবিল মান ৫.৯৯১ অপেক্ষা বড়। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য হয়ে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন হয় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-৮. ব্র্যাকের সদস্য হওয়া ও ফৌজদারী আইন সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

উত্তর দাতা	১ দিন (২৪ঘন্টা)	২ দিন (৪৮ঘন্টা)	জানি না	মোট
ব্র্যাকের সদস্য	৩০ (৪৭.৬২)	১৩ (২০.৬৩)	২০ (৩১.৭৫)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	১৮ (৩৬)	০২ (৪)	৩০ (৬০)	৫০ (১০০)
মোট	৪৮	১৫	৫০	১১৩

$x^2 = 11.7384$, df= 2, x^2 0.05=5.991

- সারণী ৬.খ.৮. এ x^2 এর পরিগণিত মান ১১.৭৩৮৪ যা x^2 টেবিল মান ৫.৯৯১ অপেক্ষা বড়। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য হয়ে ফৌজদারী আইন সম্পর্কে সচেতন হয় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-৯. ব্র্যাকের সদস্য পদ লাভ ও স্বাস্থ্য (পায়খানা থেকে আসার পর হাত পরিস্কার) সম্পর্কে সচেতনতা।

উত্তর দাতা	শুধু পানি	পানি ও মাটি	পানি ও ছাই	পানি ও সাবান	মোট
ব্র্যাকের সদস্য	১৩ (২০.৬৩)	২৮ (৪৪.৪৪)	২০ (৩১.৭৫)	০২ (৩.১৭)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	০৮ (১৬)	২৩ (৪৬)	১৮ (৩৬)	০১ (২)	৫০ (১০০)
মোট	২১	৫১	৩৮	০৩	১১৩

$$x^2 = 7.1143,\ df = 3,\ x^2\ 0.05 = 7.815$$

সারণী ৬.খ.৯. এ x^2 এর পরিগণিত মান ৭.১১৪৩ যা x^2 টেবিল মান ৭.৮১৫ অপেক্ষা ছোট। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য হয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-১০. ব্র্যাকের সদস্য হওয়া ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ।

উত্তর দাতা	পদ্ধতি গ্রহণ করেছে	গ্রহণ করেনি	গ্রহণ করবে না	কিছুই বলেনি	কোন আগ্রহ নেই	মোট
ব্র্যাকের সদস্য	৩৩ (৫২.৩৮)	১২ (১৯.০৫)	০৯ (১৪.২৯)	০৪ (৬.৩৫)	০৫ (৭.১৪)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	২৩ (৪৬)	১০ (২০)	০৮ (১৬)	০৩ (৬)	০৬ (১২)	৫০ (১০০)
মোট	৫৬	২২	১৭	০৭	১১	১১৩

$$x^2 = 0.5621,\ df = 4,\ x^2\ 0.05 = 9.488$$

সারণী ৬.খ.১০. এ x^2 এর পরিগণিত মান ০.৫৬২১ যা x^2 টেবিল মান ৯.৪৮৮ অপেক্ষা ছোট। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য হয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ পরিবার সীমিত রাখার ব্যাপারে সচেতন হয় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-১১. ব্র্যাকের সদস্য পদ লাভ ও সামাজিক বনায়ন (গাছ লাগানো) সম্পর্কে সচেতনতা।

উত্তর দাতা	গাছ লাগিয়েছেন		মোট
	হ্যাঁ	না	
ব্র্যাকের সদস্য	৫৭ (৯০.৪৮)	০৬ (৯.৫২)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	৩২ (৬৪)	১৮ (৩৬)	৫০ (১০০)
মোট	৮৯	২৪	১১৩

$$x^2 = 11.6829,\ df = 1,\ x^2\ 0.05 = 3.841$$

সারণী ৬.খ.১১. এ x^2 এর পরিগণিত মান ১১.৬৮২৯ যা x^2 টেবিল মান ৩.৮৪১ অপেক্ষা বড়। সুতরাং ব্র্যাকের সদস্য হয়ে সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে সচেতন হয় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.খ-১২. ব্র্যাকের সদস্য পদ লাভ ও ক্ষমতাবান হওয়া।

উত্তর দাতা	একা সিদ্ধান্ত নেন	(স্বামী+স্ত্রী)	পরিবারের প্রধান	অন্যান্য	মোট
ব্র্যাকের সদস্য	০৪ (৬.৩৫)	৩৩ (৫২.৩৮)	২৫ (৩৯.৬৮)	০২ (৩.১৭)	৬৩ (১০০)
ব্র্যাকের সদস্য নয়	০২ (৪)	১৯ (৩৮)	২৮ (৫৬)	০১ (০২)	৫০ (১০০)
মোট	০৬ (১০.৩৫)	৪২ (৭৪.৫১)	৪৫ (৮২.৯৮)	০৩ (৫.১৭)	১১৩

$$x^2 = 6.345,\ df = 3,\ x^2\ 0.05 = 7.815$$

সারণী ৬.খ.১২. এ x^2 এর পরিগণিত মান ৬.৩৪৫ যা x^2 টেবিল মান ৭.৮১৫ অপেক্ষা ছোট। সুতরাং গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ ব্র্যাকের সদস্য হয়ে ক্ষমতাবান হয় এই Hypothesis টি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

(c) Case Studies (Individuals) :

c.i- মনোয়ারা বেগম (৩২) দশ বৎসর আগে ব্র্যাকের সদস্য হয়েছেন। গ্রামের আরো দরিদ্র মহিলারা ব্র্যাকের সদস্য হচ্ছে সেই কারণে তিনিও সদস্য হয়ে ছিলেন। স্বামীর ভিটাছাড়া চাষাবাদের কোন জমি নেই। স্বামী দৈনিক মজুরী দিয়ে সংসার চালাতেন। কিন্তু সব সময় কাজ পাওয়া যেত না তাই প্রায়ই অর্ধাহারে ও উপবাসে (অনেক সময়) থাকতে হতো তাদেরকে। স্বামী বর্ধিত আয়ের জন্য তৈল বিক্রি করতেন বাড়ীবাড়ী গিয়ে। অভাবের সংসারে পুঁজিও নিঃস্ব হয়ে গেলে মনোয়ারা বেগম ব্র্যাক থেকে প্রথমে ২০০০ টাকা নিলেন। স্বামীর হাতে তিনি ২০০০ টাকা তুলে দিলেন তৈলের ব্যবসাটা পুনরায় চালু করার জন্য । স্বামীর মত মনোয়ারা বেগমও নিজ বাড়ী থেকে তৈল বিক্রি করা শুরু করেন। এতে তাদের সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরে না আসলেও মোটামুটি খেয়ে বেঁচে আছেন। প্রথম টাকার কিস্তি পরিশোধ করার পর আবার দ্বিতীয় বার ৩০০০ টাকা, তৃতীয় বার ৪০০০ টাকা, ৫ম বার ৬০০০ টাকা এনেছেন। এবং বর্তমানে ৭০০০ টাকার কিস্তি পরিশোধ করছেন । আর তিন কিস্তি পরিশোধ করলে সব টাকা শোধ হয়ে যাবে। তারপর মনোয়ারা বেগম আবার টাকা নিবেন, কারণ ব্যবসার জন্য পুঁজি করতে পারেননি। তৈল বিক্রি টাকায় তাদের সংসার চালাতে এবং কিস্তি পরিশোধ করতেই শেষ হয়ে যায় সঞ্চয় কিছুই থাকে না।

c.II- খোদেজা বেগম (৫৫) দশ বৎসর আগে ব্র্যাকের সদস্য হয়েছিলেন। এক সময় খোদেজা বেগম মাটি কাটার কাজ করতেন। স্বামী নৌকাচালাতেন। এতে তাদের সংসার চলত কোন রকমে ৬ সদস্যের সংসার চালানো ছিল খুব কষ্টের। বর্তমানে দুইছেলে বিয়ে করে আলাদা থাকে। আর দুইছেলে তাদের সাথে আছে। খোদেজা বেগম প্রথমে ৮০০০ টাকা ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে একটি রিক্সা কিনেছেন এক ছেলের জন্য। অন্য ছেলে কিছু লেখাপড়া করে মিলে চাকুরী করছে। রিক্সা চালিয়ে দৈনিক ৪০-৫০ টাকা পাওয়া যায়। আর কয়েকটি কিস্তি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশোধ করলেই রিক্সাটি তাদের হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বারখোদেজা বেগম ৪০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে দুইটি ঘর ঠিক করেছেন। খোদেজা বেগমের সংসার এখন আগের চেয়ে ভাল চলছে।

c.III- নাজমা বেগম (৩৮) স্বামীর সংসারে অর্থনৈতিক টানাপোড়ানের মধ্যে ব্র্যাকের সদস্য হয়েছেন। স্বামীর ভিটে ছাড়া চাষ যোগ্য জমি নেই। স্বামী মানুষের জমিতে দৈনিক মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতেন। এতে সংসার চলত না। তাছাড়া যখন কাজ থাকত না তখন খুবই কষ্ট হতো। নাজমা বেগম প্রথমে ব্র্যাক থেকে তিন হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীকে দিয়েছেন তৈল ব্যবসা করার জন্য । প্রথম ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার পর আবার দ্বিতীয় বার ঋণ দিয়েছেন পাঁচ হাজার টাকা। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পরিশোধের পর দশ হাজার টাকা (শাকসবজির জন্য ৬০০০ এবং মাছের জন্য ৪০০০ টাকা) ঋণ নিয়েছেন। আর দশ মাস পর কিস্তির টাকা শোধ হয়ে যাবে। দশহাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে অন্য জনের সাথে যৌথভাবে দশ হাজার টাকা (৫০০০+৫০০০) দিয়ে একটি ভ্যানগাড়ী কিনিছেন। স্বামী ঢাকায় ভ্যানগাড়ী চালাচ্ছেন। ভ্যানগাড়ীর উপার্জিত অর্থ থেকে প্রতি সপ্তাহে কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য টাকা পাঠান । দশ হাজার টাকার বাকী পাঁচ হাজার টাকা সংসারের ভরণপোষেনের জন্য খরচ হয়েছে। নাজমা বেগমের সংসার মোটামুটি চলছে। তবে আগের মত কষ্ট হয় না।

c.IV- দুলালী (৩০) ব্র্যাকের সদস্য হয়েছেন অনেক বৎসর আগে স্বামী ছিলেন কৃষি মজুর। যখন কৃষি কাজ থাকত না তখন তাদের অর্থ উপার্জনের কোন ব্যবস্থা থাকত না। খুব কষ্টে তাদের সংসার চলত। দুলালী ব্র্যাকে থেকে প্রথমে ৮০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। দুলালী ৮০০০ টাকা স্বামীকে শাকসবজির ব্যবসার জন্য দিয়েছেন। স্বামী মানিকগঞ্জ থেকে বিভিন্ন শাকসবজি প্রতিদিন নিয়ে আসেন এবং পরদিন সকালে নবগ্রাম বাজারে বিক্রি করেন। শাকসবজির ব্যবসা করার ফলে তাদের সংসার আগের চেয়ে ভাল চলছে। প্রতি সপ্তাহে দুইশত টাকা কিস্তি পরিশোধ করেন। আর ১৫টি কিস্তি পরিশোধ হলে ব্র্যাকের টাকা শোধ হয়ে যাবে। বর্তমানে ব্যবসার পুঁজি আছে ২০০০ টাকা। বাকী টাকা সংসারের পিছনে খরচ হয়েছে। কিস্তির টাকা শোধ হলে আবার ব্র্যাক থেকে টাকা ঋণ নিতে হবে। ঋণ না নিলে সংসারের অভাব অনটন আগের মতই হবে।

Dhaka University Institutional Repository

c.V- বছিরন বেগম (৪৮) তার স্বামীর ভিটা ছাড়া ৬০ শতাংশ বর্গাজমি আছে। জমির ফসল দিয়ে তাদের বছরের ৮-১০ মাস চলে যায়। বাকী সময়টা গাভীর দুধ বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। স্বামী ইউনিয়ন পরিষদের দফাদার। সংসারের অভাব দূর করার জন্য বছিরন প্রথমে তিন হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। ঋণের টাকা সংসারের পিছনে খরচ করেছেন। গাভীর দুধ বিক্রির টাকায় কিস্তি পরিশোধ করেছেন। মেয়ে বিয়ে দিতে বিশ হাজার টাকা যৌতুক দিয়েছেন। দ্বিতীয় বার আবার পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন গরু কিনার জন্য । গরু বড় করে বিক্রি করে দেবেন। ব্র্যাকের টাকা নিয়ে মোটামুটিভাবে এখন সংসার চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

গ্রামীন দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী পর্যায়ে সীমিত সম্পদও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যক্রম এখন বিস্তৃত হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় সংগঠনের যৌথ কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করছে। সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত একমাত্র এনজিও গুলোই গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র মানুষকে সচেতন করে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। প্রথমদিকে এনজিওরকর্মসূচীছিল ত্রাণ ও পূর্ণবাসনের ক্ষেত্রে বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, আইন, মানবাধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, সামাজিক সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। এনজিও এই সব কর্মকান্ড গ্রামীণ উন্নয়নে কি ভূমিকা রাখছে তা তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের বৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী এলাকা গবেষণার মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

(ক) আয় বৃদ্ধি ঃ ব্র্যাকের সদস্য হয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ তাদের আয়বৃদ্ধি করতে পেরেছে ননসদস্যদের চেয়ে। ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে ১৭.৮৬% এর আয় হচ্ছে (১০০০-১৪৯৯) টাকার মধ্যে যেখানে ননসদস্যদের সংখ্যা ৩০% । আবার ব্র্যাক সদস্যদের ৮২.১৪% এর আয় (১৫০০-২০০০) এর মধ্যে ননসদস্যদের আয় হচ্ছে ৭০%। ব্র্যাক থেকে ঋণনিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা, ফেরি, হাঁসমুরগী পালন, গবাদি পশুপালন ইত্যাদির মাধমে সদস্যদের আয় কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা Sustainable Development নয়। সদস্যরা ঋণ পরিশোধের জন্য আবার ঋণ নিতে হচ্ছে (Case Study) । কিস্তির দায় থেকে তারা কখনোই মুক্ত হতে পারে না।

(খ) কর্মসংস্থান ঃ ব্র্যাক থেকে যে উদ্দেশ্য ঋণ দেয়া হয় তা নির্দিষ্ট খাতে কাজে লাগানো হয় না। তাছাড়া মহিলা সদস্যরা ঋণের টাকা তাদের স্বামীকে দেন বিভিন্ন কাজে লাগানোর জন্য (Case Study) । এতে যিনি সদস্য তার কর্মসংস্থান হয় না নির্দিষ্ট ঋণ খাতে। সদস্যদের ৮.৯৬% এর আংশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। ঋণের টাকা যে কাজেই লাগানো হোক না তাতে কেউ সম্পূর্ন কর্মসংস্থান করতে পারে না। যারা ফেরি,

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র ব্যবসা, অথবা রিক্সা চালায় তাদের পূর্ণকর্মসংস্থান হয় না তারা নির্দিষ্ট সময় পরে অন্য কাজের সাথে যুক্ত হতে হয় অথবা বেকার থাকতে হয়।

(গ) শিক্ষা ঃ ব্র্যাকের সদস্যদের স্বাক্ষরতার হার ৮০.৯৫%, নন সদস্যদের স্বাক্ষরতার হার ৬৪%। ব্র্যাকের সদস্যদেরকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করানো হয়। কিন্তু এই স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন সদস্যরা বই পুস্তক পড়তে পারেন না তারা শুধু ঋণনেওয়ার জন্য অথবা সদস্য হওয়ার জন্য নাম স্বাক্ষরটা শিখে থাকেন। ব্র্যাকের সদস্যদের পরিবারের লোকজনের মধ্যে ৬৯.৮৪% কে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার জন্য পাঠায় । নন সদস্যদের ৫৬% কে লেখাপড়া করার জন্য পাঠায় । শিক্ষার ক্ষেত্রে ননসদস্যদের চেয়ে ব্র্যাকের সদস্যরা বেশী সচেতন।

(ঘ) মানবাধিকার ও আইন ঃ যৌতুক, নারী নির্যাতন এবং আইন সম্পর্কে ব্র্যাকের সদস্যরা বেশী সচেতন। গবেষণায় দেখা যায় ৪৯.২১% ব্র্যাকের সদস্য যৌতুকের শাস্তি সম্পর্কে অবগত এবং নন সদস্যদের মধ্যে তার সংখ্যা হচ্ছে ৩৬%। গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে ৪৬% সচেতন এবং নন সদস্যদের মধ্যে সচেতন হচ্ছে মাত্র ২২%। উত্তরাধিকার এবং ফৌজদারী আইন সম্পর্কেও ব্র্যাকের সদস্যরা নন সদস্যদের চেয়ে কিছুটা বেশী সচেতন।

(ঙ) স্বাস্থ্যঃ ব্র্যাকের সদস্যরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে নন সদস্যদের চেয়ে বেশ সচেতন। কারণ সদস্যরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ব্র্যাকের কর্মকর্তা অথবা গ্রুপ মিটিং গুলোতে আলোচনার মাধ্যমে জেনে থাকেন।

(চ) পরিবার পরিকল্পনা ঃ ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে ৫২.৩৮% সদস্য পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। নন সদস্যদের মধ্যে ৪৬% সদস্য পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

(ছ) সামাজিক বনায়ন ঃ ব্র্যাকের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে সচেতনতার ক্ষেত্রে দেখা যায় নন সদস্যদের চেয়ে ২৬.৪৮% বেশী । পরিবেশের এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গাছ অপরিহার্য্য এই উপলব্ধি সদস্য এবং নন সদস্য উভয়ই অবগত। এই জন্য বাড়ীর আশে পাশে প্রত্যেকেই ফল এবং কাঠের গাছ লাগান।

Dhaka University Institutional Repository

(জ) ক্ষমতায়ন ঃ ব্র্যাকের মহিলা সদস্যরা মতামত প্রকাশে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে, বাড়ীর বাইরে গিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে এখনও নিজস্বতা অর্জন করতে পারেননি। সামাজিক বিভিন্ন বিধি নিষেধ নন সদস্যদের মত তাদেরকেও মেনে নিতে হয়। তবে পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জনের জন্য অনেক ব্র্যাকের সদস্যকে সামাজিক গন্ডির বাইরে গিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে অংশ নিতে দেখা গেলেও মেয়েরা এখন পর্যন্ত পরিবারের প্রধান উপার্জনশীল মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে পারেননি। সংসারের যে লোকটি বেশী আয় করে অর্থাৎ যার টাকায় সংসার চলে পরিবারের তার মর্যাদাই বেশী থাকে।

(ঝ) দক্ষতা ঃ ব্র্যাকের সদস্যরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে নিজেরা অনেক লাভবান হয়। নন সদস্যদের সে রকম কোন সুযোগ নেই । নন সদস্যরা নিজে উদ্যোগী হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে কর্মরত অনেক এনজিও প্রিটিং, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, কোল্ডষ্টোরেজ, গার্মেন্টস, তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় কেন্দ্র, মৎষ খামার, দুগ্ধ খামার, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতি বৎসর বিপুল পরিমান মুনাফা করে থাকে। কিন্তু এই মুনাফার টাকা কোথায় ব্যয় করা হয় সেই সম্পর্কে কোন হদিস পাওয়া যায় না। আবার এনজিওরনাম করে বিদেশ থেকে বিলাস সামগ্রী বিনা শুল্কে এনে নিজেরা ব্যবহার করছে এবং এনজিওর সদস্যদের দ্বারা নির্মিত সামগ্রী বিনা শুল্কে বিদেশ পাঠিয়ে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে। ফলে এনজিও গুলো আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে।

এক কথায় এনজিও গুলো হাজার হাজার বেকার যুবক যুবতীকে কর্মসংস্থানের যে ব্যবস্থা করেছে তার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে।

গ্রামীণ এলাকার ভূমিহীন দরিদ্রক্লিষ্ট মানুষ নিত্যান্তই অসহায়। তাদের পাশে দাঁড়াবার তাদের অবস্থার উন্নতির এবং তাদের জন্য কিছু করার কেউ নেই। এরা পৃথিবীতে আসে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের অভিশাপ নিয়ে। এই অবহেলিত দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্ন জিয়িয়ে রেখেছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল কর্মরত এনজিও গুলো। এনজিওরা স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা সেনিটেশন, কৃষি উন্নয়ন, আইনী সহায়তাও মানবাধিকার সামাজিক সচেতনতা, সামাজিক বনায়ন, মৎস্য চাষ, হাঁসমুরগী পালন, গবাদি পশু পালন, ঋণদান এবং কর্মসংস্থান কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু কিছু কর্মসূচী যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক সচেতনতা, সেনিটেশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য লাভ না হলেও তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে একেবারে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এনজিওদের কাছ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে যারা ঋণ নিচ্ছে তাদের জীবনে এক ধরণের স্বস্তি নেমে এসেছে। ঋণ নিয়ে ব্যাপক সাফল্য লাভ সম্ভাব না হলেও প্রয়োজনে বার বার ঋণ নিয়ে (Case Study) কঠোর পরিশ্রম করে বেঁচে থাকতে পারবে এইটুকুই প্রত্যাশা।

বাংলাদেশে কর্মরত এনজিও সমূহের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে তারা স্বপ্নহীন মানুষদেরকে ভাল জীবনের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে। আর এর ফলেই গ্রামীণ এলাকায় লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। এ পরিবর্তন স্বচ্ছল ও স্বাস্থ্যবান জীবনের, সজীব প্রকৃতির এবং বঞ্চনাহীন সমাজের। এই স্বপ্নকে ধরে রাখতে হলে সরকারের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত 'বেসরকারী সাহায্য সংস্থার' (এনজিও) কর্মকান্ডে আরো গতিশীলতা আনার জন্য তাদের সমস্যার সমাধানে আন্তরিক হতে হবে, তাদের ভাল কাজের স্বীকৃতি দিতে এবং আন্তরিক ভূমিকা রাখতে হবে এনজিও সমূহেরও। সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আরো গতিশীল করে এনজিওদেরকে এনজিও ব্যুরোতে জবাব দিহিতা এবং প্রকল্প কাজের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের সহায়তায় এনজিও সমূহ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকার মধ্যে স্বপ্নের যে বীজ বপণ করেছে সেই স্বপ্ন বেঁচে থাক।

Dhaka University Institutional Repository

Bibliography

বাংলা

১. আবদুল্লাহ, আবু,(১৩৯৮)ঃ''বাংলাদেশের জন্য উপযোগী উন্নয়ন কৌশল'' বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ৯ম খন্ড, ঢাকা।

২. আহমেদ নাসির উদ্দীন ও তারেক ডঃ মোহাম্মদ,(১৯৯৩) ঃ''উন্নয়ন অর্থনীতি'' বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' বাংলাদেশ একাডেমী প্রেস, ঢাকা।

৩. আহম্মদ এমাজউদ্দীন (১৯৮৭)ঃ''বাংলাদেশে দারিদ্র্য কিছু সমস্যা কিছু সুপারিশ'' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর সংখ্যা , ঢাকা।

৪. আজাদ লেনিন, (১৯৯৭) ঃ''বিপন্ন বাংলাদেশ'' রাষ্ট্র সমাজ ও উন্নয়নের এনজিও মডেল, প্রাচ্য বিদ্যাপ্রকাশনী, ঢাকা।

৫. আহম্মেদ, তোফায়েল (১৯৯৩)ঃ''সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর পটভূমি নীতি ও কৌশল'' একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

৬. আরেফিন হেলাল উদ্দিন খান (১৯৯৪) ঃ'' শিমুলিয়া'' বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল কৃষি কাঠামো, অনঃ খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, মাহবুবা বেগম, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৭. আহমদ মনির উদ্দিন (১৯৮৭)ঃসমবায় গ্রাম বাংলা আহম্মদ পাবলিকেশন, ঢাকা।

৮. আহমদ শাকির উদ্দিন, (১৯৮৫)ঃ''বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ লোকাল গভর্ণমেন্ট, ঢাকা।

৯. ইসলাম মোহাম্মদ সিরাজুল(১৯৯১)ঃ''বাংলাদেশের অর্থনেতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ ও প্রতিকার'' সেবা প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।

১০. কাসেম, মোঃ আবুল, (১৯৯৬)ঃ''বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ানে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব'' বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১৩শ খন্ড, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা।

১১. খান, ডঃ আখতার হামিদ, (১৯৭৭)ঃ''পল্লী উন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা'' বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা।

১২. খালেদা, সালাহউদ্দিন, (১৯৮৩)ঃ ''গ্রামোন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো'' উন্নয়ন বিতর্ক, তৃতীয় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, মার্চ-জুন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. গুপ্ত,অজয়দাশ, জামান,মাহবুব (১৯৮৫) ঃ''সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে বাংলাদেশের অর্থনীতি'' জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

১৪. গলব্রেথ, জন কেনেথ, (১৯৮১)ঃ''গন-দারিদ্র্যের প্রকৃতি,'' আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। (১৯৮৭)

১৫. গফুর, ডঃ আবদুল, (১৯৮৭)ঃ''বাংলাদেশের অর্থনীতি সংকট সরুপ'' মক্তধারা, ঢাকা।

১৬. চৌধুরী, ডঃ আনোয়ারউল্লাহ (১৯৮৩)ঃ''বাংলাদেশের একটি গ্রাম'' সামাজিক স্তর বিন্যানের একটি সমীক্ষা, এসোসিয়েটেড বুক কোম্পানী, ঢাকা।

১৭. জাহান, সেলিম (১৯৮৯)ঃ''প্রসঙ্গঃ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা'' সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৮. জাহান, সেলিম (১৯৮৯)ঃ''অর্থনীতি ভাবনা ও ২০০০ সালের বাংলাদেশ চেতনা'' ঢাকা।

১৯. জাহান, সেলিম, (১৯৮৬)ঃ''গ্রাম বাংলায় দারিদ্র্য প্রবণতাও পরিমাণ'' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুবিংশ সংখ্যা,ফেব্রুয়ারী, ঢাকা।

২০. জেন্স, বয়েস ও বেথসি হার্টসন, (১৯৮০)ঃ''বাংলাদেশঃ অভাবগ্রস্তদের জন্য সাহায্য'' অনুবাদ ডঃ সাঈদ-উব-রহমান, সমাজ নিরীক্ষণ প্রত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২১. জাহাঙ্গীর বি,কে (১৯৯৩) ঃ''বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণী সংগ্রাম'' সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২২. নুরুজ্জামান, মুহাম্মদ, (১৯৯৬) ঃ''বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দূর্ভেদ্য জালে'' দি সেন্টার ফর বাংলাদেশ ষ্টাডিজ, ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।

২৩. বাট্রোসি, পিটারজে, (১৯৯২)ঃ''অস্পষ্ট গ্রাম'', ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

২৪. ভিন্‌সেন্ট, ফার্নান্ড ক্যাম্পবেল, পীয়ার্স' (১৯৯৪)ঃ''অধিকতর আর্থিক স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে সামাজিক সংগঠন'' উন্নয়নমূলক এনজিও'র কর্মপদ্ধিতি এবং অর্থায়ন কৌশল সহায়িকা, ডানা প্রিন্টার্স, ঢাকা।

২৫. ভেলামভান, সেন্দল, (১৯৯৪)ঃ''গ্রামীণ বাংলাদেশ কৃষক গতিশীলতা'' অনুবাদ ডালেমচন্দ্রবর্মণ' সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২৬. মুখার্জি' সম্পাৎ' (১৯৮৪)ঃ''অর্থনৈতিক উন্নয়ন'', কলিকাতা।

২৭. মাহমুদ, ডঃ আবু' (১৯৯৫) ঃ''উন্নয়ন উচ্ছাস ও তৃতীয় বিশ্ব'' পাইনিয়ার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. রহমান, হাবীবুর, (১৯৬৪) ঃ"মৃত্তিকার জাগরণ" কুমিল্লাগ্রাম উন্নয়ন একাডেমীর কাহিনী, পপুলার পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

২৯. রশীদ, হারুন অর,(১৯৯৬)ঃ"বাংলাদেশে এনজিও", প্রগতি প্রকাশনা, ঢাকা।

৩০. রহামান, আসাবুর, (১৯৮৬)ঃ"বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো কৃষক সমাজও উন্নয়ন " দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা।

৩১. রহামান, আসাবুর (সম্পাদিত), (১৯৮৭)ঃ"বাঙলাদেশের ভবিষৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ," দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

৩২. রহমান, হোসেন জিল্লুর' (সম্পাদক) (১৯৯৪)ঃ" মাঠ গবেষণা ও গ্রামীণ দারিদ্র্য পদ্ধতি বিষয়ে কতিপয় সংলাপ", ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ঢাকা।

৩৩. রহমান, মোঃ আনিসুর, (১৯৯২) ঃ"উন্নয়ন জিজ্ঞাসা " ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা।

৩৪. সিদ্দিকী, কামাল, (১৯৮৫) ঃ"বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্বরূপও সমাধান , ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

৩৫.সিদ্দিকী, কামাল, (১৯৯২) ঃ"বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি", বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩৬. সোবহান, রেহমান, (১৯৯০) ঃ"বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের পথ" জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ঢাকা।

৩৭. সাত্তার, এম, এ, (১৯৭৬) ঃ"পল্লীর উন্নয়নে পরিকল্পনা পদ্ধতি", দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল, ঢাকা।

৩৮. সরদার, নুরুল ইসলাম ও রহমান, এম'(১৯৮৫) ঃ"পল্লী দরিদ্র্যদ্রের জন্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী", বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

৩৯ হাকিম, খানবাহাদুর, (সম্পাদিত), (১৯৭৫)ঃ"বাংলা বিশ্বকোষ" দ্বিতীয় খন্ড মুক্তধারা, ঢাকা।

৪০. হাই, হাসনাত আবদুল,(১৯৮৫)ঃ"পল্লীউন্নয়ন", বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪১. হোসেন, মাহবুব, (১৯৮৬)ঃ"বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সমস্যা ও সম্ভাবনা" দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

৪২. হক, এম, আজিজুল (অনু), (১৯৮৯)ঃ"বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির সাম্প্রতিক উন্নয়ন ধারা", বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৬ষ্ঠ খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ENGLISH:-

1. Ahemed, Hasina, Nafisa, Marium, Barmon, Dalem-ch. Areffen, H.K., (1996) : Defferent Ways to Support Rural Poor, Effects of Two Development Approaches in Bangladesh, Dana Printers LTd, Dhaka.
2. Ali, Azher, (1975): 'Rural Development in Bangladesh" Kotbari, Bangladesh , Academy for Rural Development, Comilla.
3. Alam, Jahangir, (1989).; "Organizing The Rural Poor in Bangladesh:" The Experience of NGO's GB and BRDB, Dhaka.
4. Afsaruddin, Mohammad, (1979); 'Rural life in Bangladesh, : A Study of five Selected Village' Dhaka.
5. Anand, S.C, (1990) : "Rural Banking and Development ; UDH Publishing House, Nai Sarak, Delhi, India.
6. Ahmed, Zafar, (1989) ; "NGO Approach: Is it is a Formal Theory of Development" Dhaka.
7. Abdullah, Mohammad, Mohiuddin, (1979): " Rural Development in Bangladesh Problems and Prospects" Jahan publication, Dhaka.
8. Ahmed, Mr, Salahuddin, and Other's , (1990): " The Role of NGO's Report of the Task Forces on Bangladesh Development Process' volume two , upl, Dhaka.
9. Alauddin, M..(1948) "Combating Rural Poverty: Approaches and Experiences of NGO's" Village Education Resource Center, Savar, Dhaka.
10. Alamgir, M.K. (1979) : "Bangladesh: A Case of Below Poverty Level Equilibrim Trap", Banladesh Institute of Development Studies, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

11. Bertocci, Peter (1970) : "Ellusive Villages: Social Structures and Community Organization in Rural East Pakistan" Ph. D. dissertation, Michigan State University.
12. Bank, Grameen, (1982) : "Grameen Bank Project in Bangladesh; a poverty focussed rural development programme Gameen Bank , Dhaka.
13. B hatta charys, S.W., (1983) "Rural Development in India and other Developing Countries, Metropolitan Book Co. Ltd. New Delhi.
14. Bankapur, M.B., (1994) ; "Development Diffusion and Utilization of Information " (Dana Du) Aspish Publishing House, 8181, Punjable, Bargh, New Delhi,
15. BARD (1978) : "Problems of Rural Development in Bangladesh" Comilla.
16. BRAC (1979) ; " Who Gets What and Why : Resource Allocation in a Bangladesh Village," BRAC, Dhaka.
17. BRAC (1992) : Empowering the Poor: BRAC Repot 1991 , BRAC, Dhaka.
18. BRAC (1997) : Annual Report - 1996, BRAC Printer's Dhaka.
19. BRAC (1996) : Annual Report - 1995, BRAC, Printer's Dhaka.
20. BRAC (1997) : Rural Development Programme iv, Project Proposal for 1990-2000', BRAC Printer's, Dhaka.
21. BRAC (1996) : Organizational Records, BRAC Printer's , Dhaka .
22. BRAC (1991): Rural Development Programme Records , 1990, BRAC Printer's, Dhaka.
23. Chowdhury, AMR, Mahmood, M.and Abed, F.H. (1991) : "Gredit for the Rural poor- The case of BRAC in Bangladesh" Small Enterprise .
24. Development- An International Journal, Vol-2, No. 3
25. Chambers, Robert, (1993) : "Rural Development ," United States with John Wiley and Sons Inc. New york.

Dhaka University Institutional Repository

26. Chambers, Robert, (1974) : "Managing Rural Development Ideas and Experience From East Africa' , Uppsala Scandinavian Institute of African Studies.

27. Chambers, Robert, (1983) ; Rural Developmetn Putting the last First, England Longman Group Ltd.

28. Chambers, Robert, (1988) ;"Rural Development : Putting the last first Longman, New Yerk.

29. Chowdury, Adettee Nag, (1989) : " Let Grass Roots Speak", People's Participation, Self-help group and NGO's in Bangladesh`, UPL, Dhaka.

30. Chen, Martha Alther, (1986) : " A quiet Revolution" Woment in Transition in Rural Bangladesh, BRAC Prokashana, BRAC Printers, Dhaka.

31. Choudhury, Rashedak (ed) (1994) "An ADAB Quarterly GRASS Roots, Alternative Development journal NGO's for better Bangladesh, 20 years of ADAB Vol-iv. ISSUE XIII, XIV, Dhaka.

32. Chowdhury, A.M.R. (1988) : "Non- Government Organizationa From the Third World: Their Role in Development Cooperation, BRAC Printers, Dhaka .

33. Dumont, Rene, (1979); . "Problems and Prospects for Rural Devlopment in Bangladesh , Dhaka" , The Ford Foundation.

34. Dudley, Seers, (1969) : " The Meaning of Development" IDR, XI .

35. Everett, M Rogers, Rabel J . Burdge, Petert,F . Korbeking, Joseph F.

36. Donnermeyer, (1990) : " Social Change in Rural Societies; An Introgduction to Rural Sociology", Prentichall, Englewood Chiffs, New , Jersey,

37. Feldman , Shelly, (1980) , " Rural Infransructural Development in Bangladesh and its Potential Consequences for Reporduction Behaviour," CSS . Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

38. Farrington, John And Lewis ,David Javid J, With Satish, S. And Teves,Aurea Miclat,(ed),(1993) "Non - Governmental Organizations and the State in Asia" Rethinking Roles in Sustainable Agricultural Development, Routledge, London and New York.

39. GOB (1980) : The Second Five Year Plan, 1980-85, Bangladesh Planning Commission, Dhaka.

40. GOB (1984) : Strategy for Rural Development Projects (A Sectoral Policy Paper), Bangladesh Planning Commission, Dhaka.

41. GOB (1985) : The Third Five Year Plan, 1985-90 . Bangladesh Planning Commission, Dhaka.

42. GOB (1990) : The Fourth Five Year Plan, 1990-95, Bangladesh Planning Commission, Dhaka.

43. Grounder, Lindzay, and Aronson, Elliot, (ed) , (1975): " The Hand Book of Social Psychology " Volume Two Research Method, Amerind Publishing Co. Pvt. Co. New Delhi.

44. Gustavssion , S. (1990): Primary Education in Bangladesh : For Whom ? University Press Limited, Dhaka.

45. Haq, Nuraul, (1993) : " Village. Development in Bangladesh," The star press, Dhaka.

46. Hyder, Yousuf, (1986) : "Development the upazilla," Prokashan, Dhaka .

47. Hayter, Teresa, Watson, Catharine, (1985) : " Aid Rhetori and Reality", london.

48. Harriss, John, (1982): "Rural Development Theories of Peaseant Economy and Agrorian Change", Hatahinloon and Company, london .

Dhaka University Institutional Repository

49. Hye, Hasnat Abdul , (ed) (1985) : "Village Studies in Bangladesh" , Bangladesh Academy for Rural Development , Kotbari, Comilla,.

50. Hye, Hasnat Abdul (1984) "Integrated Approaches To Rural Development" UPL, Dhaka .

51. Hossain, M. (1984) : "Creadit for the Rural Poor": The Experience of Grameen Bank in Bangladesh (Mimeo) BIDS, Dhaka.

52. Hoogvelt, Ankie, M.M. (1988) " The Sociology of Developing Societies" , Macmillan Education Ltd. London.

53. Huda, Khawij Shamsul, (19) "Development Efforts at the Grassroots N.G.O's in Bangladesh," Dhaka .

54. Huda, Khawija Shamsul, (1984) : The Role of NGO's In Bangladesh Development," Bangladesh Development Dialogue Journal of SID Bangladesh Chapter, Dhaka .

55. Haq , Md. Fazlul , (1991) : "Towards Sustainable Development Rural Development and NGO Activities in Bangladesh" , Bangladesh Agricultural Research Council, Dhaka .

56. Haque, Trina, (1989) : "Women and the Rural Informal Credit Market in Bangladesh", BIDS, Research Report No- 104. Dhaka ,

57. Islam , Rofiqul, (1990) ; "Human Resource Development in Rural Development in Bangladesh National Institute of local Goverment, Dhaka .

58. Islam, A.K.M, Aminul , (1974): "A Bangladesh Village Conflict and Cohesion: An Anthropological Study of Polities, Cambridge,

Dhaka University Institutional Repository

Mass, Schenkman Publishing Company.

59. Jansen, E.G.(1987): " Rural Bangladesh: Competition for Scarce Resources, University Press Limited , Dhaka .

60. Jahangir, B.K. (1979): "Rural Development and Naturae of State the Bangladesh Case, Dhaka .

61. Jahangir, B.K. of (1979) : "Local Action for Self Reliant Development", CSS, Dhaka Universisty , Dhaka ,

62. Jaheruddin, A.R.A, (1987) ; "Rural Development and informal Coalitions in a Bangldesh village the Salampur Case, Dhaka.

63. Momin , M. A. (1992): Rural Poverty And Agrian Structure in Bangladesh, Vikas Publishing House Pvt Ltd. New Delhi.

64. Mortgomery, Joha-D, (1966): " A Royal Invitation for the three classical themes", New York.

65. Khan, Mohammad Mohabbat, Zaferullah, Habib Mohammad, (1991): "Rural Development in Bangladesh; Trends and Issues" , Dhaka .

66. Khan, Abdur Rob and Mian, A, (1982) : "Participation of NGO's in Integrated Rural Development Programme in Bangladesh", CIRDAP, Comilla.

67. Khuda, Barkat-E, (1988) : " Rural Development and Change," A Case Study of a Bangladesh Village, University press, Dhaka .

68. Lewis, W Arthur, (1978) : "The Evolution of the Internationt Economic Order, Princeton University Press, london.

Dhaka University Institutional Repository

69. Lovell, Catherine,H. (1992); "Breaking the Cycle of Poverty", The BRAC strategy. University press limited, Dhaka.

70. Lovell. C.H., Fatema,K. (1989) : "The BRAC Non-Formal Primary Education Programme in Bangladesh, UNICEF, New york.

71. Misra, R.P., (1985) , " Rural Development : Capitalist and Sociaish Paths, concept Pub. New Delhi.

72. Marum, M. Elizabeth, (1981) : "Wopmen in Food for Work in Bangladesh US AID . Dhaka .

73. Myrdal, Gunnar, (1970) : "An Approach to the Asian Drama": Methodological and Theoretical, Vintage Book , New york.

74. Mukherjee Ram Krishana, (1957) : "The Dynamics of Rural Society: A Study of the Econonice Structure in Bengal Village", Akadlme Verlage, Berlin.

75. Mozammel, A.M. (1993) ; "Roural Development At the Cross Roads in Bangladesh Study, Prottasha Prokashon Dhaka.

76. Mosley, paul, (1983) : "Can the Poor Benifiet from Aid Projects?" University of Balt.

77. Madeley, John, (1991) : "When Aid in no Help," Intermediate Technology Publications , London.

78. Naimuddin, C. and M. Asaduzzaman, (1983) : " Benefits of Rural Works Programme Under RD-1; An Indicative Assessment." The Bangladesh Development studies (Special Issuession Rural Public

Dhaka University Institutional Repository

Works Programe in Bangladesh) Vol. XI, No. 1 ND- 2, Dhaka .

79. Osmani, SR, (1989) : "Limits to the Alleviation of Poverty Throuht Non-Farm Credit" The Bangladesh Development Studies , Dhaka .

80. Odum and Jocher, Katherine, (1929): "Introduction to Social Research", Henry Holt and Co . New York.

81. Qadir, S.A, (1981) : " Modernization of An Agrarian Socicty"- A sociological study of the Muslim Family Laws Ordinance and the Conciliation Courts Ordinance in East pakistan, National Institute of Local Government , Dhaka .

82. Quddus, Md. Abdul, (1993) : "Rural Development in Bangladesh: Strategies and Experiences BARD". Comilla.

83. Ray . Jayanta Kumar, (1987) : "To chase A Miracle", A Study of the Grameen Bank of Bangladesh, University Press limited, Dhaka.

84. Ray, Jayanta Kumar, (1984): "Foreign AID, Domestic Administration and the Rural Poor", Jarnal of Soial Studies CSS, No . 26.

85. Rahman,PK Md. Motiur, (1994) , " Poverty Issues in Rural Bangladesh", University Press limited . Dhaka.

86. Rostow, W.W (1960) : " The stage of Economic Growth", A Non Communist Manifesto, Cambridege, Mass , london.

87. Rahman, Atiur, (1986) : " Demand and Marketing Asects of GRAMEEN BANK"; A Closer Look,

Dhaka University Institutional Repository

University Press limited, Dhaka.

88. Rahman, Aiur, (1988): "Creadit for the Rural Poor, a Study Prepared for the Agriculture Sector Review" UNDP, October, Dhaka .

89. Rizvi, S.N.H., (ed) (1969) : "East Pakistan District Gazetteers Dhaka". East Pakistan Govt. Press, Dhaka" .

90. Stevens , Robert D, Alavi, Hamza, Bertocci, Peter J. (ed) (1976): "Rural Development In Bangladesh And Pakistan" An East-West Center Book, The Unversity Press of Hawaii Honolulu.

91. Sobhan.R. (1991) : "Public Allocative Strategies Rural Development and Poverty Alleviation , A Global Perspective, UPL, Dhaka .

92. SobhanR . (1968) " Basic Democracies, Wirks Programme and Rural Development in East Pakistan, Dhaka . Bureau of Economic Research, Dhaka.

93. Sobhan.R.(ed) (1995) : "Experiences with Economic Reform", A Review of Bangladesh Development, UPL , Dhaka .

94. Sobhan.R (ed) (1990) : "From AID Dependence to Self- Reliance Development Options for Bangladesh", UPL, Dhaka.

95. Sen, Binayak, (1988): "NGO's in Bangladesh Agriculture: An Exploratory Study", UNDP, Bangladesh Agriculture sector Review Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

96. Singh. K. (1991) " Rural Development Management" India's Experience Omsons Publications, New Delhi.

97. Sing , Katar, (1986) : " Rural Development Princeiples Policies and Management, Sage Publication , london.

98. Saa'duddin and Islam' Nazrul (ed) (1990) : Sociology and Development" Bangladesh Perspectives , Bangladesh Sociological Association, Bangladesh Co-operative Book Society Dhaka .

99. Satter and Abedim, (1981) : A Ctivities and Policies of Leading NGO's of Bangladesh", Bangaldesh, Academy for Rural Development (BARD) , Comilla.

100. Smillie, Ian, (1997) : " Words and Deeds , BRAC at 25", Dhaka . BRAC Printer's" Mohakihali, Dhaka ,

101. Sultan, K M (ed). (1966) : "The Works Program in Comilla Thana: A Case Study 1962-1966." Comilla: Pakistan Academy for Rural Development.

102. Thomas, Johan W. (1968) : "Rural Public Works and East Pakistan's Development Ph.D. Dissertation," Harvard University.

103. Thekkamalai' S.S' (1983): "Rural Development and Social Change in India, D.K. Publications, Delhi.

104. White , Sarah,(1991): "An Evaluation of NGO Effectiveness in Raising the Economic Status of

Dhaka University Institutional Repository

the Rual Poor, Bangladesh Country Study, Final raft, Overseas Development Institue,

105. Wood' G.D'. ((1980): "The Rural Poor in Bagnaldesh : A New Framework? " Journal of Social Studies, 10. Dhaka.

106. Wood. G.D.(1992) : "Proshika: Theory and Practice for gos and Beyond, Report for Proshika. Dhaka .

107. Wood, Geoffrey, D. (1994) : "Bangladesh Whose Ideas, Whose Interests ? University Press limited , Dhaka .

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX-E.1

কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাতা সংস্থার তালিকা :

SL. NO.	Name and Address of the Donor Organizations	Types of Project Funded
1	Aga Khan Foundation SW(F)B, Road-2, Gulshan, Dhaka-1212, Phone:884326, 601924	Urban dev. Slum dev. Education
2	Asia Partnership for Human Development (APHD) . 3A.Hing Wah Commercial Building, 450-454, Shanghai Street Kowloon, Hong Kong.	Human Resource dev. Education, Community Dev., Environment , Human Rights, Peoples Rights.
3	Andheri Hilfe e.v Mackestrasse 453, D-53119, Bonn Germany	Assistance to Blind women dev. Relif and Rehabitation, community dev.
4	Australlian High Commission 184 Gulshan Avenue, Gulshan Dhaka, Phone: 600091-5	Small dev. initiatives , Envirommental issus, Human Rights, Women dev, Income Generation.
5	Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC) House-35, Road-12 A(New) Dhanmondi, Dhaka, Phone: 326610, 317040	Health, Family Planning (FP) MCM.
6	Algemeen Diakonaal	Community (com.)

Dhaka University Institutional Repository

	Bureauvan De Geveformcerde karchen in Netherlands (ADB) 3833, AH Lensden The Netherlands	Dev, Human Rights, Human Resource Development
7	British High Commission United Nations Rd; Baridhara Dhaka, Phone: 600133-7	Health, Education Population, Agriculture, Training
8	Bangladesh Population Health Consortium (BPHC) House-8, Road-12(New) Dhanmondi, Dhaka-1209, Phone:815499, 315324, 329910	FP, Health Services Women Development, Training Senar and Workshop.
9	Bread for the World Stafflenbergstr-76, D-7000 Stuttgart-1, FRG phone: 0711/2159-0	Com. Development, Human Rights, Education, Health, Human Resource Development Training.
10	Actionaid- Bangladesh House 9/4, Road-3, Shyamali, Dhaka-1207	Landless Rehabilitation (Rehab). Education, Rural Development
11	CBR Development And Training Centre J I Aslsvicipto KM7, Colomadu solu 57176, Indonesia, Pone:62-271-780075 or 780829	Rehab. of Disables

Dhaka University Institutional Repository

	Fax:62-271-70976	
12	The Norwegian Association of The Mentally Retarded (NFPU) Rosenkraantzgt, 160160, Oslo, Norway Phone: 47-22-330585 Fax - 47-22-332904	Rehab.& Education for the Mantally Retarded.
13	International Centre For The Advancement of community Based Rehabilitation (ICACBR) Queen's University, Kingstong Ontario, Canada K 723N6	Health, Com, Development.
14	World Council Of Churches Route De Femey, Box-2100 I Geneva2 Switzerland Phone-022-7916111 Fax-022-7910361	Com, Development Education, Health.
15	National Federation OF UNESCO Association In Japan Ashai Semei Ebisu Bldg. 12F 1-3-1 Ebisu, Shibuya-Ku, Tokeyo -150, Japan Phone-81-3-5424-1121, Fax-81-3-5424-1126	Education, Training, Seminar, Workshop.
16	Water Aid 1 Queen Anne's Gate, London SWIH 9BT, UK Phone: 01712334800 Fax:01712333161	Water Management, Irrigation

Dhaka University Institutional Repository

17	NOVIB Amaliastraat-7, 2514JC The Haque, The Netharlands Phone: 070 3421621 Fax: 070-3614461	Rural Dev.(RD) Non Formal Education, Training, Credit.
18	International Coordination Committee For Development (ICCO) Zusterphen 22A The Netharlands Fax-31-3404- 25614	Do
19	EZE Mittelstrasse 37, D- 5300, Bonn 2, Germany, Fax-49-228-8101160	RD, Education, Training, Credit, Health, Nutrition.
20	The Angelical Church of Canada 600 Jarvis Street, Toronto, Ontario Canada M4Y 216 Phone-416-924- 3483	RD, Education, Training, Credit, Health, Nutrition.
21	National Christian Council In Japan Japan Christian Centre, 2- 3-18-24 Nishiwaseda, Shinjuku-KU, Tokyo, Japan	RD, Non-Formal Education IGP, Training
22	Community Aid Abroad 156 George Street Fitzroy 3065 Australia,	Adult & Functional Education , Training, IGP, Gender and Environment
23	The Ford Foundation House-30(New, Road-15	Education, Cultural Activities,

Dhaka University Institutional Repository

	(New) Dhanmondi R/A, Dhaka.	Communication
24	Swedish International Development Authority(SIDA) Embassy of Sweden, 73 Gulshan Avenue, Dhaka	RD, Health, Education Human Rights & Democracy, Disaster Response & Rehabilitation.
25	The Swallows In Denmark Oesterbrogade 49, OK 2100 Kbhvn, Copenhagen O,Denmark	Do
26	Delegation Of The Commission of The European Unions(EU) House-7, Road-84, Gulshan, Dhaka	Community dev, Human Rights, Education, RD.
27	ODA British High Commission, United Nation Road Baridhara, Dhaka	Health, MCH,Family Life Education.
28	Dutch Inter Church Aid(DIA) Cron. Houtman Str.17 P.O-13077, 3507 LB Utrecht The Netharlands	Socio Economic Dev. Poverty Alleviation.
29	Canadian International Development Agency (CIDA) The Canadian High Commission House-16A, Road-48, Gulshan, Dhaka-1212 Phone:884740	Disaster Response, Small Dev. Initiatives, Environment Policy & Research, Human Rights, Women Dev; Communication dev. Public policy.
30	CEBEMO	Agriculture, IGP,

Dhaka University Institutional Repository

	P.O. Box 77, 2344 AB Oegstgest The Netharlands.	Health Care, Women Dev. Social Reconstruction, Environment, Relief.
31	Catholic Relief Services(CRS) 209 West Fayette Street, Baltimore, Maryland 21201-3403, USA	Emergency Relief, MCH, Community dev.
32	Caritas Internationals Palazz San Calisto 00120 Vatican City	RD, Education , Health, Human Rights & Justice, Women & Children Issues, Relief, Environment, IGP, Credit.
33	Cafod 2 Romero Cloce (Formerly Garden Close), Stockwell Road London, SWIITY, England	Health, Sanitation, Relief & Rehabilitation, Low Cost Housing, Health, Education, Cyclone Shelter.
34	Christian Aid P.O.Box 100, London SE17RT UK.	Community dev. Socio Economic Dev. Poverty Alleviation.
35	Church World Service 475 Reverside Drive New York NY-10115-0050, USA.	Socio-Economic dev. poverty Alleviation.
36	Danchurchaid 3, Sankt Peders Straede DK-1453 Copenhagan KDenmark	Socio-Economic Dev. Poverty Alleviation, Education, Health.
37	Hilfswerk Der	Do

Dhaka University Institutional Repository

	Evangelischen Kirchen Der Schweiz (HEKS) Post Fach 168, CH-8035, Zurich, Switzerland Fax-41-1-3617827	
38	Norwegian Church Aid P.O.Box-5868 Hegdehaugen 0308, OSLO-3, Norway, Fax-47-22-22-2420	Do
39	Hong Kong Christian Council 33, Granville Road, Kln, Hong-Kong, Fax-(852)7242131	Do
40	Mani Tese'76 Organismo Contro La Fame per lo sviluppo deipopoli-Via Cavenaghi, 4-20149 Milano, Italy.	Rd. Water & Sanitation, Education , IGP. Health , FP.
41	Pathfinder International House-15, Road-13A Dhanmondi, Dhaka-1209	Family Planning FP.
42	Skip-Outreach To Third World Children Rue-Goldimann 12, 1700 Fribourg Switzerland	Children Development, Health, MCH.
43	Die Lich Brucku EV Lappstr-48, 5250 Engelskirchen Germany Phone-02263/2103	RD, Health, IGP, Women & Children Issue Human Rights.

Dhaka University Institutional Repository

44	Niwano Peace Foundation Shamvilla Catherina5F, 1-16-9 Shinjuku Shanjuku, Tokyo 160, Japan	RD. Health, IGP, Women & Children Issue, Hum;an Rights.
45	Canada Fund House-2, Road- 95, Gulshan Dhaka-1212 Phone:884740-4	RD, Community Dev. Health, Women issue MCH, Sanitation, IGP.
46	The Asia Foundation House-2, Road-128 Gulshan, Dhaka. Phone 811229, 811230, 811231, 811654	Human Rights, Education Dev. Communication, Legal Support, FP Dev. Journalism.
47	DANIDA House-1, Road-51, Gulshan Dhaka-1212 Phone— 881799, 882499, 882699	RD, Community dev, ICP, Credit, Children Dev, Environment, Human Rights, Education
48	Enfants DU Monde (EDM) House-12, Road-15, New, Dhanmondi R/A, Dhaka Phone: 81492, 316943	Children Dev, MCH
49	Food For The Hungry International House-69, Block-D, Road-15, Banani, Dhaka, Phone: 610826	Agriculture, Relief.
50	Family Planning International Assistance(FPLA) Steel House, Kaoran Bazar(7th floor), Airport Road, Dhaka,	FP

Dhaka University Institutional Repository

	phone: 411246, 329950	
51	International Angel Association (Japan) Kanabari, P.O Nilnagar, Gazipur	Education, Community dev. Health, MCH
52	MISEREOR Posfach 1450, Mozartstrabe 95100 Aachen, Germany	Agriculture, Trade School Technical Education, Slum dev, Youth dev. Communication media, Commu-nity dev. Sericulture.
53	OXFAM 6/8 Sir Sayed Road, Block-A, Mohammadpur, Dhaka, Phone: 81764, 816157	Health, Disaster Preparedness, Education, RD, Human Rights, Women dev. Landless and Employment, Poverty Alleviation, Training.
54	Korean Development Association 2/12, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka, Phone-811303	RD, IGP, Education, Appropriate, Technology, Agriculture.
55	Pact Bangladesh PRIP House-56, Road-16 New, Dhanmondi, Dhaka Phone-819111, 815953	Institutional Dev, Disaster Management, Training.
56	Radda Barnen House-55, Road 5,	Child Development

Dhaka University Institutional Repository

	Dhanmondi, Dhaka—1209, Phone-865631, 865231,	
57	Royal Danish Embassy House-1, Road=51, Gulshan, Dhaka, Phone: 600108, 601282	Agriculture, Health, Education, Human Rights and Democracy, Environment, Women Dev; Livestock/ Fisheries, Disaster Management.
58	Royal Netharlands Embassy House-49, Road-90, Gulshan, Dhaka-1212, Phone: 882715-7	Socio Economic Dev; Support for Poor and landless People.
59	Save The Childern Fund Australia 2 Asad Gate Commercial plot (2nd floor), Mohammadpur Dhaka-1207, Phone: 328324	Health, Small Dev; Initiatives, Human Rights, Socio-Economic Dev; IGP, Education, Poverty Alleviation, Training.
60	Save The Children-USA G.P.O. Box-412, Dhaka Phone-314619, 315291, 317454.	Relief & Rehabilitation, Child Dev; Agriculture, Health, Nutrition, FP, Education, Human Resources Development.
61	South Asia Partnership (SAP) 3/18, Iqbal Road, Mohammadpur,	Human Rssource dev, Education, Credit, IGP, Health,

Dhaka University Institutional Repository

	Dhaka-1207 Phone: 812103	Santation, Agriculture, Legal Aid and Legal Education
62	NORAD (The Royal Norwegian Embassy) House- New (H)1, Road-51, Gulshan, Dhaka, Phone: 602304	RD, Health Community dev, IGP, Cultural Activities, Education, Communication, People's Theatre.
63	Embassy Of The Federal Republic of Germany 178, Gulshan Avenue Dhaka-1212	Disaster Rosponse.
64	IVS G.P.O. Box-344, Dhaka-1000 Phone- 600929	Skill Development, Feasibility Analysis, Need Assessment.
65	United States Agency For International Development (USAID) American Embassy Baridhara, Dhaka.	FP, Health, Agriculture, Human Rights and Democracy, Poverty Alleviation.
66	USCCB 22/18, Khilji Road (1st Floor) Block-B, Mohammadpur Dhaka-1207, Phone: 812031 Fax: 880-2-813049	Poverty Alleviation, RD, Education, IGP Water Supply and Sanitation, Health, Credit, Traninig, Environment.
67	Stromme Memorial Foundation	RD. Credit, Health, Tranining, Poverty

Dhaka University Institutional Repository

	House-40, Road-13A, Dhanmondi, Dhaka Phone: 813250	Alleviation.
68	NETZ Partnerschaft fuer, Entwicklungund, Gerechtigkect e.v. Ringstr-14, D-35641, Germany	Commnuity Development, Education, Health, RD. IGP.
69	Save The Children Fund-UK House-15, Road-13A, Dhanmondi, Dhaka Phone: 315883	Children Development, MCH. Education, LGP.

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX -E-2

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

নম্বর: ২২.৪৩.৩.১.০.৪৬.৯৩-৪৭৮ তারিখ : ১২.০৪.১৪০০ বাং
২৭.০৭.১৯৯৩

পরিপত্র

বিষয়ঃ বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) কার্যাবলী সমন্বয় ও পরিচালনার জন্য বিগত ১/৩/৯৩ইং তারিখে জারীকৃত পরিপত্র নং ২২.৪৩.৩.১.০.২৯.৯৩ (অংশ-১)-১১৫ সংশোধনক্রমে সরকার বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম-এর ক্ষেত্রে The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 ও The Foreign Contribution (Regulation) Ordinance, 1982- এর আওতাধীনে সরকারের সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপর অর্পণ করছে।

২। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেঃ-

ক. একধাপে (One-stop service) এনজিও নিবন্ধন ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ. এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন,অর্থ ছাড়করণ ও বিদেশী কর্মকর্তা পরামর্শক নিয়োগের অনুমতি প্রদান ও নিয়োগের মেয়াদ নির্ধারণ;

গ. এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদন, বিবরণ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন;

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. এনজিও কার্যক্রমের সংযোগ, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ (Monitoring) পরিদর্শন ও মূল্যায়ন;

ঙ. সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত বিভিন্ন ফি/সার্ভিস চার্জ আদায়;

চ. মাঠ পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শন এবং তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ;

ছ. দাতা সংস্থা /এনজিওসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

জ. এনজিও কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন পরীক্ষা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ. এনজিওসমূহের হিসাব নিরীক্ষার জন্য চার্টার্ড একাউন্টেন্ট তালিকাভুক্তকরণ;

ঞ. এনজিওসমূহের এককালীন অনুদান গ্রহণ অনুমোদন;

ট. এনজিও সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়াবলী।

৩। উপরোক্ত বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থার সাথে যোগাযোগ-এর মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণের দায়িত্ব ব্যুরো পালন করবে । এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং তাদের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ইত্যাদি এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ ও জেলা প্রশাসকগণ যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৪। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহ বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও সমূহের সাথে কোনরূপ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার আগে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সাথে পরামর্শ করবে। এই ধরণের চুক্তি বা

Dhaka University Institutional Repository

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের আগে বেসকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটিকে অবশ্যই The Foreing Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 এর 3(2) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত হতে হবে।

৫। এনজিওসমূহের প্রকল্প অনুমোদন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসৃত হবেঃ-

ক. এনজিওসমূহ যাতে সরকারের আইন ও নীতিমালার গন্ডীর মধ্যে তাদের কার্যপ্রণালী সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে।

খ. সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প অথবা উহার সুনির্দিষ্ট অংশ এনজিওর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে । সরকার মনে করে যে এনজিওসমূহ জাতীয় উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্যসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ও সরকারী প্রচেষ্টার সম্পূরক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

গ. বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওসমূহের নিবন্ধন ও নিবন্ধন নবায়ন এর দায়িত্ব The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978 এর বিধান মোতাবেক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপর ন্যস্ত থাকবে। এইরুপ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধনের পূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে সংস্থার অতীত কার্যকলাপ বিবেচনা করা হবে।

ঘ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রম সরকার অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্পসমূহ প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে অনুমোদন করবে।

ঙ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত এনজিওসমূহের প্রস্তাবিত প্রকল্প হক তাদের নিজস্ব পরিকল্পনাসেল দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে পরীক্ষা করে তাদের মতামত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জানাবে। প্রকল্পের কোন বিষয়ে আপত্তি থাকলে তার যথাযথ কারণ উল্লেখ এবং কোন পরিবর্তন বা

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্ধনের প্রস্তাব থাকলে তা বিশদভাবে বর্ণনা করতে হবে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের অধিনস্ত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর-এর মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করবে এবং কোন প্রকল্পের কার্যক্রম প্রকল্প ছকের গণ্ডী অতিক্রম করলে বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ নজরে এলে তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দৃষ্টিগোচর করবে।

চ. বিভাগীয় কমিশনারগণ তাদের বিভাগের মধ্যে কর্মরত এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের পক্ষে একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এ কাজটি সম্পাদন করবেন।

ছ. জেলা প্রশাসকগণ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষে তাদের নিজ নিজ এলাকার এনজিওদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি মাসের সমন্বয় সভায় জেলার এনজিওসমূহের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবেন।

জ. যে সকল ব্যাংক এনজিওসমূহের বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহয্যের হিসাব রাখবে তারা প্রতি ছয় মাস অন্তর সাহায্যের হিসাব (বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্য এবং বিদেশ হতে আগত অথচ এ দেশীয় মুদ্রায় প্রাপ্ত সাহায্য) বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক-কে প্রদান করবে।

ঝ. বাংলাদেশ ব্যাংক এনজিওসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিদেশী অনুদানের বিবরণ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালককে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রতি ছয় মাস অন্তর প্রেরণ করবে।

ঞ. কোন ব্যাংক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অর্থ ছাড়ের অনুমোদন পত্র ব্যতীত বৈদেশিক অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট এনজিও-কে প্রদান করতে পারবে না।

ট. কোন সংস্থার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, অর্থ অপব্যবহার ও অননুমোদিত কার্যক্রমের অভিযোগ প্রমাণিত হলে দেশের আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ও সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থাকে অবহিত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঠ. ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উপরের ব্যয়সমূহ অবশ্যই ব্যাংক চেক মারফৎ প্রদেয় হবে। তবে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন-ভাতা আবশ্যিকভাবে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

৬। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন ও বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ এবং ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী নিম্নরূপ হবেঃ

৬.১ নিবন্ধনঃ

ক. বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আগ্রহী সংস্থা/ব্যক্তিকে The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978 এর 3(1) ধারা অনুযায়ী এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট নিবন্ধনের আবেদন করতে হবে।

খ. নিবন্ধনের আবেদন এফডি-১ ফরমে (সংলগ্নী-১) ৯ টি অনুলিপিসহ দাখিল করতে হবে। আবেদন ফরমের সাথে সংস্থার গঠণতন্ত্র, নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা কর্মকান্ডের রূপরেখা (Plan of operation) কর্মক্ষেত্রের অবস্থান ও বিবরণ (Location & Area of Operation) এবং সাহায্য প্রদানেচ্ছুক সাহায্য সংস্থা/ সংস্থাসমূহের সম্মতিপত্র (Letter of intent) আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে। সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া সংস্থার নির্বাহী কমিটিতে কোন সরকারী কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না । নিবন্ধনের ফি বাবদ সরকারের প্রধান খাত "৬৫ কর ব্যতীত বিবিধ প্রাপ্তি" এর অধীন "এনজিওদের রেজিষ্ট্রেশন, রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন, সার্ভিস চার্জ আদায়" এই গৌণ খাতে নির্ধারিত হারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে টাকা জমা করতে হবে এবং চালানের দুই কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। নিবন্ধনের জন্য বিদেশীএনজিও সমূহের ক্ষেত্রে ১০০০ ডলারের সমপরিমান স্থানীয় মুদ্রা এবং বাংলাদেশী এনজিওসমূহের ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা ফি হিসাবে প্রদেয় হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিভিন্ন এনজিওসমূহকে আবেদন ফরম পূরণের ব্যাপারে পূর্ব পরামর্শ (Pre Counselling) প্রদান করবে যাতে সঠিকভাবে তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করে আবেদন পত্র দাখিল করা যায়।

ঘ. নিবন্ধনের আবেদন বিবেচনাকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অভিমত গ্রহণ করা হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে আবেদনটির উপর অভিমত প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত নীতির আলোকে তাদের মতামত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জানিয়ে দেবেঃ

১. সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্র সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত কিনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ রাষ্ট্র বা সমাজ বিরোধী বা নৈতিকতা বিরোধী অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়েছিলেন কিনা;

২. সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের পরিচিতি, পারস্পারিক সম্পর্ক ও সমাজে অবস্থান;

৩. সমাজকল্যাণমূলক কাজে সংস্থার পূর্ব অভিজ্ঞতা;

৪. সংস্থার নির্দিষ্ট কার্যালয় রয়েছে কিনা তৎসম্পর্কে তথ্য।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমত না পাওয়া গেলে নিবন্ধনের আবেদনটির প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন আপত্তি নাই বলে ধরে নেয়া হবে। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ৩০ দিন পর তাগিদপত্র জারী করবে যাতে নিবন্ধনের আবেদনটি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সচেষ্ট হতে পারে। সঠিকভাবে পেশকৃত আবেদন প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে সমুদয় কার্য সম্পাদন করে নিবন্ধন প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আবেদনকারী সংস্থাকে নিবন্ধন পত্র প্রদান করবে। উল্লেখ্য যে উক্ত ৯০ দিনের মধ্যে ব্যুরোসহ সকল কর্তৃপক্ষের যাবতীয় জিজ্ঞাসা ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আবশ্যকীয়ভাবে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে। এই নিবন্ধন ইতিমধ্যে বাতিল করা না হলে পাঁচ বছরের জন্য তা বলবৎ থাকবে । নির্ধারিত সময়ের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে নিবন্ধন প্রদান সম্ভব না হলে তা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গোচরীভূত করতে হবে।

ঙ. বৈদেশিক সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী নিবন্ধন পত্রে বিশদভাবে বিধৃত থাকবে এবং নিবন্ধন পত্রের অনুলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে প্রদান করা হবে।

চ. সংস্থার কর্মকান্ডের রূপরেখা, উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রমের প্রতিবেদনে যদি প্রতীয়মান হয় যে সংস্থার কর্মসূচী The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 এর 2(d) ধারার সংজ্ঞানুসারে Voluntary Activities নয় তা হলে ব্যুরো সংস্থার নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করবে ও পত্র দ্বারা তা সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করবে।

৬.২ নিবন্ধন নবায়ন:

ক. এনজিওসমূহ নিবন্ধন প্রাপ্তির পাঁচ বছর অতিক্রমের ছয় মাস আগে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য নিবন্ধন নবায়নের নিমিত্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করবে। আবেদনের সংগে নবায়নের জন্য ফি বাবদ বিদেশী এনজিও ৫০০ ডলারের সমপরিমাণ টাকা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও ২৫০০/= টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে উপরোক্ত ৬.১ (খ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত খাতে জমা দিবে ও চালানের ২টি প্রতিলিপি আবেদনের সংগে সংযুক্ত করবে।

খ. নিবন্ধন নবায়নের পূর্ববর্তী ৫ বছরের কর্মকান্ড সন্তোষজনক ছিল কিনা তা ব্যুরো কর্তৃক যাচাই করা হবে।

গ. আবেদনকারী সংস্থাকে গঠনতন্ত্র, নির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকা ও বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী ব্যুরোতে জমা দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance; 1978 এর আওতায় নিবন্ধিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোন বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করে তাদের সংগৃহীত বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করতে পারবেঃ

ক. সাহায্য গ্রহণকারী সংস্থাকে The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration & Control) Ordinance, 1961 এর আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে।

খ. সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা প্রণীত প্রকল্প ও প্রস্তাবিত কার্যক্রমের রূপরেখা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাবে সাহায্য গ্রহণকারী সংস্থা/সংস্থাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও অর্থ ব্যয়ের রূপ রেখা থাকতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্প অনুমোদনের শর্ত মোতাবেক হয়েছে কিনা অর্থ প্রদানকারী সংস্থা তার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

৭ প্রকল্প অনুমোদনঃ

ক. The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules' 1978 এর 4(2) ধারার বিধান মোতাবেক অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ/ব্যবহারের জন্য এনজিওসমূহকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করতে হবে। অনুমোদিত প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাজেট পরীক্ষা, চলতি প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন এবং বৈদেশিক অর্থ প্রাপ্তির কাগজপত্র বিবেচনাপূর্বক এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বৈদেশিক মুদ্রা অবমুক্তির আদেশ জারী করবে এবং এই আদেশের অনুলিপি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট সাহায্য সংস্থার জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রেরণ করবে। বহুবর্ষী প্রকল্প-এর ক্ষেত্রে পূর্বতন বৎসরের কাজের অগ্রগতি বিবেচনা করে

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী বৎসরের অর্থ ছাড় করা হবে। প্রকল্পের ধারাবাহিকতার খাতিরে অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষে বছরের প্রথমার্ধের অর্থ ছাড় করা যাবে।

খ. প্রকল্প অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন এনজিও কোনরূপ কার্যক্রম (প্রোগ্রাম) গ্রহণ করতে পারবে না এবং এনজিওসমূহের কর্মকান্ড অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যে সকল বিদেশী দাতা সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন না করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অনুদান প্রদান করে থাকে সে সকল ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে প্রশাসনিক ব্যয় বৈদেশিক অনুদানে নির্বাহের জন্য একডি-৬ ফরমে প্রকল্প প্রস্তুত করে অর্থ ছাড়ের জন্য একডি-২ ফরমের ৩টি অনুলিপিসহ অনুমোদনের জন্য ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

গ. প্রকল্পসমূহের অনুমোদন লাভের জন্য এনজিওসমূহ নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-২) একডি-৬ ফরমে প্রকল্প প্রস্তাবটির ৯(নয়)টি অনুলিপি সহকারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করবে। প্রয়োজনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিওসমূহকে সরকারী নীতি অনুসারে প্রকল্প গ্রহণ এবং প্রকল্পের নির্ধারিত ছক পূরণের ব্যাপারে সহায়তা, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবে। কোন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ব্যুরোতে দাখিল করার সময় সংস্থা তাদের ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত একই প্রকার প্রকল্পের (যদি থাকে)খাতওয়ারী নির্ধারিত অর্থ ব্যয়ের নিরিখে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার বাস্তব অগ্রগতি কি ছিল তার বিবরণ সংযুক্ত করবে। কোন জেলায় ও থানায় কত টাকা খরচ করা হবে তার সুনির্দিষ্ট বিভাজন এবং প্রকল্পে যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের সংস্থান আছে তাদের প্রত্যেকের বিস্তারিত বিবরণী (যথা-বেতনের স্কেল, ভাতাদি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ ইত্যাদি) প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২১ দিনের মধ্যে এ সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টমন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া না গেলে বিবেচ্য প্রকল্পের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের কোন আপত্তি নাই বলে ধরে নেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. যদি প্রকল্পের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপত্তি থাকে অথবা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ থাকে তবে আপত্তি বা পরিবর্তনের কারণসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে বিস্তারিত অবহিত করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উক্ত আপত্তি বা সুপারিশসমূহ গ্রহণ করতে পারে অথবা আপিত্ত বা পরিবর্তনের কারণসমূহ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তা অগ্রহণযোগ্য মনে হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে প্রকল্প অনুমোদন করতে পারবে।

চ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রয়োজনবোধে প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবর্তন বা সংশোধন করে তা অনুমোদন করতে পারবে। তবে অনুরুপ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট এনজিও-এর মতামত ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করতে হবে।

ছ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো যথাযথ তথ্য সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

জ. প্রকল্পসমূহ একবর্ষী বা বহুবর্ষী হতে পারে। এনজিওসমূহ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চিহ্নিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প দাখিল করতে পারবে। উল্লেখিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যুরো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদেন ও অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে। প্রকল্প প্রস্তাবে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অর্জন করতে হবে। বহুবর্ষী প্রকল্প একবারে অনুমোদন করা হবে। প্রতি বছর প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিমাণ সন্তোষজনক কিনা তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক পর্যালোচনার পর সন্তোষজনক বিবেচিত হলে পরবর্তী বছরের প্রকল্প অর্থ ছাড় করা হবে।

ঝ. লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখে এবং সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা সৃষ্টি না করে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১ পুনর্বাসন প্রকল্প:

ক. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী -২) এফডি-৬ ফরমে যথাযথ তথ্য সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

খ. আবেদনকারীর নিকট হতে প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রেরিত প্রকল্পের উপর ১৪ দিনের মধ্যে মতামত/সুপারিশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রেরণ করবে।

গ. কোন পুনর্বাসন প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োজন নেই প্রতীয়মান হলে ব্যুরো তা পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করবে।

৭.২ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগোত্তর জরুরী ত্রাণ কর্মসূচী:

ক. বন্যা, ঘূর্ণীঝড়, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও বিভিন্ন মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগকালীন/দুর্যোগোত্তর সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ত্রাণকার্য পরিচালনা করতে উদ্যোগী এনজিওসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নির্ধারিত এফডি-৭ ফরমে (সংলগ্নী-৩) সরাসরি ত্রাণ কর্মসূচী পেশ করবে এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অনুলিপি দিয়ে অবহিত রাখবে।

খ. প্রস্তাবিত কর্মসূচী/প্রকল্প প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যুরো ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রাসঙ্গিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা অনুসরণে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং তা সংশ্লিষ্ট এনজিও, ত্রাণ মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে অবহিত করবে।

গ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বা সামগ্রী অবমুক্তির আদেশ জারী করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. মাঠ পর্যায়ে ত্রাণ কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের স্বার্থে এনজিওসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে। জেলা প্রশাসকগণ এনজিওসমূহকে ত্রাণ কার্যে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ঙ. এনজিওসমূহ ত্রাণ কর্মসূচী সম্পন্ন করার ৬ সপ্তাহের মধ্যে সমাপনী প্রতিবেদন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং তার অনুলিপি ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে প্রদান করবে।

৮. বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহার:

ক. প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করার সময় এনজিওসমূহ প্রকল্প প্রস্তাবের সংগে প্রথম বছরের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন এফ ডি-২ (সংলগ্নী-৪) ফরমে ৩টি অনুলিপি সহকারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদনপত্রের সাথে প্রথম কিস্তিতে বৈদেশিক মুদ্রার ছাড়পত্র প্রদান করবে। ব্যুরো এ ছাড়পত্রের অনুলিপি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে প্রদান করবে।

খ. অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য পরবর্তী বছরের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন এফডি-২ ফরমে পূরণ করে ৩টি অনুলিপিসহ ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে এবং পূর্ববর্তী বছরের গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের বিবরণী ও অনুদান ব্যয়ের বিবরণী এফডি-৩(সংলগ্নী -৫) ফরমে ৩টি অনুলিপিসহ একই সাথে দাখিল করতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি পরীক্ষা করে আবেদন প্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

গ. হিসাবের সুবিধার জন্য প্রত্যেক এনজিও একটি মাত্র ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সমুদয় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করবে। প্রকল্পটি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদনের আগে কোন ক্রমেই উক্ত ব্যাংক একাউন্ট হতে প্রাসংগিক প্রকল্পের টাকা উত্তোলন করা যাবে না। প্রকল্পওয়ারী পৃথক ব্যাংক হিসাব

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে পারে। তবে প্রকল্প অনুমোদনের আগে প্রকল্পের অর্থ কোন অবস্থাতেই খরচ করা যাবে না।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে ব্যুরো কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ এবং ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অনুদানের উপর প্রাপ্ত সুদের অর্থ ব্যবহারের জন্য এনজিওসমূহ সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করিয়ে নেবে। এ জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের ৩টি অনুলিপি একডি-৬ ফরমে দাখিল করবে। ব্যুরো ৩০দিনের মধ্যে প্রস্তাব অনুমোদন ও অর্থ ছাড়পত্র জারী করবে। তবে প্রকল্প প্রস্তাব মূল প্রকল্প থেকে ভিন্ন ধর্মী হলে প্রচলিত অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রস্তাবটি অনুমোদন করবে।

৮.১। স্থাপিত তথা চলিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,উপাসনালয়, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, মিশনসমূহ ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় বৈদেশিক সাহায্যে মিটাতে হলে এনজিওসমূহকে একডি-৮ (সংলগ্নী-৬) ফরমে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ৯টি অনুলিপিসহ পেশ করতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সঠিকভাবে প্রাপ্ত আবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২১দিনের মধ্যে মতামত প্রদান করবে। এনজিও হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

৮.২। বৈদেশিক সাহায্যের হিসাব সংরক্ষণঃ

ক. প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত অথবা বিদেশ হতে প্রেরিত কিন্তু এ দেশীয় মুদ্রায় প্রাপ্ত সকল অর্থ-সাহায্য যে কোন সিডিউল্ড ব্যাংকের একটি মাত্র নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে গ্রহণ করবে।

খ. বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত এই প্রকার বৈদেশিক মুদ্রার ষান্মাসিক হিসাব প্রতি বছর জুলাই ও জানুয়ারী মাসে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. খরচের ভাউচারসমূহ সংস্থারকেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৫ বৎসর সংরক্ষিত থাকবে। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ তাদের খরচের ভাউচারের অনুলিপি ৫ বছর সংরক্ষণ করবে।

ঘ. স্বেচ্ছাসেবীসংস্থা/ব্যক্তি বৈদেশিক সাহায্যের হিসাবের বইসমূহ (Books of Accounts) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবেঃ

১। বৈদেশিক সামগ্রী সাহায্যের ক্ষেত্রে এক ডি-৫ (সংলগ্নী-১১) করমে, এবং

২। বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে (Double Entry System) ক্যাশ বই এবং লেজার বইয়ের মাধ্যমে।

ঙ. উপরের 'ঘ'তে বর্ণিত হিসাব অর্থ - বাৎসরিক ভিত্তিতে সংরক্ষিত হবে। একটি ১লা জুলাই হতে ৩১শে ডিসেম্বর এবং অপরটি ১লা জানুয়ারী হতে ৩০শে জুনের ভিত্তিতে সংরক্ষিত হবে।

৮.৩। বিদেশী বিশেষজ্ঞ/উপদেষ্টা/কর্মকর্তা নিয়োগ :

ক. নিয়োগ প্রস্তাবসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদিত জন মাস (man-month) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তাদের বেতনের বিবরণ (বেতন বাংলাদেরে বাইরে থেকে গ্রহণ করলেও) প্রতি বছর ব্যুরোতে প্রদান করতে হবে।

খ. অনুমোদিত প্রকল্পে বিদেশীদের চাকুরীতে নিয়োগের/ নিযুক্তিকাল বৃদ্ধির আবেদন সংশ্লিষ্ট এনজিও নির্ধারিত এক ডি-৯ (সংলগ্নী-৭) এ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ৫টি অনুলিপিসহ পেশ করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এ বিষয়ে ৫০দিনে মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে । এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আবেদন পত্রটি প্রাপ্তির পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করবে । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে আপত্তি থাকলে আপত্তির কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করে

Dhaka University Institutional Repository

মতামত ২৫দিনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রেরণ করবে । উল্লেখ্য যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে কোন ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৯। বৈদেশিক কন্ট্রিবিউশন (একালীন) গ্রহণ ও ব্যবহার :

ক. The Froeign Contribution (Regulation) Ordinance-1982 এর বিধান অনুযায়ী বৈদেশিক কন্ট্রিবিউশন (নগদ বা সামগ্রী) গ্রহণ এবং প্রদান উভয় ক্ষেত্রেই ব্যুরোর/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

খ. কন্ট্রিবিউশনটি স্বেচ্ছাসেবামূলক (Voluntary Activities) কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে কন্ট্রিবিউশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিকট করতে হবে। কন্ট্রিবিউশন প্রাপক সংস্থাটি ব্যুরোতে নিবন্ধিত হলে এ জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত আবশ্যক হবে না।

গ. এনজিও বহির্ভূত কন্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক আবেদন প্রক্রিয়াজাত করবে।

ঘ. কন্ট্রিবিউশন গ্রহণকারী এফ সি-১ ফরমে (সংলগ্নী-৮) এবং প্রদানকারী এফসি-২ ফরমে (সংলগ্নী-৯) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে (যেখানে প্রযোজ্য) ৫টি অনুলিপি সহকারে আবেদন করবে।

ঙ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আবেদন প্রাপ্তির পর দুই সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং কন্ট্রিবিউশন অবমুক্তির অনুলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকে প্রদান করবে। কন্ট্রিবিউশন গ্রহণকারী কন্ট্রিবিউশন ব্যবহারের ৬ সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

Dhaka University Institutional Repository

১০। এনজিও কর্তৃক রক্ষিত হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষা:

ক. The Foreign Donation (Voluntary Activities) Reg. Ord. 1978 এর 4 ও 5 ধারা অনুসারে সংস্থা সমূহের হিসাব নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করার ক্ষমতা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে প্রদান করা হয়েছে।

খ. এনজিও সমূহের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষনের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউনটেন্টস অর্ডার -১৯৭৩ অনুসরণে চার্টার্ড একাউন্টেন্টগনের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। এনজিও সমূহ অবশ্যই তালিকাভুক্ত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করাবে। নিরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় এনজিও সমূহ তাদের প্রকল্প ব্যয় থেকে নির্বাহ করবে।

গ. এনজিওসমূহ অর্থ বছর সমাপ্তির ২ মাসের মধ্যে হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করবে। সংস্থাসমূহ অডিট রিপোর্টের ৩টি অনুলিপি ব্যুরোতে দাখিল করবে। এতে ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

ঘ. নিরীক্ষক তার প্রতিবেদনের সাথে সংলগ্নী-১০ এ প্রদত্ত এক ডি-৪ ফরমে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

ঙ. যে সকল নিরীক্ষক যথাযথভাবে সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করবেন না তাদের ব্যুরোর নিরীক্ষক তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে ও তাদের বিরুদ্ধে দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১. বার্ষিক রিপোর্ট:

এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রমের বার্ষিক রিপোর্ট অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রণয়ন করবে এবং তার প্রতিলিপি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করবে। এ প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত তথ্য/বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

Dhaka University Institutional Repository

ক. বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিটি প্রকল্পের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিত্রায়িত করতে হবে। প্রকল্প ভিত্তিক এ সব প্রতিবেদনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হবে অংগ ভিত্তিক নির্ধারিত ব্যয় এর বিপরীতে স্থিরীকৃত লক্ষ্য মাত্রার বাস্তব সাফল্যের হককৃত বিবরণ । বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের থানা ও জেলাওয়ারী ও অংগ ভিত্তিক ব্যয় সুস্পষ্টরুপে দেখাতে হবে।

খ. যানবাহনসহ সংস্থার স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের একটি পূর্ণাংগ তালিকা।

গ. সংস্থার নিজস্ব আয়ের উৎস ও ব্যয়ের বিবরণ (অংগ ভিত্তিক)।

ঘ. সংস্থার কর্মকর্তাও কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ।

ঙ. সংস্থার ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের খাত ভিত্তিক বিভাজন সহ বিবরণ।

চ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ।

ছ. বার্ষিক রিপোর্টে ঐ সংস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের (যাদের মাসিক বেতন ও ভাতা ৫০০০ টাকা বা তার উর্দ্ধে অথবা এককালীন প্রাপ্তি ১০০০০ টাকা বা তার উর্ধে) নাম, পদবী, যোগ্যতা, বয়স, জাতীয়তা, মোট বেতন, ভাতা এবং সংস্থায় চাকুরীকাল উল্লেখ করে একটি বিবরণ সংযুক্ত থাকবে।

১২। আইন ভংগ এবং অর্থ আত্মসাতের কারণে নিবন্ধন বাতিল এবং মামলা দায়েরঃ

ক. দি ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী একটিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮ এর ৬(১) ও (৬)(এ) ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের উপর থাকবে। ব্যুরোর পরিচালক মহাপরিচালক এর অনুমোদনক্রমে অধ্যাদেশের ৬(১) ও ৬(এ) ধারা বলে নিবন্ধন বাতিল, প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ এবং আদালতে মামলা দায়ের করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ. দেশে প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে ব্যুরো সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাসংগিক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে।

১৩। নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন অথবা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহার বিষয়ে পর্যালোচনার (Review) পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে এনজিওসমূহ ঐ বিষয়ে পর্যালোচনার প্রস্তাব এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিকট উপস্থাপন করতে পারবে।

(ডাঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী)
প্রধানমন্ত্রীর সচিব।

নং ২২.৪৩.৩.১.০.৪৬.৯৩-৪৭৮,তারিখঃ ১২-৪-১৪০০/২৭-৭-১৯৯৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
৩। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, সেচ,পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
১২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
১৩। সচিব, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। সচিব, আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

১৮। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।

১৯। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

২০। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২২। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা-উক্ত পরিপত্রটির অনুলিপি সকল নিবন্ধিত এনজিও এর বরাবরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৩। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৪। বিভাগীয় কমিশনার, ...

২৫। জেলা প্রশাসক, ...

২৬। মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২৭। প্রধানমন্ত্রীর সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

(এ এইচ এম নুরুল ইসলাম)
পরিচালক
দূরালাপনীঃ ৮১১২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX: E- 3

(1860 : Act XXI)

[1]The Societies Registration Act, 1860 Contents

Preamble

Sections

1. Societies formed by memorandum of association and registration.
2. Memorandum of association.
3. Registration Fees.
4. Annual list of managing body to be filed.
5. Property of society how vested.
6. Suits by and against societies.
7. Suits not to abate.
8. Enforcement of judgement against society.
9. Recovery of penalty accruing under bye-law.
10. Members liable to be sued and strangers.

Recovery by successful defendant of costs adjudged.

11. Members guilty of offence punishable as strangers
12. Societies enable to alter, extend or abridge their purposes
13. Provision for dissolution of societies and adjustment of their affairs. Assent required. Government consent .
14. Upon a dissolution no member to receive profit.

Clause not to apply to Joint-stock-Companies.

15. Member defined disqualified members.
16. Governing body defined.
17. Registration of Societies formed before Act. Assent required.
18. Such societies to file memorandum, etc. with Registrar of Joint-stock-Companies.
19. Inspection of documents, Certified copies.
20. To what societies Act applies.

---

1. *Short Title was given by the Short Titles Act, 1897 (XIV of 1897)*

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX : E.4

Societies Registration

(1860 : Act XXI)

[1]Act No. XXI of 1860

(21st May, 1860)

An Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies.

Preamble. Whereas it is expedient that provision should be made for improving the legal condition of societies established for the promotion of literature, science, or the fine arts, or for the diffusion of useful knowledge.[2] (The diffusion of political education) or for charitable purposes; It is enacted as follows :-

Societies fonned by memorandum of association and registration. 1. Any seven or more persons associated for any literary, science or charitable purpose, or for any such purpose as is described in section 20 of this Act, may, by subscribing their names to a memorandum of association and filing the same with the Registrar of Joint-stock-Companies.[3] * * * form themselves into a society under this Act.

Memorandum of association. The memorandum of association shall contain the following things (that is to say) -the name of the society; the objects of the society; the names, addresses and occupations of the governors, council, directors, committee or other governing body to whom, by the rules of the society, the management of its affairs is entrusted.

A copy of the rules and regulations of the society, certified to be a correct copy by not less than three of the members of the governing body, shall be filed with the memorandum of association.

Dhaka University Institutional Repository

Registrationd Fees.

3. Upon such memorandum and certified copy being filed the registrar shall certify under his hand that the society is registered under this Act. There shall be paid to the registrar for every such registration a fee of fifty[4] (taka), or such smaller fee as the[5] (Government) may from time to time direct; and all fees so paid shall be accounted for to the[5] (Government).

Annual list of managing body to be filed.

4. Once in every year, on or before the fourteenth day succeeding the day on which, according to the rules of the society, the annual general meeting of the society is held, or, if the rules do not provide for and annual general meeting in the month of January, a list shall be filed with the Registrar of Joint-stock-Companies of the names, addresses and occupations of the governors, council, directors, committee of other governing body then entrusted with the management of the affairs of the society.

Property of society how vested.

5. The property, moveable and immoveable, belonging to a society registered under this Act, if not vested in trustees, shall be deemed to be vested, for the time being in the governing body of such society, and in all proceedings, civil and criminal, may be described as the property of the governing body of such society by their proper title.

Suits by and against societies.

6. Every society registered under this Act may sue or be sued in the name of the president, chairman, or principal secretary, or trustees, as shall be determined by the rules and regulations of the society, and, in default of such determination' in the name of such person as shall be appointed by the governing body for the occasion:

---

1. *The Act with the exception of the first four sections) imbased on the Literary and Scientific Institutions Act, 1854 (17 & 18 Vict., c. 112), ss. 20 site seq.*

It has been declared to be in force in all the Provinces and Capital of the Federation, except the Sheduled District, by s, 3. of the Laws Local Extent Act, 1874 (XV of 1874).

It has been declared, by notification under s. 3 (a) of the Scheduled District Act, 1874 (XIV of 1874), to be in force in the Scheduled Districts, namely:

The District of Sylhet, see Gazette of India, 1879, Pt.i, p.61.

2. These words were added by the Societies Registration (Amendment) Act, 1927 (XXII of 1927)

3. The words and figures "under Act XIX of 1857" were repealed by the Repealing Act, 1874 (XVI of 1874), See now the Companiecs Act, 1913 (VII of 1913) s. 288.

4. This word was substituted for the word "rupees" by act VIII of 1973, s. 3 and 2nd Sch, (w.e.f. 26-3-1971).

5. Subs. ibed, for the word, "Provincial Government".

Provided that it shall be competent for any person having a claim or demand against the society, to sue the president or chairman, or principal secretary or the trustees thereof, if on application to the governing body some other officer or person be not nominated to be the defendant.

Suits not bate.

7. No suit or proceeding in any Civil Court shall abate or discontinue by reason of the person by or against whom such suit or proceedings shall have been brought or continued, dying of ceasing to fill the character in the name whereof he shall have sued or been sued, but the same suit or proceedings shall be continued in the name of or against the successor of such person.

Enforcement of Judgement against society.

8. If a judgement shall be recovered against the person or officer named on behalf of the society, such judgement shall not be put in force against the property, moveable or immoveable, or against the body of such person or officer, but against the property of the society.

The application for execution shall set forth the judgement, the fact of the party against whom it shall have been recovered having sued or having been sued, as the case may be on behalf of the society only and

Dhaka University Institutional Repository

shall require to have the judgement enforced against the property of the society.

Recovery of penalty accruing under bye-law.

9. Whenever by any bye-law duly made in accordance with the rules and regulations of the society, or, if the rules do not provide for the making of bye-laws, by any bye-law made at a general meeting of the members of the society convened for the purpose (for the making of which the concurrent votes of three fifths of the members present at such meeting shall be necessary) any pecuniary penalty is imposed for the breach of any rule or by-law of the society, such penalty, when accrued, may be recovered in any Court having jurisdiction where the defendant shall reside, or the society shall situate, as the governing body thereof shall deem expedient.

Member liable to be sued as strengers.

10. Any member who may be in arrear of a subscription which, according to the rules of the society he is bound to pay or who shall possess himself of or detain any property of the society in a manner or for a time contrary to such rules, or shall injure or destroy any property of the society may be sued for such arrear or for the damage accruing in the manner herein before provided.

Recovery by successful defendent of cost adjuged

But if the defendant shall be successful in any suit or other proceeding brought against him at the instance of the society, and shall be adjudged to recover his costs, he may elect to proceed to recover the same from the officer in whose name the suit shall be brought, or from the society, and in the latter case shall have process against the property of the said society in the manner above described.

Members guilty of offences punishable as strangers.

11. Any member of the society who shall steal, purloin or embezzle any money or other property, or wilfully and maliciously destroy or injure any property of such society, or shall forge any deed, bond, security for money, receipt, or other instrument, whereby the funds of the society may be exposed to loss, shall be subject to the same prosecution, and if convicted shall be liable to be punished in like manner as any person not a member would be subject and liable to in respect of the like offence.

Dhaka University Institutional Repository

Societies enabled to alter, extend or abridge their purposes.

12. Whenever it shall appear to the governing body of any society registered under this Act, which has been established for any particular purpose of purposes, that it is advisable to alter, extend or abridge such purpose to or for other purposes within the meaning of this Act, or to amalgamate such society either the meaning of this Act, or to amalgamate such society either may submit the proposition to the members of the society in a written or printed report and may convene a special meeting for the consideration thereof according to the regulations of the society:

But no such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the society ten days previous to the special meeting convened by the governing body for the consideration thereof, nor unless such proposition shall have been agreed to by the votes of three-fifths of the members delivered in person or by proxy, and confirmed by the votes or three-fifths of the members present at a second special meeting convened by the governing body at an interval of one month after the former meeting.

Dissolution of societies and adjustment of their affairs

13. Any number not less than three-fifths of the members of any society may determine that it shall be dissolved, and thereupon it shall be dissolved forthwith, or at the time then agreed upon and all necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the society, its claims and liabilities, according to the rules of the said society applicable hereto, if any' and if not, then as the governing body shall find expedient, provided that, in the event of any dispute arising among the said governing body or the members of the society, the adjustment of its affairs shall be referred to the principal Court of original civil jurisdiction of the district in which the Chief building of the society situate; and the Court shall make such order in the matter as it shall deem requisite:

Assent required

Provided that no society shall be dissolved unless three-fifths of the members shall have expressed a wish for such dissolution by their votes delivered in person, or by proxy, at a general meeting convened for the purpose:

Dhaka University Institutional Repository

Government consent

Provided that [1][whenever the Government] is a member of or a contributor to, or otherwise interested in, any society registered under this Act, such society shall not be dissolved[2] [without the consent of the Government] [2] * * *

Upon a dissolution no member to receive profit.

14. If upon the dissolution of any society registered under this Act there shall remain after the satisfaction of all its debt and liabilities any property whatsoever,the same shall not be paid to or distributed among the members of the said society or any of them, but shall be given to some other society to be determined by the votes of not less than three-fifths of, the members present personally or by proxy at the time of the dissoluation , or in, default thereof, by such court as aforcsaid:

Clause not to apply to joint stock companies.

Provided, hawever , that this clausc shall not apply to any society which shall have been founded or established by the contributions of shaeholders in the nature of a Joint-stock Company.

Member defined.Disqualifie d members.

15. For the purposes of this Act a member of a society shall be a person who , having been admitted therein according to the rules and regulations thereof , shall have paid a subscription or shall have signed the roll or list of members thereof , and shall not have resigned in accordance with such rules and regulations; but in all prodceedings under this Act no person shall be entiled to vote or to be counted as a member whose subscription at the time shall have been in arrear for a period exceedign three months.

Governing body defined.

16. The governing body of the society shall be the governors, council, directors, committee, trustees or other body to whom by the rules and regulations of the society the management of its affairs is entrusted.

Registration of Societies formed before Act. Assent required.

17. Any company or society established for a literary, scientific or charitable purpose, and registered under [1] Act XLIII of 1850 , or any such society established and constituted previously to the passing of this Act but not registered under the said[2] Act, XLIII of 1850, may at any time hereafter be registered as a society under

[1] The words "of the Province of registration" were omitted by Act VIII of 1973.
[2] Rep. by the Indian Companies Act. 1866 (X of 1866),s, 219.

Dhaka University Institutional Repository

this Act. Subject to the proviso that no such company or society shall be registered under this Act unless an assent to its being so registered has been given by three -fifths of the members present personally, or by proxy,at some general meeting convened for that purpose by the governing body.

In the case of a Company or Society regisered under 'Act XLIII of 1850, the directors shall be decemed to of such governing body.

In the case of a society not so registered if no such body shall have been constituted on the establishment of the society , it shall be competent for the members thereof , upon due notice to create for itself a governing body to act for the society thendceforth.

Such societies to file memorandum etc. with Registrar of Joint-stock Companies.

18. In order to any such society as is mentioned in to last precedign section obtaining registry under this Act, it shall be sufficient that the governing body file with the Registrar of Joint-stock Companies2*** a memorandum showing the name of the society, the objects of the society. and the names, addresses and occupations of the governing body, together with a copy of the ruless and regulations of the society certified as provided in section 2. And a copy of the report of the procedings of the general meeting at which the registration was resolved on.

Inspection of documents. Conified copies

19. Any person may inspect all documents filed with the registrar under this Act on payment of a fee of one [3] [taka] for each inspection, and any person may require a copy or extract; of any document or any part of any document, to be certified by the registrar, on payment of two annas for every hundred words of such copy or extract: and such cerified copyshall be prima facie evidence of the matters therein contained in all legat proceedings whatever.

To want socictics Act applics.

20. The following societies may be registered under this Act:-

Charitable societies.[3] *** . socicties established for the promotion of science' literaturc, or the fine arts. For instruction the diffusion of useful knowledge, [4] [the diffusion of political education] , the foundation or maintenance of libraries or reading rooms for general use among the members or open to the public, or public museums and galleries of painting and other works of art, collections of natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments, or designs.

---

[3] The words and figures " under Act, XIX of 1857 , repeated by the Repcaling Act. 1874 (XVI of 1874).Sec now the Companies Act, 1913 (vil of 1913), S. 288.

[4] Subs, by Act VIII of 1973 , s, 3 and 2nd Sch, (w.e.f.26th Marchf, 1971) .

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX : E. 5

[Published in the Dacca Gazette, Extraordinaty, dated Dacca, December 8,1961]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE
(Labour and Social Welfare Division)
Dacca, the 2nd December, 1961
ORDINANCE NO, XLVI OF 1961
AN ORDINANCE

To provide for the registration & control of valuntary social welfare agencies.

WHEREAS it is expedient to provide for the registration & control of Voluntary Social Welfare Agencies , and for matters ancillary thereto.

Now, THERFORE, in pursuance of the declaration of the seventh day of October 1958 & in exercise of all powers enabling him in that behalf , the President is pleased to make & Promulgate tha following Ordinance:

1. Short title, extent & commencement. (1) This ordinance may be called Voluntary Social Welfare Agencies (Registration & Control) Ordinance, 1961.

(2) It extends to the whole of Bangladesh .

(3) It shall come into force on such date as the Government may by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

2. Definitions: --- In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context.-

Dhaka University Institutional Repository

(a) "Agency" means a Voluntary Social Welfare Agency, & includes any branch of such agency;

(b) "Governing body" means the council committee, trustees or other body, by whatever name called , to whom by the constitution of the agency, its executive functions the managemetn of its affairs are cntrusted;

(c) "Prescribed" means prescribed by rules made under section 19;

(d) "Register" means the register maintained under section 4. & registered shall mean registered under this Ordinance;

(e) "Registration Authority" means the Director of Social Wellfare, Government of Bangladesh , & includes an officer authorized by the Government, by notification in the official Gazette, to exercise all or any of the powers of the Registration Authority under this Ordinance;

(f) "Voluntary Social Welfare Agency" means an organisation, association or undertaking established by person ortheir own free will for the purpose of rendering welfare services in any one or more of the field mentioned in the schedule & depending for its resources on public subscriptions, donations or Government aid.

3. Prohibiting against establishing or continuing an agency without registration.

No agency shall be established or continued except in accordance with the provisions of this Ordinance.

4. Application for registration etc.- (1) Any person intending to establish an agency, and any person intending that an agency already in existence should be continued as such, shall in the prescribed form on payment of the prescribed fees , make an application to the Registration authority accompanied by a copy of the constitution of the agency , & such other documentts as may be prescribed.

Dhaka University Institutional Repository

(2) The Registration authority may, on receipt of the application make such enquiries as it considers necessary & either grant the application, or' for reasons to be recorded in writing reject it .

(3) If the Registration Authority grant the application , if shal issue , in the presribed form, a certificate of registration to the applicant.

(4) The Registration Authority shall maintain a register, containing such particulats as may be prescribed , of all certificates issued under section (3).

(5) Establishment & continuance of agency.- (1) An Agency not in existence on the coming into force of this Ordinance shall be established only after a certificate of registration has been issued under sub-section (3) of Section 4.

(2) An agency already in existence shall not be continued for more than six months from the date on which this Ordinance comes into force, unless an application for its registration has within thirty days of such date , been made under sub-section (1) of Section 4.

(3) Where an application as aforesaid has been made in respect of an existing agency & such application is rejected, then not with standing the period of six months provided in sub-section (2) the agency may be continued for a period of thirty days from the date on which the application is rejected, or if an appeal is preferred under section 6, unitil such appeal is dismissed.

6. Appeal. - If the Registration Authority rejects an application for registration the applicant may, within thirty days from the date of the order of the Registration Authority , prefer an appeal to Govrnment &the order

Dhaka University Institutional Repository

passed by the Government shall be final & given effect by the Registration Authority.

7. Conditions to be complied with by registered agencies. - (1) Every registered agencies shall-

(a) maintain audited accounts in the manner laid down by the Registration Authority;

(b) at such time & in such manner as may be prescribed, submit its Annual Report & Audited Accounts to the Registration Authority & publish the same for general information.

(c) Pay all moneys received by it into a scparate account kept in its name at Bank or Banks as may be approved by the Registration Authority , &

(d) furnish to the Registration Authority such particulars with regard to accounts & other records as the Registration Authority may from time to time require.

(2) The Registration Authority , or any Officer duly authorized by it in this behalf , may at all reasonable times inspect the books of account & other records of the agency, the securities, cash & other properties held by the agency , & all documents relating thereto .

8. Amendment of the constitution of registered agency,- (1) No amendment of the constitution of a registered agency shall be valid unless it has been approved by the Registration Authority, for which purpose a copy of the amendment shall be forwarded to the Registration Authority.

Dhaka University Institutional Repository

(2) If the Registrtion Authority is satisfied that any amendment of the constitution is not contrary, to any of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, it may, if it thinks fil approve the amendment.

(3) Where the Registration Authority approves an amendment of the constitution, it shall issue to the agency a copy of the amendment certified by it, which shall be evidence that the same is duly approved.

9. Suspension or dissolution of governing bodies of registered agency.- (1) If after making such enquiries as it may think fit; the Registration Authority is satisfied that a registered agency has been responsible for any irregularity in respect of its funds or for any mal -administration in the conduct of its affairs or has failed to comply with the provisions of this Ordinance or the rules made there under, it may by order in writing , suspend the governing body.

(2) Where a governing, body is suspended under sub-seciton (1) the Registration Authority shall appoint an administratior, or a care taker body consisting of not more than five persons, who shall have all the authority & powers of the governing body under the constitution of the agency.

(3) Every order of suspension under sub-section (1) shall be placed by the Registration Authority before a Board, consisting of not more than five persons, constituted by the Government for the purpose which shall have the power to make order within six months as to the reinstatemet: or the dissolution & reconstitution, of the governing body, as it may think fit.

(4) The Governing body constituted after of dissolution & reconstitution is made under sub-section (3) may appeal to the Government within thirty days from the date of such order , & the decision of the Government shall be final & shall not be called in question in any court.

Dhaka University Institutional Repository

10. Dissolution of registered agency. - (I) If at any time Registration Authority has reason to believe that a registered agency is acting in contravention of its constitution, or contrary to any of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, or in a manner prejudicial to the interest of the public , it may after giving such opportunity to the agency of bing heard if it thinks fit, made a report thereon to the Government.

(2) Government, if satisfied after considering the report that it is necessary or proper to do so, may order that the agency shall stand dissolved from the date mentioned therein.

11. (1) No registered agency shall be dissolved by its governing body or members thereof.

(2) If it is proposed to dissolve any registered agency, not less than three-fifths of its members may apply to the Government in such manner as may be prescribed, for making an oredr for the dissolution of such agency.

(3) The Government, if satisfied after considering the application that it is proper to do so, may order that the agency shall stand dissolved on & from such date as may be specified in the order.

12. Consequences of dissolution: -(I) Where any agency is dissolved under this Ordinance, its registration thereunder shall stand cancelled on & from the date the order of dissolution takes effect, & the Government may –

(a) Order any Bank or other person who holds money, securities or other assets on behalf of the agency not to part with such money, securities & assets without the previous permission in writing of the Governmment.

Dhaka University Institutional Repository

(b) appoint a competent person to wind up the affairs of the agency, with power to institute & defend suit & other legal proceedings on behalf of the agency, & to make such orders & take such action as may appear to him to be necessary for the purpose; and

(c) Order any money, securities & assets remaining after the satisfaction of all debits & liabilities of the agency to be paid or transferred to such other agency, having objects similar to the objects of the agency, as may be specified in the order.

(2) Orders made by the person appointed under clause (b) of sub-section (I) shall on application, be enforceable by any Civil Court having local jurisdction in the matter as a degree of such court.

13. Inspection of documents etc. Any person may, on payment of the prescribed fee inspect at the office of the Registration Authority and document relating to a registered agency, or obtain a copy of or an extract from any such document .

14. Penalties & Procedure. - (1) Any person who -

(a) Contravenes any of the provisions of this Ordinance or any rule or order made thereunder; or

(b) In any application for registration under this Ordinance, or in any report or statement submited to the Registration Authority or pubished for general information thereunder, makes any false statement or false representation;

(c) Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

Dhaka University Institutional Repository

(2) Where the person committing an offence under this Ordinance is a company, or other body corporate, or an association of persons, every director, manager, secretary & other officer thereof shall, unless proved that the offence was committed without his knowledge or consent be deemed to be guilty of such offense.

(3) No Court shall take organizance of an offence under this Ordinance except upon complain in writing made by the Registration Authority or by an officer authorized by it in this behalf.

15. Indemnity.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be filed against any person for any thing which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

16. Power to amend schedule. - The Government may by notification in the official Gazette' amend the schedule so as to include therein or exclude there from any field of Social Welfare Service.

17. Power to exempt. - The Government may by notification in the official gazette, exempt any agency or class of agencies from the operation of all or any of the provisions of this Ordinance.

18. Delegation of Powers.- The Government may , by notification in the official Gazette, delegate all or any of its powers under this Ordinance either generally, or in respect of such agency or class, of agenciesas may be specified in the notification to any of its officers.

19. Rules. - The Government may , by notifeation in the official Gazette, make rules for carrying into effect the provisions of this ordinance.

THE SCHEDULE
(SEE SECTION 2F)

Dhaka University Institutional Repository

(i) Child Welfare

(ii) Youth Welfare.

(iii) Women's Welfare.

(iv) Welfare of the physically & mentally handicapped.

(v) Family Planning .

(vi) Recreational programmes intended to keep people away from anti-Social Activities.

(vii) Social Education , that is , education of adult aimed at developing sense of civic responsibility.

(viii) Welfare & rehabilitation of released prisoners.

(ix) Welfare of Juvenile delinquents.

(x) Welfare of the beggars & destitutes.

(xi) Welfare of the socially handicapped.

(xii) Welfare & rehabilitaiton of patients.

(xiii) Welfare of the aged & infirm.

(xiv) Training in Social Work .

(xv) Co-ordination of Social Welfare agencies.

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX : E.6

[Published in the Bangladesh Gazette Extraordinary, dated the 20th November, 1978]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS
NOTIFICATION
Dhaka , the 20th November, 1978.

No , 880-pub The following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on the 15th November, 1978 ,is hereby published for general information: -

THE FOREIGN DONATIONS (VOLUNTARY ACTIVITIES)
REGULATION
ORDINANCE, 1978.
Ordinance No. XLVI of 1978.
AN
ORDINANCE

to regulate the receipts and expenditure of foreign donations for voluntary activities.

WHEREAS it is expedient to regulate receipts and expenditure of foreign donations for volunatary activities;

Now, therefore , in pursuance of the Proclamations of the 20th August, 1975 , and the 8th November , 1975, and in exercise of all powers enabling him in that behalf , the President is pleased to make and Promulgate the following Ordinance: -

Dhaka University Institutional Repository

1. Short title.- This Ordinance may be called the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulartion Ordinance, 1978.

2. Definition. - In this Ordinence, unless there is anything repugnant in the subject or context, -

(a) "foreign dnation" means a donation, contribution or grant of any kind made for any voluntary activity in Bangladesh by any foreign Government or organisation or a citizen of a foreign state and includes, execpt in the case of a donation made for such charity as the Government may spceify any donation made for any voluntary activity in Bangladesh by a Bangladeshi citizen living for working abroad;

(b) "organisation" means [1] [a church or] a body of persons, called by whatever name, whether incorporated or not, established by persons for the purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity in Bangladesh.

(c) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance; and

(d) "voluntary activity" means an activity undertaken or carried on [2] [partially or entirely with external assistance] by any person or organisation of his or its own free will to render agricultural, reliet, missionary, educational, cultural, vocational , social welfare and developmental services and shall include any such activity as the Government may , from time to time, specify to be a voluntary activity;

---

[1] Inserted by Ordinance No. XXXII of 1982 published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary dated 8.9.92
[2] Insertde by Ordinance .No. XXXII of 1982.

Dhaka University Institutional Repository

3. **Regulation of Vluntary Activity.** - (*l*) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person or organisation shall , save as provided in this Ordinance, undertake or carry on any voluntary activity without prior approval of the Government, nor shall any person or organisation receive or operate , except with prior permission of the Government, any foreign donation for the purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity.

(2) A person or organisation receiving or operating any foreign donation for the purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity shall register himself or itself with
such authority and in such manner as the Government may specify.

(3) Except in such cases as the Government may , by order in writing , exempt, all persons and organisations undertaking or carrying on voluntry activities with foreign donation , in whole or in part, shall submit to such authority and by such date as the Government may , by notification in the official Gazette. Specify a declaration showing there in the foreign donation received by them , the source from which it has been received and the manner in which it has been utilised;

Provided that, in a case where the Government considers it necessary, it may , by order, require such declaration to be submitted at any time to be specified in the order.

(4) A person or organisation carrying on any voluntary activity immediately before the commencement of this Ordinance may continue so to carry on a volunatary activity for a period not exceeding six (6) months from such commencement unless the Government has upon an application made in this behalf in such form and containing such particulars as the Government may direct, granted

Dhaka University Institutional Repository

him or it a permission to continue so to undertake or carry on thereafter.

(5) Nothing in this scetion shall apply to an organisation established by or under any law or the authority of the Government.

4. **Power of inspection.** - (*l*) The Government may , at any time' for reason to be recorded in writing , cause an inspection to be made, by one or more or its officers, of the books of accounts and other documents of any person or organisation required to submit declaration under sub-section (3) of section 3' And , where necessary , direct all such books of accounts and other documents to be seized.

(2) Every such person or organisation shall produce books of accounts and other documents and furnish such statements and informations to such officer or officers as such officer or officers may requre in connection with the inspection under sub-section (i).

(3) Failure to produce any books of accounts or other documents or to furnish any statement or information required under sub-section (2) shall be deemed to be contravention of the provision of this Ordinance.

5. **Audit and accounts .** - (*l*) Every person and organisation referred to in sub-section (*l*) of section 3 shall maintain his or its accounts in such manner and form as the Government may specify.

(2) The accounts of every such person or organisation shall be audited by such persons or person as the Govrnment may direct and two copies of the accounts so audited shall be furnished to the Government within two months after the financial year to which the accounts relate.

Dhaka University Institutional Repository

6. **Penalty for false declaration etc.** - [1] [*(1)*] If the Government is satisfied that any person or organisation referred to in sub-section (1) of section 3 has failed to submit a declaration under sub-section (3) of that section or wilfully submitted or caused to be submitted a declaration which he or it knows or has reason to believe to be false or has otherwise contravened any provision of this ordinance, [2] [it may , by order, cancel the registration of such person or organisation or] stop any voluntary activity undertaken or carried on by such person or organisation:

Provided that no order under this section shall be made without giving such person or organisation a reasonable apportunity of being heard.

[1] [(2) Notwithstanding anything constained in sub-section *(1)* , whoever receives or operates any foreign donation in contravention of the provisions of this Ordinance or any rules made there under shall be liable to pay a penalty of double the amount or value of the donation received or , as the case may be , operated, or to imprisonment for a term which may extend to three years or both].

[2] **[6A .Cognizance of Offence.** - No court shall take cognizance of an offence under this Ordinance or any rules made thereunder except on a complaint made by the Government].

7. **Power to make rules.** - The Government may by notification in the official Gazette, make rules to carry out the purpose of this Ordinance.

ZIAUR RAHMAN, BU
MAJOR GENERAL.

DHAKA;
The 15th November, 1978.

President .

K.M. HUSAIN
Deputy Secretary.

---

[1] Substituted by Ordinance no XXXII of 1982.
[2] Substituted by Ordinance No. XXNI of 1982.

[1] Added by Ordinance No . XXXII of 1992.
[2] Inserted by Ordinance No . XXXII of 1982

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX : E.7

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 12th December, 1978]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Political Branch

Section IV

NOTIFICATION

Dhaka, the 12th December, 1978

No. S. R. O. 329-L/78. - In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Foreing donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (XLVI of 1978), the Government is pleased to make the following rules, namely :-

THE FOREIGN DONATIONS (VOLUNTARY ACTIVITIES) REGULATION RULES, 1978

1. **Short title.**- These rules may be called the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978.

2. **Definitions.** - In these rules, unless there in anything repugnant in the subject or context,-

a) "Director" means the Director, Department of Social Welfare, Government of the People's republic of Bangladesh;

b) "Form" means a Form annexed to these rules;

c) "Ordinance" means the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (XLVI of 1978; and

d) "Section" means a section of the Ordinance.

3. **Application for registration.** - (1) Any person or organisation receiving or operating any foreign donation for the purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity shall apply to the Director for a registration in Form FD-1.

Dhaka University Institutional Repository

(2) The Director may, on receipt of an application under sub-rule (1) call for any other information from the applicant which he may consider necessary and the applicant shall furnish the information called for within the period specified in that behalf.

(3) The Director may , after making such enquiries as he may consider necessary to ascertain the correctness of the information as contained in the application and the information supplied under sub-rule (3), if any , register the person or organisation to be a person or organisation for the purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity:

Provided that no person or organisation shall be registered without the prior approval of the Ministry of Home Affairs.

4. **Application for approval and permission to receive and operate foreign donations-.** (1) No person or organisation registered under sub-rule (3) of rule 3 shall receive or operate any foreign donation withour prior approval or permission of the Government for such receipt or undertaking.

(2) All applications for appproval or permission under sub-rule (1) shall be submitted to the Government in the Ministry of Finance (External Resourees Division) in Form FD-2.

[1] [(3) No approval or permission for receiving or operating any foreign donation for undertaking or carrying on voluntary activity shall be acorded without prior approval of the Ministry of Home Affairs].

[2] [(4) Every person or organization registered under sub-rule (3) of rule 3 shall receive all funds in foreign exchange through an acount

---

[1] Substituted by S.R.O. No.352-1/82 dated 6.10.82 by the Ministry of Home Affairs which was published in the Bangladesh Gazette, Extra , October 6, 1982.

[2] Added by S.R.O No 352-1/82 dated 6.10.82 by Ministry of Home Affairs.

Dhaka University Institutional Repository

[3][opened in any schedule Bank of Bangladesh which shall submit statements of such funds to the Bangladesh Bank.]

(5) The Bangladesh Bank shall submit statements of the funds so received for each person or organization separately to the External Resourees Division in June and December every year.

5. **Submission of declarations** . — (1) All declarations under sub-section, (3) of section 3 shall be submitted to the Government in the Ministry of Finance (External Resources Division).

(2) All declarations under sub-rule (1), if it relates to receipt of foreign donations , shall be submitted in Form FD-3, and if it relates to its utilisation, in Form FD-4.

(3) All declarations in respect of a person or organisation carrying on voluntary activity immediately before the commencement of the Ordinance shall be submitted within thirty days from such commencement and every six months thereafter, and in respect of other such persons or organisations in every six months.

[4] [5A. **Submission of schemes, etc.** —[5] [(1) Every person of organisation shall subnmit to the External Resources Division and the Departmendt of Social Welfare his or its project on voluntary activities along with plan of its operation showing the estimated cost, expected receipts, source of receipts, purpose and objects and duration thereof on or before the 31st March preceding the financial year in which such project is to commence.]

---

[3] Substituted by S.R.O No. 422-1/84 dated 19.9.84 by the Ministryb of Home Affairs which was published in the Bangladesh Gazette, Extra , September 19, 1984

[4] Inserted by S.R.O No.352-1/84, dated 6.10.82 by the Ministry of Home Affairs.

[5] Substituted by S.R.O. No. 422-1/84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.

Dhaka University Institutional Repository

(2) Each person [6] [Who is not a Bangladesh national] engaged in voluntary activity shall submit his particulars with reference to nationality, period of stay in Bangladesh, remuneration , the agency under whose supervision he is undertaking or carrying on voluntary activity, etc. to the Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare.

(3) Each organization shall [7] [annually] submit to the Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare a statement showing all relevant particulars relating to age, qualification nationality' Period of service with the organization, remuneration, etc,. of persons engaged in different schemes undertaken or carried on by it.

(4) Each organization shall obtain prior clearance of the Ministry of Home Affairs and Department of social Welfare for employment of [8] [any staff, who is not a Bangladesh national,] for its voluntary activity.

5B. **Submission of report on activities.**—Every person or organization shall submit [9] [yearly] reports on his or its acitivities to the Extemal Resourees Division with copies to the administrative Ministry, the Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare.]

6. Maintenance of books of accounts, - (*l*) Every person or organisation undertaking or carrying on voluntary activities shall maintain books of accounts-

(a) Where thc foreign donation relates to articles only , in Form FD-5;

---

[6] Inserted by S.R.O No.422-1/84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.
[7] Substituted by S.R.O. No. 422-1/84 dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.
[8] Substituted by S.R.O. No.422-1/84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.
[9] Substituted by S.R.O. No.422-1/84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.

Dhaka University Institutional Repository

(b) Where the foreign donation relates to currency, in the cash book and ledger book on double entry basis.
(2) Accounts under sub-rule (l) shall be maintained on a half - yearly basis , one for the period commencing on the 1st day of July and ending on be 31st day of December , and to other for the period commencing on the 1st day of January and ending on the 30th day of June.

(3) All books of accounts maintained under this rule shall be audited by a chartered accountant as defined in the Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. 2 of 1973) , and two copies of accounts so audited shall be furnished to the Secretary, Ministary of Finance (External Resources Division) with a Copy to the administrative Ministry concerning the activity of the Project.

7. Bank Accounts. - A separate Bank Account shall be maintained by every person or organisation authorised under these rules for each foreign donations.

8. Seizure of books of accounts. -(l) Every seizure of books of accounts and other documents under section 4 shall be made in accordance with the provisions of the code of Criminal Procedure, 1898. (Act V of 1898)' . as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issured under section 98 of the code.
(2) The officer or offivers responsible for seisure of books of accounts and other documents under sub-rule-(1) shall return them if no action is taken as required by the ordinance.
9. Manner of service of order or direction, - An order under section 6 or any other order or direction made or issued under the Ordinance shall be served on the person or organisation concerned in the following manner, that is to say, -

Dhaka University Institutional Repository

(a) by delivering or tendering to that person or as the case may be, organisation, or to his or its duly auhorised agent; or

(b) by sending it to him be registered post with acknowledgement due to the address of his last known place of residence or the place where he carries on, or is known to have last carried on business, or the place where he personally works for gain, or is known to have last gain, in case the person is an organisation to to the last known address of the office of such organistion ; or

© If it cannot be served in any of the manner aforesaid , by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides,or carries on or is known to have last carried on business, or is known to have last worked, and in case the person is an organisation on the outer door or some other conspicus part of the permises of the premises in which the office of that organisation is located , or is known to have been last located, and the written report whereof should be witnessed by at least two persons.

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX : E.8

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

জন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা , ৩০ শে বৈশাখ , ১৩৯৭/ ১৪ ই মে , ১৯৯০ ।

নং এস আর, ও ১৮০ - আইন/৯০ - Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (XLVI of 1978) এর section 7 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে , সরকার Foreign Donations (Voluntary Activites) Regulation Rules, 1978 এর নিম্নরুপ সংশোধন করিলেন, যথাঃ-

উপরি- উক্ত Rules এর -

(১) শীর্ষে " Ministry of Home Affairs Political Branch Section IV" শব্দগুলি ও সংখ্যাটির পরিবর্তে " PRESIDENTS SECRETARIAT PUBLIC DIVISION" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

(২) সর্বত্র " Director" শব্দটির পরিবর্তে "D irector General" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

(৩) rule 2 তে Clause (a) এর পরিবর্তে নিম্নরুপ C lause (a) এবং (aa) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ -

(a) " NGO Affairs Bureau" Means the Non- Government Organisation Affairs Bureau established by the Government;

(aa) "Director General" means the Director General in charge of the NGO Affairs Bureau, Government of the People's Republic of Bangladesh; or such other offiecr as the government may by notification in the official gazette, authorise to excreise the powers and perform the functions of Director General under these rules;"

Dhaka University Institutional Repository

(8) rule ৩ এর -

(ক) sub -rule (3) এর-

(অ) "sub-rule (3)" শব্দটি, বন্ধনীসমূহ এবং সংখ্যাটির পরিবর্তে "s u b-rule (2)" শব্দটি বন্ধনীসমূহ ও সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং

(আ) "carrying on any voluntary activity" শব্দগুলির পর "and such registration shall, unless earlier cancelled, remain valid for five years" শব্দগুলি ও কমাগুলি ও কমাগুলি সংযোজিত হইবে;

(খ) sub-rule (3) এর পর নিম্নরূপ সংযোজিত হইবে, যথা-

"(4) A person or an organisation registered under sub-rule (3) may, at least six months prior to the date of expiry of his or its registration, apply in such form as sthe Director General may specify in this behalf, for renewal of his or its registration.

(5) The Director General may , on receipt of an application under sub-rule (4) , call for any information from the applicant which he may consider necessary and the applicant shall furnish the information called for within the period specified by the Director General in that behalf.

(6) The Director General may, after considering the information supplied under sub-rule (5), if any , renew the registration for a period of five years.

(7) No person or organisation shall undertake or carry on any voluntary activity after the date of expiry of his or its registration for undertaking of carrying on such activity;

Provided that a person or an organisation may, in exceptional circumstances, be allowed by the Director General to undertake or carry on such activity for a period not exceeding six months from the date of such

expiry if his or its application for renewal of registration is pending with the Director General.

(8) An application under sub-rule (1) for registration or under sub-rule (4) for renewal of registration shall be accompanied by a treasury challan showing receipt of such fee as the Government may , from time, determine in this behalf."

(5) rule 4 এর -

(ক) sub- rule (2) তে sub- "Government in the Ministry of Finance (External Resources Division)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "NGO Affairs Bureau" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে,

(খ) sub- rule (3) বিলুপ্ত হইবে এবং

(গ) sub- rule (4) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub- rule (4) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

"(4) Every person or Organisation registered under sub-rule (3) of rule 3 shall receive the founds-

(a) in foreign exchange , or

(b) in local currencey , if such funds are originted abroad in foreign exchange and received in local currency in Bangladesh, through only account opened in any scheduled Bank. Which shall submit statements of such funds to the Bangladesh Bank and the NGO Affairs Bureau."

(ঘ) sub- rule (5) এ "External Resources Division" শব্দগুলির পর "and the NGO Affairs Bureau" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে,

(6) rule 5 এর

(ক) sub- rule (1) এ " Ministry of Finance (Exernal Resources Division)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "President's Secretariat , Public Divsion , NGO Affairs Bureau and the External Resources Division" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) sub-rule (2) তে " Shall be submitted in Form FD-3, and if it relates to its utilization, in Form FD-4," কমাগুলি , শব্দগুলি , অক্ষরগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "and its utilization , shall be submitted in Form FD-3" শব্দগুলি, কমা, অক্ষরগুলি ও সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৭) rule-5A এর

(ক) sub-rule (1) এ "External Resources Division and the Departmetn of Social Welfare" শব্দগুলির পরিবর্তে "N G O Affairs Bureau" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) sub-rule (2) তে-

" Ministry of Home Affairs and the Department of Social welfare" শব্দগুলির পরিবর্তে "NGO Affairs Bureau and the Ministry of Home Affairs." শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) sub-rule (3) তে-

(অ) "Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare" শব্দগুলির পরিবর্তে "NGO Affairs Bureau and the Ministry of Home Affairs" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং

(আ) " Schemes undertaken or carried on by it" শব্দগুলির পর " according to details of project personnel as shown in the project proforma" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে;

(ঘ) sub-rule (4) এ -

"Ministry of Home Affairs and the Department of Social welfare" শব্দগুলির পরিবর্তে "Affairs Bureau and the Ministry of Home Affairs." শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) sub-rule (4) এর পর নিম্নরূপ নূতন s u b-rule (5) স ংযোজিত হইবে, যথাঃ-

"(5) Every project on voluntary activities submitted sub-rule (i) shall be accompanied by a treasury challan showing receipt of such service charge as the Government may, from time to time , determine in this be half,

(চ) rule 5B তে-

"External Resourecs Division with copies to the administrative Ministry, Ministry of Home Affairs and the department of Social Welfare" শব্দগুলি ও কমাটির পরিবর্তে "N G O Affairs Bureau with copies to the administrative Ministry, the Ministry of Home Affairs and the External Resources Division" শ ব্দগুলি ও কমাটি প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

(ছ) rule 5B এর পর নিম্নরূপ নূতন rule 5 BB স ন্নিবেশিত হইবে যথাঃ

" 5BB , Deposit of fecs and service charges.- The fees payable under sub-rule (8) of rule 3 and the service charges payable under sub-rule (5) of rule 5A shall be deposited in the Government treasury under প্রধান খাত "৬৫- কর ব্যতীত বিবিধ প্রাপ্তি" এর অধীন "এনজিওদের রেজিস্ট্রেশন, রেজিস্ট্রেশন নবায়ন' প্রকল্প অনুমোদন বাবাদ ফি/সার্ভিস চার্জ আদায় শীর্ষক গৌণ খাতে।

(১০) urle 6 এর sub-rule (3)তে-

" to the Secretary, Ministry of Finance (External Resources Division) with a copy to the administrative Ministry concerning the activity of the Project" শব্দগুলি ও কমাটি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে, "along with a certificate from the auditors in Form FD-4 , to the NGO Affairs Bureau with a copy to External Resources Division and the administrative Ministry concerning to the activity of the project" ক মাগুলি , শব্দগুলি, অক্ষরগুলি ও সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(১১) rule ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ rule ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"7. Bank Accounts - Only one bank account shall be maintained by every person or organisation authorised under these rules for receiving forcign donations :

Provided that separate bank accounts for separate projects may be maintained for internal transactions after the donations have been receved through the only bank account opened under sub-urle (4) of rule 4."

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সোহেল আহমদ

পরিচালক

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX: E.9

[Published in the Bangladesh Gazette Extraordinary, dated the 8th September, 1982]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND LAND REFORMS
(Law and Parliamentary Affairs Division)

NOTIFICATION

Dhaka, the 8th September, 1982

No. 451-Pub .- The follwing Ordinance made by the Chief Martial Law Administrator of the People's Republic of Bangaldesh . on the 6th September, 1982. Is hereby published for general information:-

THE FOREIGN CONTRIBUTIONS (REGULATION) ORDINANCE, 1982

Ordinance No. XXXI of 1982

AN

ORDINANCE

to regulate receipt of foreign contributions

WHEREAS it is expedient to regulate receipt of foreign contributions:

Now, THEREFORE, in pursouance of the Proclamation of the 24 the March. 1982 and in exercise of all powers cnabling him in that behalf, the Chief Martial Law Administrator is pleased to make and promulgatc the following ordinance: -

Dhaka University Institutional Repository

1. Short title . - This Ordinance may be called the Foreign Contributions (Regulation) ordinance, 1982.

2. Ordinance to override all other laws.- The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force or in any contract or agreement.

3. Definition. - In this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context. "foreign contribution" means any donation, grant or assistance, where in cash or in kind, including a ticket for journey abroad, made by any Government, organisation or citized of foreign state.

4. Rceipt of foreign contribution without permission prohibited.- (l) No citizen of, or organisation in, Bangladesh shall receive any foreign contribution without the prior permission of the Government.

(2) No Government, organisation or citizen of a foreign state shall make any donation, grant or assistance, whether in cash or in kind , including a ticket for journey abroad, to any citizen of , or organisation in , Bangladesh without the prior permission of the Government.

(3) Nothing in this section shall apply to an organisation established by or under any law the authority of the Government.

5. Penalty etc. - (l) Whoever receives or makes any foreign contribution in contravention of the provision of section 4 shall by punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine not exceeding two times the amount or value of the contriution , or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this Ordinance except on a complaint made by the Government or any officer authorised by it in this behalf.

H.M. ERSHAD , ndc. Psc.
Dhaka ; LIEUTENANT GENERAL
The 6th secpember , 1982 Chier martial law administrator
S. RAHMAN
Deputy Secretary

বাঃ থঃ মুঃ ৯৩/৯৪ - ২৩০৯ কম - ১০০০ বই , ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX : 10

নমুনমালা

১। উত্তর দাতা/দাত্রীর নাম :

২। উত্তর দাতা :

৩। আপনার বর্তমান বৈবাহিক অবস্থা কি ?

☐ বিবাহিত ☐ অবিবাহিত

☐ বিপত্নীক/বিধবা ☐ তালাক প্রাপ্ত

৪। উত্তরদাতা/দাত্রীর :

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পেশা :

৫। আপনার পরিবারের সদস্যদের বিবরণ :

সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা			মাসিক আয়	বসবাসীর ধরণ	অন্যান্য
					১ম	২য়	৩য়			
১।										
২।										
৩।										
৪।										
৫।										

৬। আপনার জমি আছে কি ?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৭। আপনার জমির ধরণ ও পরিমাণ কত ?

বাসস্থানের অধীনে জমি	নিজ চাষের অধীনে জমি	পতিত জমি	বাগ বাগিচা	পুকুর ডোবা	বর্গা দেওয়া জমি	বর্গা নেওয়া জমি	বন্ধক জমি নেয়া	বন্ধক জমি দেওয়া	অন্যান্য	মোট

Dhaka University Institutional Repository

৮। ব্র্যাকের কর্মসূচী আপনি কত পূর্বে গ্রহণ করেছেন ?

☐ মাস ☐ বছর

৯। আপনি কিভাবে ব্র্যাকের সদস্য হলেন ?

উঃ

১০। ব্র্যাকের সদস্য হওয়ার পর আপনার অভাব দূর করার জন্য আপনি কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন ?

উঃ

১১। আপনি কত টাকা ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়েছেন ?

ঋণের পরিমাণ	খাত
০	
১-২৫০০	
২৫০০-৫০০০	
৫০০০-৭৫০০	
৭৫০০-১০০০০	
১০০০০	

১২। ঋণের টাকা কি কাজে লাগিয়েছেন ?

ক.

খ.

গ.

১৩। প্রতি সপ্তাহে আপনি কত টাকা উপার্জন করেন এবং কিভাবে ?

উঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৪। আপনি সপ্তাহে কি পরিমাণ টাকা খরচ করেন ?

খরচের ধরণ	পরিমাণ
খাদ্য শষ্য	
অন্যান্য খাদ্য	
দৈনিক খরচ	
কাপড়/জুতা	
স্বাস্থ্য/চিকিৎসা	
শিক্ষা	
সম্পদ এবং জমা	
অন্যান্য	
মোট	

১৫। আপনি বিভিন্ন উৎসবে নিজের /স্ত্রী/ছেলেমেয়ে কাপড় ক্রয় করেন কি ?

উৎসবের ধরণ	ব্র্যাকে অংশ গ্রহণের পূর্বে	পরে
ঈদুলফিতর/পূঁজা		
ঈদুল আজহা		
পূঁজা		
নববর্ষ		
অন্যান্য		

১৬। আপনি মাসে কত টাকা জমা করেন এবং কোথায় ?

উঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৭। আগের চেয়ে আপনার অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে ?

পরিবর্তনের ধরণ	
উন্নত হয়েছে	
কোন পরিবর্তন হয়নি	
খারাপ হয়েছে	
অন্যান্য	
মোট	

১৮। বর্তমানে আপনার পরিবারের অবস্থা কি ধরণের ?

অবস্থা	বর্তমানে	ব্র্যাকের সদস্য হওয়ার আগে
খুবই স্বচ্ছল		
স্বচ্ছল		
স্বচ্ছল নয়		
অন্যান্য		

১৯। ঋণ পরিশোধের পর আপনার সংসার ভালভাবে চালাতে পারেন কি ?

উঃ

Dhaka University Institutional Repository

খ. শিক্ষা ঃ

২০। আপনি কতটুকু লেখাপড়া জানেন এবং কোথা থেকে শিক্ষালাভ করেছেন ?

লেখাপড়ার ধরণ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
স্বাক্ষর জ্ঞান	
নিরক্ষর	
লেখা ও পড়া	
লেখা, পড়া এবং হিসাব করা	

২১। আপনার ছেলে ও মেয়েরা কোথায় পড়াশুনা করছে ?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	শ্রেণী

২২। পরিবারের যে সদস্যরা লেখাপড়া শিখছে তারদেরকে দিয়ে ভবিষ্যতে আপনি কি আশা করেন ?

উঃ

২৩। পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখানোকে কি আপনি প্রয়োজন মনে করেন এবং কেন ?

☐ হ্যাঁ ☐ না কেন

Dhaka University Institutional Repository

গ. মানবাধীকার ও আইন ঃ

২৪। ছেলে এবং মেয়ের বিয়ের উপযুক্ত বয়স কোনটি ?

ছেলে ☐ বয়স

মেয়ে ☐ বয়স

২৫। পরিবারের সদস্যদের বিয়ের জন্য কার সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিবেন ?

ছেলে মেয়ের নিজস্ব সিদ্ধান্ত

পারিবারিক সিদ্ধান্ত

অন্যান্য

২৬। বিয়ে কিভাবে আইন সম্মতভাবে সঠিক হয় ?

উঃ

২৭। আপনি কি পরিবারের সদস্যদের ছেলে ও মেয়ের বিয়েতে যৌতুক নিবেন এবং দিবেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৮। যৌতুক দেয়া ও নেয়া কি ?

উঃ

২৯। যৌতুক দিলে বা নিলে কি শাস্তি হতে পারে ?

উ ঃ

৩০। কোন স্বামী স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে কি না ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩১। কাউকে তালাক দেয়া হলে কতদিন পর কার্যকর হবে ?

উঃ

৩২। কোন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সম্পত্তির অংশ পান কি-না এবং কতটুকু পাবেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। কেউ যদি আপনাকে সাদা কাগজে অথবা ষ্টাম্পে সই অথবা টিপ সই দিতে বলে আপনি কি দিবেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩৪। পরিবারের সদস্যদের মাঝে সম্পত্তি ভাগের নিয়ম কি ?

উঃ

৩৫। আপনার পরিবারের কন্যা সন্তানকে সম্পত্তির অংশ দিবেন কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩৬। প্রধান ও প্রাথমিক উত্তরাধিকার কারা ?

উঃ

৩৭। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর (পুলিশ) ভূমিকা কি ?

উঃ

৩৮। বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ) কতক্ষণ একজনকে নিজের আওতায় রাখতে পারে ?

উঃ

৩৯। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ) কি আসামীকে গ্রেফতার সময় মারধর করতে পারে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪০। গ্রেফতার হওয়ার পর একজন আসামী কি করতে পারে ?

উঃ

৪১। পুলিশ কি অনুমতি ছাড়া কোন নাগরিকের ঘরে প্রবেশ করতে পারে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪২। আসামীকে জামিন দেয় কে ?

উঃ

৪৩। একজন নাগরিক কত বৎসর সময় হলে ভোট দিতে পারে ?

উঃ

৪৪। কে ভোট দিতে পারে না ?

উঃ

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। ভোট দেয়া কি ?

উঃ

ঘ. স্বাস্থ্য ঃ

৪৬। আপনি খাবার পানি কোথা থেকে খান ?

উঃ

৪৭। পানি কি ফুটিয়ে পান করেন ?

উঃ

৪৮। আপনি কি খালি পায়ে চলাফেরা করেন ?

উঃ

৪৯। আপনার পরিবারের লোকেরা সাধারনতঃ (শিশুরা ছাড়া) কোথায় পায়খানা করেন ?

উঃ

৫০। আপনার বাড়ীতে কি ধরণের পায়খানা আছে ?

পায়খানার ধরণ	
রিং/স্লাব পায়খানা	
স্পেটিক টাংকে পায়খানা	
বাড়ীতে তৈরী পিট লেট্রিন	
কাঁচা/খোলা/ঝুলন্ত পায়খানা	
অন্যান্য	

৫১। পায়খানা থেকে আসার পর হাত কি দিয়ে ধোন ?

উঃ

৫২। ভিটামেন 'সি' এর অভাবে কোন রোগ হয় ?

উঃ

Dhaka University Institutional Repository

৫৩। পাতলা পায়খানা হলে কি করেন ?

উঃ

৬. পরিবার পরিকল্পনা ঃ

৫৪। আপনার পরিবারের ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা কত ?

ছেলে ☐ মেয়ে ☐

৫৫। আপনি (বিবাহিত হলে) পরিবার পরিকল্পনার কোন পদ্ধতি গ্রহণ করছেন কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫৬। সংসারে ছেলেমেয়ের সংখ্যা কত হলে ভাল হয় ?

ছেলে ☐ মেয়ে ☐

৫৭। ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশী হলে কিকি অসুবিধা হয় ?

উঃ

চ. সামাজিক বনায়ন ঃ

৫৮। গাছ থেকে আমরা কি কি উপকার পাই ?

উঃ ক.

খ.

গ.

৫৯। আপনি কি আপনার বাড়ীর আশে পাশে কোন গাছ লাগিয়েছেন ?

উঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

৬০। গাছ না থাকলে কি ক্ষতি হয় ?

উঃ ক.

খ.

গ.

Dhaka University Institutional Repository

ছ. প্রশিক্ষণ ঃ

৬১। আপনি কি কি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং কোথা থেকে ?

উঃ ক.

খ.

গ.

ঘ.

৬২। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আপনি কি লাভবান হয়েছেন ?

উঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

৬৩। প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা আপনি কোন কাজে লাগিয়েছেন ?

উঃ

জ. ক্ষমতায়ন ঃ

৬৪। আপনাদের নিজেদের বিচার/সালিশ করেন কারা ?

উঃ

৬৫। অন্যদের বিচার সালিশে আপনাকে ডাকা হয়ে কি-না ?

উঃ

৬৬। অন্য কেউ কি আপনাকে ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারে ?

উঃ

৬৭। গ্রামের বিভিন্ন কমিটিতে (স্কুল কমিটি, মসজিদ কমিটি, পূজা কমিটি ইত্যাদি) আপনি আছেন কি ?

উঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

৬৮। পরিবারের কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে কারা অংশ গ্রহণ করেন ?

সিদ্ধান্ত	

Dhaka University Institutional Repository

একা সিদ্ধান্ত নেন	
যৌথভাবে	

৬৯। পরিবারের মহিলা সদস্যরা ঘরে বাইরের যেয়ে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে কি না ?

উঃ হ্যাঁ ☐ এতে পরিবারের বয়োজষ্ঠদের অনুমতি দিতে হয় কি-না ?

না ☐

৭০। স্বামী দ্বারা স্ত্রী নির্যাতনকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন ?

উঃ মানবতা বিরোধী ☐

আইন বিরোধী ☐

গ্রহণ যোগ্য ☐

৭১। নারী নির্যাতন কেন হয় ?

উঃ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট—১০ DISTRIBUTION OF χ^2*

Probability

n	0·1	·05	·02	·01	·001
1	2·706	3·841	5·412	6·635	10·827
2	4·605	5·991	7·824	9·210	13·815
3	6·251	7·815	9·837	11·345	16·266
4	7·779	9·488	11·668	13·277	18·467
5	9·236	11·070	13·388	15·086	20·515
6	10·645	12·592	15·033	16·812	22·457
7	12·017	14·067	16·622	18·475	24·322
8	13·362	15·507	18·168	20·090	26·125
9	14·684	16·919	19·679	21·666	27·877
10	15·987	18·307	21·161	23·209	29·588
11	17·275	19·675	22·618	24·725	31·264
12	18·549	21·026	24·054	26·217	32·909
13	19·812	22·362	25·472	27·688	34·528
14	21·064	23·685	26·873	29·141	36·123
15	22·307	24·996	28·259	30·578	37·697
16	23·542	26·296	29·633	32·000	39·252
17	24·769	27·587	30·995	33·409	40·790
18	25·989	28·869	32·346	34·805	42·312
19	27·204	30·144	33·687	36·191	43·820
20	28·412	31·410	35·020	37·566	45·315
21	29·615	32·671	36·343	38·932	46·797
22	30·813	33·924	37·659	40·289	48·268
23	32·007	35·172	38·968	41·638	49·728
24	33·196	36·415	40·270	42·980	51·179
25	34·382	37·652	41·566	44·314	52·620
26	35·563	38·885	42·856	45·642	54·052
27	36·741	40·113	44·140	46·963	55·476
28	37·916	41·337	45·419	48·278	56·893
29	39·087	42·557	46·693	49·588	58·302
30	40·256	43·773	47·962	50·892	59·703
32	42·585	46·194	50·487	53·486	62·487
34	44·903	48·602	52·995	56·061	65·247
36	47·212	50·999	55·489	58·619	67·985
38	49·513	53·384	57·969	61·162	70·703
40	51·805	55·759	60·436	63·691	73·402
42	54·090	58·124	62·892	66·206	76·084
44	56·369	60·481	65·337	68·710	78·750
46	58·641	62·830	67·771	71·201	81·400
48	60·907	65·171	70·197	73·683	84·037
50	63·167	67·505	72·613	76·154	86·661
52	65·422	69·832	75·021	78·616	89·272
54	67·673	72·153	77·422	81·069	91·872
56	69·919	74·468	79·815	83·513	94·461
58	72·160	76·778	82·201	85·950	97·039
60	74·397	79·082	84·580	88·379	99·607
62	76·630	81·381	86·953	90·802	102·166
64	78·860	83·675	89·320	93·217	104·716
66	81·085	85·965	91·681	95·626	107·258
68	83·308	88·250	94·037	98·028	109·791
70	85·527	90·531	96·388	100·425	112·317

*Table adapted from Fisher and Yates: *op. cit.*, by permission of the authors and publishers.